লক্ষ্মী-লাভ

(সামাজিক-উপন্যাস)

৺ধীরেন্দ্রনাথ পাল প্রণীত।

প্রকাশক

শ্রীবরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

২০৪।২ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্

কলিকাতা।

মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

Printed by—
KULA CHANDRA DEY,
Sastra Prachar Press,
5, Chidammudi Lane, Calcutta.

বিজয়ার স্নেহাশীষ।

স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ নরেন্দ্রকুমার বসু।

নরেন!

আমার পুস্তক পড়িতে তুমি বড় ভাল বাস, আমার পুস্তক যত্নে সর্ব্বপ্রথম তুমিই সংগ্রহ কর তাই আমার বড় সাধের লক্ষ্মী-লাভ তোমাকেই উৎসর্গ করিলাম। আমার স্নেহের এই ক্ষুদ্র নিদর্শন,—আমি জানি তোমার গৌরবের সামগ্রী হইবে। ইতি :—

বিজয়া ১৩১৭ }
কলিকাতা। }

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ পাল।

(যন্ত্রস্থ)

মায়ের পুকুরের সোণার পদ্ম

পারিবারিক উপন্যাস

শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত

সতীর স্বর্গ।

বাঙ্গালার ঘরের কথা—বাঙ্গালির নিজের জিনিষ,—

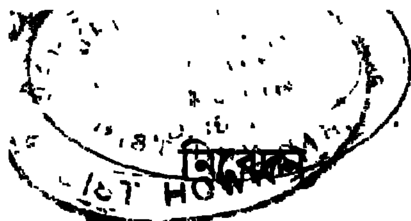
আনন্দ ও অশ্রুর প্রীতিময় ধারা শীঘ্রই

প্রকাশিত হইবে।

স্মৃতি-পৃষ্ঠা

*এই পুস্তকখানি প্রদান করা হইল।

তারিখ



নিবেদন

আজ ছয় বৎসর পরে স্বর্গীয় পিতৃদেবের শেষ উপন্যাস লক্ষ্মী-লাভ প্রকাশিত হইল। এই পুস্তকখানি স্বর্গীয় পিতৃদেবের নিজেরই প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ছিল,—কিন্তু দৈব নির্ব্বন্ধে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর সাংসারিক নানা দুর্ঘটনায় পুস্তকখানি এতদিন প্রকাশিত হয় নাই,—সম্প্রতিও হইবার সম্ভাবনা ছিল না,—কেবল বরেনবাবুর আগ্রহাতিশয্যে ইহা প্রকাশিত হইল। এতদিনে স্বর্গীয় পিতৃদেবের বড় সাধের,—বহু যত্নে লিখিত শেষ উপন্যাস "লক্ষ্মীলাভ" মায়ের চরণে অঞ্জলী প্রদান করিলাম,—আমার দৃঢ় বিশ্বাস, "লক্ষ্মী-লাভ" নিশ্চয়ই মায়ের অঞ্চলতলে তাহার সম্মায়তন স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইতে পারিবে।

যাঁহার আশালতা, ভ্রমর সংস্করণের পর সংস্করণ মুদ্রিত হইয়া বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে শোভিত হইতেছে,—যাঁহার উপন্যাসে বঙ্গ-সাহিত্য একরূপ প্লাবিত হইয়া রহিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না,—তাঁহার উপন্যাস সম্বন্ধে অধিক কিছুই বলিবার নাই। "লক্ষ্মী-লাভ" সহর ও পল্লীর স্বরূপ চিত্র। আমাদের ঘরের কথা,—নিজের ছবি। ইহাতে উপন্যাসের অস্বাভাবিক নায়ক নায়িকার প্রেম নাই—অসংযত অসংলগ্ন বাক্যের আড়ম্বর নাই—বিলাতি সৌগন্ধের ছড়াছড়ি নাই,—আছে কেবল মেদির বেড়া,

—পুকুর ডোবা—আকাশস্পর্শী বাঁশঝাড়—শস্য শ্যামল ধান্য-ক্ষেত্র—আর ধূপ ধুনার সৌগন্ধে উদ্ভাসিত পবিত্র হিন্দুগৃহের অপূর্ব্ব শোভা। গ্রন্থকারের অপূর্ব্ব কল্পনা নিশিবাবু সত্যই এক নূতন সামগ্রী।

পরিশেষে, এই পুস্তকখানি অর্থব্যয় ও যত্নের কার্পণ্য না করিয়া এরূপ সুচারুভাবে প্রকাশ করার জন্য আমরা বরেনবাবুকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। তাঁহার উদ্যম ও যত্ন না থাকিলে এত শীঘ্র এ পুস্তকখানি প্রকাশিত হইত কি না সন্দেহ।

বিনয়াবনত—

শ্রীযতীন্দ্রনাথ পাল।

১৩ই মে ১৯১৬
কলিকাতা।

প্রথম খণ্ড

আড়ম্বর



"ছেড়েদে সু, গাড়ী মিস্ হবে।"

(লক্ষ্মী লাভ—পৃঃ ১১)

লক্ষ্মী-লাভ

প্রথম পরিচ্ছেদ

ছাত্রাবাস

এটী ৯০ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের "মেস।" উপরের বারান্দা হইতে দুই দশখানি রং বেরংয়ের কাপড় ঝুলিতেছে। ভিতর হইতে সুপরিচিতা সুদক্ষা সদা-বাজার-কারিণী, চৌর্য্যবিদ্যায় পারদর্শিনী, স্থূল-কায়া, নাতিযৌবনা, চাকচিক্যমানা "ঝির" গলা শ্রুত হইতেছে। ঘরে ঘরে বিবিধ ভাবের কেওড়া কাঠের তক্তপোষ শোভা পাইতেছে। পার্শ্বে অর্দ্ধভগ্ন হেলায়মান এক একখানি টেবিল;—তদুপরি কৃষ্ণধূমে সুশোভিত ভগ্নপ্রায় চিমনিধারী কেরোসিন ল্যাম্প। চারিদিকে ইংরাজি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, অঙ্কশাস্ত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। ছাত্রবৃন্দ কেহ নীরবে, কেহ উচ্চৈঃস্বরে;—কেহ গুণ গুণ স্বরে, কেহ পোঁ পোঁ রবে,—বার্ক, সেক্সপিয়র, রস্কো, জ্যানো প্রভৃতি উদরস্থ করিবার জন্য বদ্ধপরিকরে নিযুক্ত আছেন। কেহ কেহ বা সদা-[illegible] সিঁড়িতে উদীয়মান খাবারওয়ালার শালপাতা-আবেষ্টিত [illegible] গোছার প্রতি লোল জিহ্বায় ব্যাকুল নয়নে চাহিতেছেন।

প্রায় সন্ধ্যা হয় ;—মধ্যে মধ্যে "ঝি—ঝি" রব উপর হইতে ধ্বনিত হইতেছে। হেলায়-দোলায়মানা, বাকবর্ষিণী, চিরহাস্যময়ী, হাবভাবে গরবিণী ঝি "ম্যানেজার-বাবু"কে জল খাওয়াইয়া মুক্ত-হস্তে ক্ষিপ্র পদে চারিদিকে পান ও জল বিতরণ করিয়া নামিতেছে। তৎপশ্চাতে লাল খাতা কক্ষে হেটমুণ্ডে খাবারওয়ালা তাহার ঝুড়ির সার অসার অন্নবোগের আধারগুলি নিঃশেষ করিয়া বাবুদিগের কেবল "সহি" লইয়া ফিরিতেছে। নিম্নে "ঠাকুর,"ঝুলস্থশোভিত পাকশালের প্রজ্বলিত উনানে মুগ-মুষ্টিকে তোলোরূপী অতল সাগরে ভাসাইয়া ঝর-ঝর-নির্ঝরিণী কল-স্রোতস্বিনীর পার্শ্বে প্রতিষ্ঠিত চৌবাচ্ছারূপ মানস-সরোবর তীরে বেলিয়াঘাটার বাদাম পরিধৌত করিতে করিতে দস্তুরির প্রত্যাশায় দুর্ভাগ্য খাবারওয়ালার প্রতীক্ষা করিতেছেন। বাহির হইতে "বাবু বরফ চাই" বলিতে বলিতে খাবারওয়ালার নীরব অপ্রকাশিত দুঃখের কারণানভিজ্ঞ বরফওয়ালা কুল্পিরূপী ধার নামক সর্প তাহার হাঁড়ী হইতে ছাত্রবৃন্দের মধ্যে ছাড়িয়া দিতে আসিতেছে।

এক্ষণে বাবুরা স্বাস্থ্যবিধায়ক ব্যায়াম ও শারীরিক পরিশ্রম নিত্য প্রয়োজনীয় বিবেচনায় কেহ কেহ গোলদীঘির দিকে প্রবল-বেগে পরিধাবমান হইয়াছেন। তথায় কেহ শতবার, কেহ দুই শতবার,—যাঁহার যেরূপ পরিভ্রমণ স্থির—নির্দ্দিষ্ট আছে, তদনুরূপ সেই সুন্দর সুপরিষ্কৃত পুষ্করিণী প্রদক্ষিণে নিযুক্ত হইতেছেন।

কেহ কেহ বা ফুটবল প্রভৃতি ক্রীড়া ক্রীড়নে বা দর্শনে উদ্‌গ্রীব হইয়া হেটমুণ্ডে গোঁ ভরে কলিকাতার গড় নামধেয় সুবিস্তৃত মাঠের দিকে ছুটিয়াছেন। কেহ কেহ বা পুস্তকহস্তে দূর-পরিদৃশ্যমান চসমা চক্ষে ছাদরূপ বায়ুসেবন স্থলে ধীরে ধীরে প্রয়াণ করিতেছেন। তথায় পাদচারণে ব্যায়াম,—এবং দূরস্থ ছাদশোভিনী অবলাকুলের পর্য্যবেক্ষণে পার্থিব-প্রজ্ঞতা—এ উভয় কার্য্য সুসম্পন্নের সম্ভাবনা আছে। যাঁহারা শারীরিক অপেক্ষা মানসিক উৎকর্ষসাধন শ্রেয়ঃ বিবেচনা করেন, তাঁহারা রুচিভেদে কেহ ধর্ম্মোন্নতিবিধায়িনী,কেহ সমাজসংস্কারিণী, কেহ রাজনৈতিকী সভামণ্ডপের বেঞ্চিশ্রেণী পরিশোভিত করিতে চলিয়াছেন। এইরূপে ক্রমে সেই ভবিষ্যৎ-উকিল-ডাক্তার-কেরাণী-প্রসবিনী "মেস"-সুন্দরীকে কলিকাতার ধূমবাস-পরিধানা নিশীথিনী আসিয়া ধীরে ধীরে ঘেরিল।

রাত্রি আট ঘটিকা কালে এই "মেস" গৃহের সোপান শ্রেণীতে চট্ চট্ পট্ পট্ শব্দ ঘোর রোলে উঠিল;—সে মহানন্দে সমস্ত গৃহ প্রতিধ্বনিত হইল। বাহিরে রাজপথস্থ লালপাগড়ীধারী, গোলমাল-দেখিলে-দূরে-অপসারণকারী, গাড়োয়ানের যমরূপী পাহারাওয়ালা চমকিত হইয়া সেই দিকে চাহিল। ঠাকুরের "পাত হয়েছে আসুন" শব্দ শুনিয়া তালতলা-ঠনঠনে-প্রস্তুত বাবুদিগের পদস্থিত চটিসমূহ সোপানশ্রেণীতে আঘাতিত প্রঘাতিত হইয়া এইরূপ নিনাদ করিয়া উঠিল। সর্ব্বদা-ক্ষুধা-প্রপীড়িত মেস-

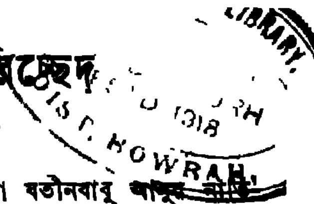
বাসিগণ ঠাকুরের ঘর্ম্মপরিমিশ্রিত তরল ডাল ও তরলতর ঝোল-টুকু উদরস্থ করিবার জন্ম এতই ব্যগ্র হইয়া ছুটিলেন যে, অন্তরীক্ষবাসী দানবকুল ভাবিল, তাহারা যদি পুরাকালে অমৃত লাভের জন্ম এরূপ ব্যগ্র হইত, তাহা হইলে তাহাদের হস্ত হইতে কোন ক্রমেই সে ত্রিদিববাঞ্ছিত পরম-বস্তু যাইত না।

অর্দ্ধ আহার হইয়াছে,—"ঠাকুর, ভাত নিয়ে এস," "ঠাকুর, জল এই দিকে," "ঠাকুর, দমের একটা আলু দাও," এইরূপ ও নানারূপ রব উঠিতেছে,—ঠাকুর একবার উত্তরে, একবার দক্ষিণে, হাতা হস্তে ছুটিতেছে,—এইরূপ সময়ে দ্বারে শব্দ হইল, "বাবু, তার আয়া।"

সেই সর্ব্বদা আত্মীয়-স্বজনের কঠিনব্যাধি সংবাদ-জ্ঞাপক তারের আগমন সংবাদে সহসা সেই রাজনৈতিক, সামাজিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক নানা কথোপকথনে নিযুক্ত ডাল-ভাত-দম-অন্তর্দ্ধানকারী ছাত্রবৃন্দ মধ্যে নিস্তব্ধতার মেঘ পড়িল;—সপ্ সপ্ চপ্ চপ্ শব্দ ঘুচিল;—হাতের দম হাতে রহিল;—মুখের গ্রাস মুখে থাকিল,—সকলেই উৎকণ্ঠিত—উদ্‌গ্রীব,—ভীত—ব্যাকুলিত,—অনেকে আসন হইতে উত্থিত, অর্দ্ধ উত্থিত; কাহারও কাহারও কণ্ঠের কথা কণ্ঠেই রহিল,—বাহির হইল না। কেহ কেহ ব্যগ্র ভাবে বলিলেন,—"কার? কার?"

ঝি টেলিগ্রাফটি আনিয়া দ্বারনিকটস্থ বাবুর হস্তে দিল; তিনি শিরোনামা পড়িয়া বলিলেন, "যতীনের।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ



বিবাহ

গৃহের এক কোণে উপবিষ্ট হইয়া যতীনবাবু আলুর নাতিসিদ্ধ দম মুখে তুলিতেছিলেন,—সহসা তাঁহার নাম উচ্চারিত হওয়ায়, তদবস্থায় বিস্ফারিত নয়নে দ্বারাভিমুখে চাহিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "কার ?" একজন বলিলেন, "তোমার।" ঝোলসিক্ত তরলতর ডালমিশ্রিত মাখা ভাত সেই অবস্থায় ফেলিয়া তৎক্ষণাৎ যতীনবাবু উঠিলেন। পিয়ন দ্বার হইতে চীৎকার করিয়া বলিল, "বাবু, সহি দি জিয়ে।"

যতীনবাবু সত্বর আচমন কার্য্য শেষ করিয়া টেলিগ্রাফটি হস্তে লইয়া তিন লম্ফে সোপানশ্রেণী উত্তীর্ণ হইয়া উপরে উঠিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ঝি রসিদ আনিয়া পিয়নকে প্রত্যর্পণ করিল,—তখন নিম্ন হইতে উদ্গ্রীব বন্ধুগণ ডাকিলেন, "ও যতীন, খবর কি ?" উপর হইতে কোন উত্তর নাই।

তাঁহারা সকলেই কেহ অন্নপিণ্ড গ্রাস করিতে করিতে,—কেহ আহারীয়পূর্ণ মুখে অস্পষ্ট অব্যক্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন,—"কোথাকার টেলিগ্রাফ ?" "কে পাঠিয়েছে ?" "কার অসুখ ?" "কি খবর ?" "কথা কওনা কেন ?" কিন্তু বন্ধুদিগের এ প্রশ্ন-বৃষ্টির কোন প্রত্যুত্তর আসিল না। তখন কেহ কেহ আহার ত্যাগ করিয়া উঠিলেন, এবং কেহ কেহ সত্বর উঠিবার জন্য অবশিষ্ট ভাত বায়ুবেগে অন্তর্হিত করিতে লাগিলেন ;—কেবল

নিশিবাবু অবিচলিত ভাবে চিরাভ্যাসানুযায়ী ধীর গতিতে ভোজনকার্য্য সুসম্পন্ন করিতে লাগিলেন, তিনি বিচলিত হইবার লোক নহেন; একবার মাত্র বলিলেন,—"যতীনটা চিরকালই গাধা।"

যখন বন্ধুগণ চৌবাচ্চা পরিবেষ্টন করিয়া সকলে ক্ষিপ্রহস্তে আচমন-কার্য্য শেষ করিতেছিলেন, সেই সময়ে ঝি আসিয়া সেই ছাত্রবৃন্দের শান্তিভঙ্গ-কারিণী, ব্যাকুলতা-প্রদায়িনী,কৌতূহলোদ্দীপনী তারনাম্নী বার্ত্তাবাহিকাকে ম্যানেজারবাবুর হস্তে দিল। তিনি আলোর নিকট আসিয়া ব্যগ্রচিত্তে পাঠ করিলেন; হাসিয়া বলিলেন, "এই ব্যাপার—কি যন্ত্রণা! আমরা সকলেই ভেবেছিলাম, বুঝি কার ব্যাম।"

একবাক্যে সকলেই বলিয়া উঠিলেন,—"তবে কি? তবে কি?"

তিনি বলিলেন, "যতীনের বে।"

"বে!" "সে কি।" "যতীন যে কখন বে কর্ব্বে না!" "ওর ওপিনিয়ন যে ম্যারেজের বিরুদ্ধে!" এইরূপ ও নানারূপ মন্তব্য চারিদিক্ হইতে উঠিতে লাগিল। সকলেই তখন আলোর নিকট লইয়া গিয়া সেই শুভপরিণয়জ্ঞাপক টেলিগ্রাফটি এক একবার দেখিলেন। যতীনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা লিখিতেছেন:—

"সত্বর রওনা হও। ২০শে তোমার বিবাহ স্থির হইয়াছে।"

বন্ধুরা সকলে আসিয়া যতীনকে ঘেরিলেন। সপ্তরথী পরি-

বেষ্টিত অভিমন্যু অপেক্ষাও যতীনবাবু বন্ধুদিগের প্রশ্নবাণ বর্ষণে উৎপীড়িত হইয়া উঠিলেন। "কি কর্ব্বে?" "যাবে নাকি? "এইবার ষ্ট্রেংথ অব্ মাইণ্ড বুঝ্‌বো!" এক পক্ষ হইতে এইরূপ, ও অপর পক্ষ হইতে "যাওয়া খুব উচিত।" "সেইতো ক'র্ত্তে হবে, তবে আত্মীয় স্বজনের মনে ব্যথা দেওয়া কেন?" "সব ঠিক হয়েছে, এখন না যাওয়া কি ভাল?" এইরূপ বহুবিধ মন্তব্য, মত, ওপিনিয়ন ব্যাখ্যাত হইতে লাগিল। যতীনবাবু কোন উত্তর দিলেন না,—দিবার অবসরও পাইলেন না। "বিবাহিত জীবন ভাল কি অবিবাহিত জীবন ভাল?" "বালিকা বিবাহ ভাল না যুবতী বিবাহ ভাল?" "হিন্দুপ্রথা ভাল কি বিলাতী-প্রথা ভাল?"—সকলে এইরূপ দুই পক্ষে নানা তর্ক বিতর্ক বাক্‌-বিতণ্ডা আরম্ভ করিলেন,—ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠ হইতে সেই বাক্‌-যুদ্ধস্থলে কোমটী, ভল্‌টেয়ার, মিল, স্পেনসার মেকিয়াভেলি প্রভৃতি আনীত হইল। পার্শ্বস্থ প্রতিবেশিগণ "মেসে আজ কি হইল" অবগত হইবার জন্য কারণানুসন্ধানে লোক প্রেরণ করিলেন। যাঁহাকে লইয়া এই তুমুল সমর, তিনি নীরবে গৃহকোণস্থ লম্বমান রজ্জুপরি দোলায়মান সার্টটী ও চাদরখানি লইয়া গমনোদ্যত হইলেন; তখন সকলেই বলিয়া উঠিলেন, "কোথায় যাও?" "একবার ললিতের সঙ্গে দেখা ক'রে আসি" এই কথা বলিয়া যতীন অতি সত্বর তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

ললিত তাহার প্রাণের বন্ধু। এ ঘোর সঙ্কটে প্রাণের বন্ধু

ললিতের সহিত পরামর্শ ব্যতীত তিনি অনন্যগতি। তাই স্পন্দিত হৃদয়ে সেই রাত্রিকালেই নানাভাবে হৃদয়পূর্ণ যতীনরূপ ভবিষ্যৎ বি, এ, কলিকাতার রাজপথ দিয়া তীরবেগে বন্ধুসন্নিধানে চলিলেন। রাত্রি প্রায় ১০টা। রাজপথে মনুষ্য সমাগম হ্রাস হইয়া আসিতেছে ;—সমস্ত দিবসের দারুণ কষাঘাতে প্রপীড়িত ক্লান্ত পরিশ্রান্ত তৃতীয় শ্রেণীর অশ্বিনীদ্বয় অর্দ্ধহস্ত পরিমিত জিহ্বা বিলম্বিত করিয়া পশ্চাতস্থ অস্থি বিচূর্ণকারিণী ঝন্‌ঝন্‌ নিনাদিনী রথখানি টানিয়া কায়ক্লেশে আস্তাবলরূপ শান্তিনিকেতনে চলিয়াছে। পানওয়ালার দোকানের আলো ক্রমে স্তিমিত হইয়া আসিতেছে। সহরে লক্ষ নরনারীর পদধূলিতে পবনদেব কর্ত্তৃক পরিশোভিত হইয়া শিশুদিগের প্রিয় কুচোগজা,—ছাত্রদিগের মস্তকঘূর্ণনকারী রসগোল্লা,—কেরাণীবাবুদিগের স্বাস্থ্য বিনাশ-কারিণী কচুরী,—সমস্ত দিবসের পরে ঝাঁপ অন্তরালে অবস্থিত হইতে চলিয়াছেন। ক্রমে লক্ষকণ্ঠে আলোড়িতা কলিকাতা মহানগরী শান্তির ক্রোড়ে বিরাম লাভ করিতেছে।

ললিতের বাড়ীর দ্বার রুদ্ধ। অনেক ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকির পর ললিতের পৈত্রিক আমলের প্রাচীন ভৃত্য রামচন্দ্র ওরফে রামা আসিয়া দ্বার উন্মুক্ত করিল। কিছু গালি তাহার কণ্ঠ হইতে ওষ্ঠ পর্য্যন্ত আগমন করিয়া এতরাত্রে বিরক্তকারী পাপাত্মার অভ্যর্থনায় প্রস্তুত হইয়া ছিল,—কিন্তু সম্মুখে যতীনকে দেখিয়া সে ঢোঁক গিলিল,—গালিরাশি উদরস্থ হইয়া ভিতরেই

রহিয়া গেল। যতীন জিজ্ঞাসা করিলেন, "ললিত কি ঘুমিয়েছে?" রাম বলিল, "এতক্ষণ রাণাঘাট পার!" যতীন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "রাণাঘাট পার! সে কি?" রাম বলিল, কর্ত্তা মরণাপন্ন। এইমাত্র তারের খবর পেয়ে বাবু বাড়ী রওনা হ'লেন। আট্‌টার গাড়ীতে গেছেন।"

যতীন ফিরিলেন। তাঁহার প্রাণের বন্ধু বিপন্ন,—আর তাঁহার বিবাহ! ললিত পিতৃহীন হইতে চলিয়াছেন,—আর তিনি পিতা হইতে যাইবেন! ইহা কি ঘোর বিসদৃশ হইবে না! এ সংসার কি এইরূপ বিভিন্ন প্রকৃতিতে গঠিত? একদিকে অমানিশা,—অপরদিকে জ্যোৎস্না-বিধৌত পূর্ণিমা,—মানব জীবন কি এই নিয়মে পরিচালিত? এই সকল গভীরদার্শনিক চিন্তায় চিন্তিত মনে ধীরে ধীরে যতীনবাবু বাসার দিকে ফিরিতেছিলেন। তিনি বিমনা,—একখানা গাড়ী পশ্চাৎ হইতে আসিয়া প্রায় তাঁহার ঘাড়ে পড়িয়াছিল,—তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই। এক্ষণে কোচমানের চীৎকারে তিনি লম্ফ দিয়া ফুটপাথে উঠিলেন। অতিকষ্টে প্রাণ বাঁচিল,—এখনই বিবাহ শেষ হইয়াছিল! তাঁহার বুক সবলে স্পন্দিত হইতে লাগিল। গাড়ীখানা তীরবেগে পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গেল। ভিতর হইতে একজন চীৎকার করিয়া বলিল, "ভাই যতীন,—ভাই যতীন, এরা আমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে,—বলে ওয়ারেন্ট আছে। ভাই, আমার বড় বিপদ,—ভাই, আমার বড় বিপদ—"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বন্ধুলাভ

যতীন ও তাঁহার বন্ধু ললিতবাবুর পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। যতীনবাবু বি, এ, পড়িতেছেন,—তাঁহার বৃদ্ধ পিতা নরসুন্দর বসু মহাশয় বহু বৎসর যাবৎ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রেল আফিসে কলম পিষিয়া এক্ষণে বাটীতে ৫০ টাকা-পেনসন-রূপ কেরাণীর বার্দ্ধক্যের একমাত্র ভরসা উপভোগ করিতেছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ বরেন্দ্র পশ্চিমে রেল আপিসে একটি চাকরী পাইয়াছেন,—নরসুন্দরবাবুকে সাহেব বড়ই ভাল বাসিতেন; তাই তিনি চাকুরী পরিত্যাগ করিলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বরেন্দ্রকে তিনি ৫০ টাকা মাহিনার একটি চাকুরী দিয়াছেন। চাকুরী দুর্ম্মূল্য,—সহজে মেলে না; কাজেই কলেজ ছাড়িয়া সেই চাকুরী লইয়া বরেন্দ্র পিতার পদধূলি সম্বল করিয়া রেলের পাস পকেটে ও ষ্টিলট্রাঙ্ক সঙ্গে পশ্চিমে প্রয়াণ করিলেন। তাঁহার বালিকা স্ত্রী ললিতা গৃহের অর্দ্ধোন্মুক্ত দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অবগুণ্ঠনাভ্যন্তরে সজল-গোলালো নয়নে ব্যাকুল ভাবে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাঁহার নিজ জননীসমা বিমাতা লাবণ্যময়ী, অঞ্চলে চক্ষুর জল মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "বরেন, রোজ এক একখান চিঠি লিখ্‌তে ভুল' না।" বৃদ্ধ বসু মহাশয় গভীরে তামাকু সেবন করিতেছিলেন,—চক্ষে যে জলরাশি ধীরে ধীরে জমিতেছিল,

তাহা অপ্রকাশিতকরণাভিলাষে তামাকু ধূমে সর্ব্বাঙ্গ আবরিত করিতেছিলেন। বরেন্দ্র আসিয়া পদধূলি লইয়া "বাবা, তবে এখন যাই" বলিলে, তিনি দুই চারিবার কাশিয়া রুদ্ধকণ্ঠ পরিষ্কারকবণান্তর বলিলেন, "হাঁ,—ট্রেণের সময় হ'লো।" বরেন্দ্রবাবু যাইতেছিলেন,—তাঁহার নবম বর্ষীয়া একমাত্র ভগিনী সুপ্রিয়া ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে ধরিল। তাহার অর্দ্ধকুঞ্চিত স্কন্ধ-পর্য্যন্ত বিলম্বিত উন্মুক্ত কেশরাশি তাহার সুন্দর মুখখানি ঢাকিয়া ফেলিতেছিল,—বরেনবাবু তাহা সাদরে সরাইয়া বলিলেন, "ছেড়ে দে সু,—গাড়ী মিস্ হবে।" সু বলিল, "আমার জন্যে কাশ্মীর খেল্না আন্‌বে বলো।" "আন্‌ব" বলিয়া বরেন্দ্রবাবু হৃদয়ের ভাব হৃদয়ে লুকাইয়া চক্ষের জল চক্ষে মিশাইয়া, ত্বরা পদে সেই সুখময় আবাসস্থল ও চিরশান্তিনিকেতন গৃহ ছাড়িয়া একাকী বিদেশে অর্থানুসন্ধানে চলিলেন। সেই গিয়াছিলেন,—তাহার পর এক বৎসর পরে এক মাসের ছুটি লইয়া গৃহে ফিরিয়াছেন।

বরেন্দ্র ও যতীনকে রাখিয়া বন্ধু মহাশয়ের গৃহিণী স্বর্গধামে গিয়াছিলেন। ৫।৬ বৎসর বন্ধু মহাশয় আর দ্বিতীয় দারপরিগ্রহের কথা ভাবেন নাই;—পরে নানা কারণে,—বিশেষতঃ মাতৃহীন বালক দুইটার যত্ন হয় না দেখিয়া,—অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া প্রেমময়ী লাবণ্যময়ীকে বিবাহ করিয়া গৃহে আনিলেন। লাবণ্য যে বিমাতা, তাহা বরেন্দ্র ও যতীন্দ্র জানিতেন না,—

লাবণ্যও তাঁহাদিগকে ঠিক নিজের ছেলের মত দেখিতেন। তাঁহার একটী মাত্র কন্যা হইয়াছিল,—সুপ্রিয়া। বৃদ্ধ বসু মহাশয় তাহারই জন্য একটী সুপাত্রের সন্ধানে ছিলেন,—যতীনের বিবাহের কোন কথাই ছিল না।

ললিতপ্রকাশবাবু বড় লোক,—জমিদারের ছেলে;—পিতার একমাত্র পুত্র। তাহার পিতা রাম রাম চৌধুরী মহাশয়ের বৎসরে লক্ষাধিক টাকা আয়। নদীয়া জেলার মধ্যে তিনি একজন প্রধান ধনাঢ্য ব্যক্তি, কত গাড়ী ঘোড়া, কত দাস দাসী,—কতই বা হাতী! বাড়ীটা একটা প্রকাণ্ড গ্রাম বলিলে অত্যুক্তি হয় না। চৌধুরী মহাশয়কে সকলেই বিশেষ ভক্তি মান্য করিত, গভর্ণমেন্ট কয়েকবার তাঁহাকে রাজা উপাধি প্রদানে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি বহু কষ্টে কিছু ব্যয়ভূষণ করিয়া সে বিষম সমস্যা হইতে উত্তীর্ণ হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহাকে "চৌধুরী মহাশয়" বলিয়া ডাকিলেই তিনি বিশেষ প্রীতি অনুভব করিতেন। তাঁহার দানের পরিসীমা ছিল না,—তাহার জমিদারীতে দীন দুঃখী নাই,—তিনি প্রজাদিগকে সন্তান-নির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন,—তাঁহার দানের সংবাদ তিনি ব্যতীত আর কেহ জানিত না।

চৌধুরী মহাশয়ের কোন দুঃখ ছিল না। তাঁহার গৃহিণীকে স্বয়ং লক্ষ্মী বলিয়া সকলে বিবেচনা করিত। পুত্র ললিতপ্রকাশও বড় ভাল ছেলে। বড়লোকের ছেলের মত উন্নত-টেড়ি, ফুল-কোঁচা,

এসেন্স-আধার নহেন। যতীনের ন্যায় তিনি ও বি,এ, পড়িতেছেন। পিতা কলিকাতায় বাড়ীভাড়া করিয়া তাঁহাকে রাখিয়াছেন,—পিতৃপ্রিয় ভৃত্য রামচন্দ্র পল্লিগ্রামের দাকাটা তামাকুর কঠিনতম প্রেমশৃঙ্খল বিচ্ছিন্ন করিয়া অগত্যা কলিকাতা সহরের চতুর জীব হইতে স্বীকৃত হইয়া ললিতের গারজিয়নতা করিতেছেন। ষ্টুয়ার্টের নূতন গাড়ী ওয়েলার সংযুক্ত হইয়া সময় সময় রামাকেও টানিতেছে। ললিত প্রেসিডেন্সিতে পড়িতেছেন। তিনি প্রেসিডেন্সির একজন ভাল ছেলে। এলেতে বৃত্তি পাইয়াছেন,—বি, এ, তেও খুব ভাল হইয়া পাস হইবার আশা করেন।

এরূপ বড় লোকের সহিত গরীব মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ছেলে যতীনের কিরূপে এরূপ বন্ধুত্ব ঘটিল? এক দিন যতীন কলেজ হইতে ফিরিতেছিলেন,—দেখিলেন, একখানা ভাল ঘরের গাড়ী উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিতেছে,—কোচমান সহিস নাই,—ঘোড়া উন্মাদের ন্যায় ছুটিয়াছে। পথের লোক হই হই শব্দ করিয়া উঠিতেছে,—আর দুই এক মিনিটের মধ্যে গাড়ী চূর্ণ বিচূর্ণ হইবে। যতীন দেখিলেন;—এক ব্যক্তি গাড়ীর ভিতর আছেন, তিনিও অনতিবিলম্বে গাড়ীর সহিত নিষ্পিষ্ট হইবেন। যতীন তৎক্ষণাৎ পার্শ্বস্থ এক সহপাঠীর হস্তে পুস্তকগুলি দিয়া তীরবেগে সেই গাড়ী ধরিতে ছুটিলেন। পথের লোক কেহ উৎসাহ দিল,—কেহ কেহ বলিয়া উঠিল, "কর কি,—মারা যাবে!" যতীনের

কর্ণে কাহারও কোন কথা প্রবেশ করিল না,—তিনি ছুটিয়া গিয়া উন্মত্ত মহা তেজস্বী অশ্বের মুখস্থিত লাগাম ধরিলেন। অশ্ব তাঁহাকে প্রায় শত হস্ত টানিয়া লইয়া গেল, কিন্তু তবুও তিনি ছাড়িলেন না; অশ্ব দাঁড়াইল। তখন আরও দশ বিশ জনে আসিয়া ঘোঁড়া ধরিল।

ভিতরে ছিলেন ললিতপ্রকাশবাবু। তিনি গাড়ী হইতে নামিলেন। কেহ কেহ বলিল,—"মশায়, আপনি কি ক'রে গাড়ীর ভিতর নিশ্চিন্ত হয়ে ব'সেছিলেন।" ললিতবাবু মৃদু হাস্য করিলেন,—কোন উত্তর দিলেন না। তিনি আসিয়া যতীনকে সেকহ্যাণ্ড করিলেন,—অশ্বের লাগাম লইলেন,—অশ্বকে, সস্নেহ চপেটাঘাত আদর করিলেন; অশ্ব আপন প্রভু চিনিল, হ্রেষা রব করিয়া উঠিল। তখন ললিতবাবু যতীনকে গাড়ীতে উঠিতে অনুরোধ করিলেন। যতীন অস্বীকৃত হইলে তিনি এমনই মধুরভাবে তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন যে, যতীন আর না বলিতে পারিলেন না; গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন! ললিত কোচবাক্সে উঠিয়া গাড়ী হাঁকাইয়া চলিলেন। সেই পর্য্যন্ত বন্ধুত্ব!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নিশিবাবু

স্তম্ভিত স্পন্দিত যতীন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বহুক্ষণ একদৃষ্টে সেই বেগবান দুরাশসারক গাড়ীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। গাড়ী দূর হইতে দূরে গিয়া ক্রমে দৃষ্টির বহির্ভূত হইল। তখন তিনি চারিদিকে চাহিলেন—পথে জনমানব নাই। প্রথমে হৃদয়স্পন্দক বিবাহসংবাদ,—তৎপরে প্রিয় বন্ধুর পিতার শঙ্কোৎপাদক কঠিন ব্যাধিসংবাদ,—পরে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-বিমোচন অপঘাত মৃত্যু,—তৎপরে এ কাহার আবার সমূহ বিপদ। কে গাড়ী হইতে বিপদে এরূপ কাতরে তাঁহাকে ডাকিল! প্রথমে তিনি উপলব্ধি করিতে পারেন নাই;—এক্ষণে কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া ধীরে ধীরে বুঝিলেন,—স্বর আর কাহারও নহে, তাঁহারই ভ্রাতৃজায়া লালিত্যময়ী ললিতার ভ্রাতা অতুলবাবুর। আহা! পীড়িতা স্নেহময়ী বৃদ্ধা জননী ব্যতীত অতুলের যে আর সংসারে কেহই নাই! তিনি যে ঘোরতর কঠিন পরিশ্রম করিয়া সামান্যমাত্র উপার্জ্জনে জননীর সেবা করিতেছেন! সেই পীড়িতা শয্যাগতা বৃদ্ধা, পুলিশপ্রহরী-পরিবেষ্টিত পুত্র হইতে ছিন্না হইয়া, কিরূপ ব্যাকুল কাতরতায় দুই চক্ষের জলে ভাসিতেছেন,—এ দৃশ্য মুহুর্ত্তের জন্য যতীনের চক্ষের উপর ভাসিল! যখন তাঁহার বড় আদরের স্নেহের বউদিদি

নবনীসমা কোমলা ললিতা তাঁহার একমাত্র ভ্রাতার এ ঘোর বিপদের কথা শুনিবেন, তখন তাঁহার সেই বিশাল চক্ষুর্দ্বয় কিরূপ গভীর বিষাদে জলে ভাসিয়া যাইবে,—সে দৃশ্যও মুহূর্ত্তের জন্য যেন তিনি চক্ষের উপর দেখিলেন! যতীন পার্শ্বের গ্যাসস্তম্ভে ভর দিয়া দাঁড়াইলেন।

নীরব নিশীথিনীর সুশীতল সমীরণ তাঁহাকে ধীরে ধীরে ব্যজন করিয়া তাঁহার উষ্ণ ও উত্তপ্ত শোণিত কথঞ্চিৎ শীতল করিল। দূরে অর্দ্ধসুপ্ত পাহারাওয়ালা স্বপ্নে নিকটে ইন্‌স্পেক্টর-মূর্ত্তি দেখিয়া চমকিত হইয়া বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল; সেই শব্দে কুক্কুরকুল তারস্বরে ডাকিল। যতীনের চমক ভাঙ্গিল,—তিনি চিন্তিতমনে বিষাদহৃদয়ে সত্বরপদে "মেসের" দিকে চলিলেন।

দ্বার রুদ্ধ,—মেসবাসিগণ সুপ্ত। যতীন দ্বারে ধাক্কা দিলেন,—কড়া নাড়িলেন,—দুই একজনের নাম করিয়া ডাকিলেন। তাঁহার স্বর সেই ঘোর নিস্তব্ধতাপূর্ণ রাত্রে তাঁহার কর্ণে ঘোর বিকট বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। বেশী চীৎকার করিয়া ডাকিতে তাঁহার সাহস হইল না; তিনি হতাশ হইলেন,—কেহ দ্বার খুলিয়া দিল না। পাঠে পরিশ্রান্ত ছাত্রবৃন্দের কর্ণকুহরে তাঁহার কাতরস্বর প্রবেশ করিল না। তিনি অনন্যোপায় হইয়া দ্বারপার্শ্বস্থ রোওয়াকে বসিয়া পড়িলেন; অধিকক্ষণ দাঁড়াইবার সামর্থ্য তাঁহার ছিল না।

কোন দিকে কেহই নাই। লক্ষকণ্ঠে আলোড়িত কলিকাতা

সহর যেন অতল সাগরগর্ভে লীন হইয়া গিয়াছে। কেবল দূরে দূরে গ্যাসগুলি মস্তক উত্তোলিত করিয়া তাহাদের অনল-মুকুট হেলাইয়া দোলাইয়া প্রকৃতির সজীবতা প্রতীয়মান করিতেছে। সহসা যতীন চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। নিশীথিনীর সেই ভীতিসঞ্চারক নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া কাহার জুতার মস্ মস্ শব্দ পাদুকার নব জীবন জ্ঞাপন করিয়া চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে শিস্,—স্তরে স্তরে, হিল্লোলে হিল্লোলে—দূরস্থ সুমধুর বংশীবাদনের ন্যায় উত্থিত হইতে লাগিল। ক্রমে সেই পাদুকা ও শিসের স্বত্বাধিকারী যতীনের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন যতীন আশ্বস্ত হৃদয়ে দেখিলেন,—নিশিবাবু! তিনি বলিলেন, "এই ফিল্লে নাকি ?"

যতীন বলিলেন, "না,—অনেকক্ষণ এসেছি ; দরজা খোলা পাইনি।"

"ওকি তোমার কাজ!" এই বলিয়া নিশিবাবু দ্বারস্থ দুই লৌহকড়া দুই হস্তে ধরিলেন। উচ্চ হইতে উচ্চতর,—উচ্চতম খাদে সেই কড়ারোল উঠিল,—আশে পাশের বাটীর গবাক্ষসকল উন্মুক্ত হইয়া মনুষ্যছায়া রাজপথে পড়িল ;—নানাপ্রকার স্পষ্ট অস্পষ্ট সুশ্রাব্য কুশ্রাব্য বাক্যাবলী শ্রুত হইল। ছাত্রগণের প্রাণে দারুণ আঘাত দিয়া মেসের কেহ কেহ ধড়ফড় করিয়া লম্ফ পুরঃসর শয্যা হইতে উঠিলেন ; চীৎকার করিয়া বলিলেন, "যাই,—দাঁড়াও, যাচ্ছি!"

নিশিবাবু থামিলেন ; বলিলেন,—"দেখ্‌লে।"

উভয়ে গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে যতীন বলিলেন,—"নিশি, তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ একটা কথা আছে।"

নিশিবাবু দাঁড়াইলেন ;—চক্ষু আকর্ণবিস্ফারিত করিয়া যতীনের দিকে চাহিলেন ;—সবলে তাঁহার পৃষ্ঠে পুনঃ পুনঃ সাদর চপেটাঘাতান্তর সেই বিস্ফারিত চক্ষু অভূতপূর্ব্ব ভাবে ঘুরাইয়া বলিলেন,—"বুঝেছি। আমার মত——মর্ম্মান্তিক মত —যে পেলেই কর্ব্বে—শুভস্য শীঘ্রম্‌।"

যতীন বলিলেন,—"না,—অন্য বিশেষ কথা আছে।"

"তবে কাল।" এই বলিয়া তিন লম্ফে নিশিবাবু উপরে উঠিয়া শয্যার অভ্যন্তরে নিমজ্জিত হইয়া গেলেন। তখন তথা হইতে শিশুর ভীতিপ্রদ অনিদ্রিতের শঙ্কটদায়ক নাসিকা গর্জ্জন শ্রুত হইতে লাগিল। বিষণ্ণ চিত্তে যতীন নিজ প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইলেন। কেরোসিন ল্যাম্পটী স্তিমিত ভাবে তাঁহার টেবিলের উপর জ্বলিতেছিল, তাহা প্রজ্বলতর করিলেন।

তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠকে একখানি পত্র লিখিতে বসিলেন। ললিতের পিতার পীড়ার কথা ও অতুলের বিপদের কথা সকল লিখিয়া, তাঁহার বিবাহ উপস্থিত স্থগিত রাখিতে অনুরোধ করিলেন। পরে লিখিলেন যে, তিনি যেরূপে হয় অতুলকে খালাস করিয়া ললিতের পিতার সংবাদ লইয়া যথাসম্ভব শীঘ্র

পিতার চরণ দর্শন করিবেন। তখন কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়া যতীন শয়ন করিলেন। সর্ব্বশান্তিপ্রদায়িনী নিদ্রাদেবী ধীরে ধীরে আসিয়া তাঁহাকে বিরামালয়ে লইয়া গেল।



পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পুলিশ আফিস

এ অবস্থায় নিশিবাবুর সহায়তা অবলম্বনই একমাত্র উপায়,—যতীন রাত্রেই মনে মনে তাহা স্থির করিয়াছিলেন। ফৌজদারি দণ্ডবিধির ভিত্তিস্বরূপ, ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের বল—ওয়ারেন্টরূপ নাগপাশাস্ত্রে অতুল আবদ্ধ; জামিনই ইহার একমাত্র প্রতিরোধক গরুড়াস্ত্র,—যতীন তাহা জানিতেন;—সুতরাং অতুলকে পুলিশপুঙ্গবের হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে হইলে, প্রয়োজন একজন ব্যবহারজীবী এবং একজন জামিনদার। নিশিবাবুর দ্বারা উভয় কার্য্যই সুসম্পন্ন হইতে পারে। তিনি জমিদারের ছেলে,—জমিদার, বহু সম্পত্তির একমাত্র অধিকারী। ললিতের মত অত বড় লোক না হইলেও দরিদ্র বা গৃহস্থ নহেন,—সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য। সংসারে তাঁহার থাকিবার মধ্যে আছেন, একমাত্র ৺পিতৃদেবের অশীতিবর্ষিয়া পূজনীয়া জননী,.. সুতরাং তিনি সর্ব্বতোভাবে তাঁহার অর্থাদি বা সম্পত্তি সম্বন্ধে স্বাধীন। তবে যে তিনি মেস্‌বাসী, সে কেবল তাঁহার সখ। এতদ্ব্যতীত তিনি পূর্ণ ফুটন্ত ব্যবহারজীবী না হইলেও, যখন প্রত্যহ নাম ডাকিবার

অব্যবহিত পূর্ব্বে, আইনশ্রেণীর সুবিজ্ঞ অধ্যাপককে নিয়মিতরূপে দিনের পর দিন স্বমূর্ত্তি প্রদর্শন করাইতেছেন, তখন আজ হউক আর কাল হউক, একদিন জগতের বেশ-রাজ্যের সেই অভূতপূর্ব্ব •সামলা-নামধেয় জীবকে মস্তকে ধারণ করিবার পূর্ণ আশা রাখেন ; সুতরাং নিশিবাবুর পক্ষে একজন বিজ্ঞ বা অবিজ্ঞ হবো-সমব্যবসায়ী সংগ্রহ কোন মতেই কঠিন নহে। বিশেষতঃ যতীন জানিতেন, নিশিবাবু খামখেয়ালী হইলেও সুচতুর,—একটু পাগলাটে হওয়া সত্ত্বেও সুবুদ্ধিমান্। তাঁহার মন উদার, প্রশস্ত,—সর্ব্বদা পরোপকারে ব্যগ্র,—তিনি কোন কার্য্যেই পশ্চাৎপদ হইবার লোক নহেন। তাই প্রাতে উঠিয়াই, যতীন আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা নিশিবাবুর নিকট বিবৃত করিলেন। •

নিশিবাবু নীরবে শুনিলেন ; ইঙ্গিতে যতীনকে বেশ বিন্যাস করিতে বলিয়া, নিজেও সজ্জিত হইলেন। পরে গৃহকোণস্থ ষ্টীলট্রাঙ্কের আবরণ কিঞ্চিৎ মাত্র উথিত করিয়া তাহার গহ্বরে হস্তের অধিকাংশ প্রবিষ্ট করাইয়া কি সংগ্রহ করিতে লাগিলেন ; পরে উভয়ে নিস্ক্রান্ত হইলেন। পথে আসিয়া সহসা যতীনের দিকে ফিরিয়া নিশিবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"টাকা ?"

যতীন বলিলেন ;—"কিছু আছে।"

"কত ?"

"পাঁচ টাকা।"

নিশিবাবু শিস্ দিলেন ; তৎপরে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। তাঁহার হাসিতে চমকিত হইয়া রাজপথবাহিগণ আশ্চর্য্যান্বিতভাবে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। অনেকেই ফুটপাত ছাড়িয়া তাঁহার দিকে চাহিতে চাহিতে দূর দিয়া চলিয়া গেল। যতীনও অপ্রস্তুত হইলেন ; বলিলেন,—"কত দরকার ?"

নিশিবাবু নিজ দক্ষিণ হস্ত সবলে পকেট নামক স্থানে প্রধাবিত করিলেন ; তত্রস্থ সংসারের সেই পরম বস্তু সর্ব্ব-শক্তিমান্, সর্ব্ববিপদহারী, মায়াময় রজতখণ্ডগুলি সমস্বরে মধুর নিক্কনে মিষ্ট নিনাদ করিয়া উঠিল। নিশিবাবু বলিলেন,—"শুনলে ! পকেট বোঝাই চাই ! বোঝাই চাই ! সে বড় কঠিন ঠাঁই. গুরু শিষ্যে দেখা নাই।"

এই সময়ে অশ্ববংশীয় কঙ্কালযুগল ট্রামরূপ কেরাণীবাহন পার্শ্ব দিয়া টানিয়া. লইয়া যায় ! "বাঁধো বাঁধো" ধ্বনি ধ্বনিত ;— নিশিবাবু ও যতীন ট্রামযানে উত্থিত ; তৎপরে ক্রমে ধীরে ধীরে, কখন মন্থরগমনে, মধ্যে মধ্যে পূর্ণচ্ছেদে, লালবাজার পুলিশের দিকে নীত হইতে লাগিলেন।

বেলা অষ্টার্দ্ধ। যে সকল হতভাগ্যগণের অদ্য জেলধামে বায়ু পরিবর্ত্তনের পালা পড়িয়াছে, পাহারাওয়ালাগণ সহ-জমাদার একে একে তাহাদিগকে বড় সাহেবের সম্মুখীন করণার্থে লাইন-ভুক্ত করিয়া দাঁড় করাইতেছে। মধ্যে মধ্যে চোর জেলে প্রেরিত না হইলে পুলিসের চাকরী রহে না ;—চুরি না করিলে চোরেরও

অন্ন জোটে না ; সুতরাং উভয়পক্ষের সুবিধার্থে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে চোরকুল পর্য্যায়ক্রমে জেলে যায়। আজ যে হতভাগ্যদের পালা পড়িয়াছে, কেবল তাহারাই আসিয়াছে ; তাহারা চুরি করুক, আর নাই করুক, তাহাতে অধিক কিছু আসে যায় না।

নিশিবাবু ও যতীন পুলিশ আফিসে প্রবিষ্ট হইতে উদ্যত হইলে, জনৈক লালপাগড়ীর দীর্ঘ হস্ত তাঁহাদের গতি রোধ করিল। অনেক তর্ক বিতর্ক,—একপক্ষে নাতিমিষ্ট নাতি রুক্ষ,—অন্য পক্ষে রূঢ় ও অশ্রাব্য বাক্য,—এইরূপ বাক্‌বিতণ্ডা,—পরে নিশিবাবুর হস্ত এক সিকি সহ পাহারাওয়ালাপুঙ্গবের হস্তে সম্মিলিত হইলে, সেই তন্ত্ররাজ্যের বহির্ভূত অদ্বিতীয় মন্ত্র বলে তৎক্ষণাৎ দ্বার উন্মুক্ত হইল,—পথ পরিষ্কৃত হইল,—নিশিবাবু ও যতীন আফিসে প্রবিষ্ট হইলেন।

কে বলে ইহারাই সেই অন্নাধার-সাহেবলাঞ্ছিত-কন্যাদায়ে-প্রপীড়িত কেরাণীকুল! গাম্ভীর্য্যের পূর্ণাবতার,—ভ্রূকুটিকুঞ্চিত,—ভীতিসঞ্চারক,—নিশিবাবুর কাতর দরবারে ঘোরতর বধির! কাষ্ঠ ব্যবধানের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নিশিবাবু পুনঃ পুনঃ নিজ কাতরতা জ্ঞাপন করিবার প্রয়াস পাইলেন ; অবশেষে সেই কেরাণীভৈরব রোষকষায়িতলোচনে নিশিবাবুকে ভস্মকরণাভিপ্রায়ে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কঠোর স্বরে কহিলেন, "তুমি তো ভারি গাধা হে! সরকারী কাজের ব্যাঘাত কর! আমরা কি তোমার গোলাবাড়ীর চাকর!"

নিশিবাবু মৃদুহাস্য ওষ্ঠান্তরালে লুকাইত করিয়া বলিলেন,—"না, তা নয়। আমাদের একটা বন্ধুকে ওয়ারেণ্টে ধরে এনেছে। দেখুন না, অনুগ্রহ করে এই কাগজ খানা।" কাগজ মধ্যে লুকাইত দুইটা রজত মুদ্রা!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ



গরুচ্ছিনাই

"কি আশ্চর্য্য! মহাশয় কিছু মনে কর্বেন না। অনেকক্ষণ আপনাদের দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে! আমি নিজেই আপনাদের সুপারিণ্টেণ্ডণ্ট সাহেবের কাছে নিয়ে যাচ্ছি।" এই বলিয়া সেই কেরাণীপ্রবর সত্বর কাষ্ঠাসন ত্যাগ করিলেন। সর্ব্বশক্তিমান্ মহারাণীর আননাঙ্কিত রজতখণ্ডকে নমস্কার!

"মশায়, এখানে গাধার খাটুনি। এখানে ভদ্র লোকের মেজাজ ঠিক থাকে না। আপনারা মনে করেন যে, আমরা বড় রূঢ়,—তা নয়," ইত্যাদি, ইত্যাদি বলিতে বলিতে তিনি নিশিবাবু ও যতীনকে সুপারিণ্টেণ্ডণ্ট সাহেবের আফিসে লইয়া আসিলেন,—সাহেব ভ্রুকুটি করিয়া মস্তক তুলিলেন।

সাহেবের পার্শ্বে দণ্ডায়মান একটী বঙ্গীয় পুলিশের বেশে ইন্‌স্পেক্টর। তিনি নিশিবাবুকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে নিকটে আসিয়া বলিলেন,—"আপনি এখানে কেন?"

নিশিবাবু বলিলেন, "একটী বন্ধুকে ওয়ারেণ্টে ধরে এনেছে।"

"তাঁর নাম কি?"

"অতুলচন্দ্র রায়।"

"হাঁ। সে তো আমারই কেস্। আপনি কি জামিন হবেন?"

তিনি সাহেবের দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"আমার কেসের আসামীর ইনি জামিন হবেন। এঁকে আমি খুব ভাল চিনি,—ইনি ধনী ও জমিদার।"

সাহেব একটা পেন মুখে করিয়া চেয়ারে ঠেস্ দিয়া বসিয়া ভ্রুকুটিকুঞ্চিত নয়নে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আগন্তুকদ্বয়কে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। এক্ষণে সেটিকে ধীরে ধীরে অপসারিত করিয়া বলিলেন, "ভাল ;—আড়াইটার সময় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে হাজির হইবেন।"

সব ইনস্পেকটর বাবু বলিলেন, "বাহিরে একটু দাঁড়ান ; আমি যাইতেছি।"

নিশিবাবু ও যতীন মস্তক ঈষৎ অবনত করিয়া সাহেবকে সেলাম দিয়া তাঁহার প্রকোষ্ঠ সম্মুখস্থ বারন্দায় আসিলেন।

"মশায়, যাবার সময় দেখা করে যাবেন," বলিয়া কেরাণী-ধুরন্ধর স্বকাষ্ঠাসনাভিমুখে প্রয়াণ করিলেন।

সব ইনস্পেকটরটা এক সময়ে বাল্যকালে নিশিবাবুর সহাধ্যায়ী ছিলেন। কেবল ইহাই নহে ;—নিশিবাবু তাঁহাদের জমিদার। এরূপ শুভ সংঘটনে যতীনের প্রাণে বড়ই আনন্দ হইল,—কার্য্য এখন সহজে মিটিবে ভাবিয়া নিশিবাবুও কথঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হইলেন। একটু পরেই সব ইনস্পেকটর বাবু পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

"কেস্ কিছুই নহে ; জামিন ৫০০ টাকার মাত্র ; চার্জ্জ গরু-

ছিনাই। গ্রামের লোক শত্রুতা করিয়া এ মিথ্যা মোকর্দ্দমা আনিয়াছে, ভয়ের কোন কারণ নাই। এখানে ম্যাজিষ্ট্রেট জামিন লইয়া ছাড়িয়া দিবেন ; পরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে হাজির হইতে হইবে। মোকর্দ্দমার প্রায় একমাস বিলম্ব আছে।" সব্ ইনস্পেক্টর বাবু এই সকল জ্ঞাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "একবার কি এখন তাঁর সঙ্গে দেখা কর্ব্বেন?"

যতীন নিশি বাবুর দিকে চাহিলেন ; নিশিবাবু বলিলেন, "না,—একেবারে সেই সময় দেখা করা যাবে। একটা উকিল দরকার কি?"

সব্-ইনেস্পেক্টর বাবু বলিলেন, "কোন দরকার নাই। তবে ইচ্ছা করেন, কাকেও রাখ্‌বেন।"

নিশিবাবু ও যতীন পুলিশ আফিস নামক আতঙ্কউৎপাদক স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে উদ্যত হইলে, তাঁহাদের পরিচিত কেরাণীবন্ধু কাষ্ঠব্যবধ্যান অন্তরালে সুদীর্ঘ উত্থিত করিয়া বলিলেন, "মশায়, নমস্কার!"

নিশিবাবু সে দিকে কর্ণপাত বা দৃষ্টিপাত করিলেন না, যতীনকে উদ্যত দেখিয়া তাঁহাকে একটি নির্ম্মম চিম্‌টী প্রদান পুরঃসর বলিলেন, "উঁহু!"

উভয়ে রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইলেন। লালবাজারস্থ সুউচ্চ গির্জ্জা-চূড়ায় ঘড়িটী নীরবে চারিদিকে বেলা সাড়ে নয়টা জ্ঞাপন করিতেছে। কেরাণীকুল ঊর্দ্ধশ্বাসে আফিসাঞ্চলে ছুটিয়াছেন।

ভাগ্যবানগণ লইয়া শত শত শকটাবলী ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে। বেকার দুর্ভাগ্যগণ হতাশহৃদয়ে ছত্রবগলে চাকুরী -অন্বেষণে চলিয়াছে। চারিদিকেই ছুটাছুটি হুটাহুটি! সকলেই ব্যগ্র ও ব্যাকুল!

যতীন বলিলেন,—"এখন কি কর্ব্বে?"

নিশিবাবু গম্ভীরে বলিলেন,—"উকীল!"

যতীন বলিলেন,—"উনি বল্লেন উকিলের প্রয়োজন নেই।"

নিশিবাবু শিস্ দিলেন, তৎপরে বলিলেন, "পুলিশকে যে বিশ্বাস করে সে বর্ব্বর!"

যতীন বাবু কোন কথা কহিলেন না,. নিশিবাবুর অনুসরণ করিলেন; তিনি সেই সুবিখ্যাত ঘুঘুপরিবেষ্টিত নানা রংবেরংয়ের "বাবু" সমাকীর্ণ "উকীল পাড়ার" দিকে নিজ 'পদযুগল বিক্ষিপ্ত করিতেছিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

উকিলপাড়া

ওল্ড পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীটের আহেলামামলায় ক্ষিপ্ত উৎক্ষিপ্ত ও ওতপ্রোত "উকিলপাড়ার" একটী সুবৃহৎ অট্টালিকার নিম্নতলস্থ একটি অন্ধকারাবৃত গৃহে বক্কেশ্বর বাবুর আফিস। গৃহটী সময়-কালপাত্রানুসারে পূর্ব্বানুপূর্ব্বে পাকশালা, যানশালা, গোশালা প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন করিয়া এক্ষণে উকিলশালায় পরিণত হইয়াছে। গৃহের মধ্যস্থলে একখানি টেবিল,—শতচ্ছিন্ন, সহস্র মসিমণ্ডিত অয়েলক্লথখানি ধূলায় ধূসরিত হইয়া তাহার উপর গড়াইতেছে। এই লজ্জানিবারিণীকে তুলিয়া দেখিলে দেখা যায়, টেবিলের একটী পায়া নাই, ইষ্টকরাশি তদকার্য্য সুসম্পন্ন করিতেছে। কোণভাঙ্গা মসিপাত্র দুই একটী খয়া পেন ও ভগ্ন নিব হাঁসপেন সহ টেবিলের এক পার্শ্বে অবস্থান করিতেছে। ধূলায় মণ্ডিত কয়েকটী কাগজের বাণ্ডিল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছে। তাহাদের কটিবন্ধস্থ লাল ফিতাগুলি কালপ্রভাবে শ্বেতমূর্ত্তি ধরিয়াছে।

ভগ্ন-প্রবণ টেবিলের পার্শ্বে তথৈবচ চেয়ারত্রয়। উহার পশ্চাতে বহুবাজারস্থ পুরাতনদ্রব্য বিক্রেতা হইতে ক্রীত এক প্রাচীনতম পর্দ্দা। ইহারই পশ্চাদ্দেশে বক্কেশ্বর বাবুর "কেরাণ.-

খানা।" পর্দ্দার অন্তরালে কেরাণীকুলের পরিবর্ত্তে ছিল—একটী দুর্গন্ধময় আবর্জ্জনাপূর্ণ নর্দ্দামা।

বহু কেরাণী পরিপোষণে বক্কেশ্বরবাবু ভগবান হইতে বঞ্চিত। তবে ছিল না, এরূপ নহে। লম্বে সাড়ে পাঁচ হাত, দীর্ঘে অনুপাত, জ্যামিতির সরল রেখার জীবন্ত মূর্ত্তি ভজহরিবাবু তাঁহার "বাবুর" কার্য্য, "কেরাণীর" কার্য্য, "পিয়নের" কার্য্য, "দ্বারবানের" কার্য্য, তাঁহার আফিসের "সর্ব্বকার্য্য," অধিকন্তু তাঁহার "টাউটার" বা দালালের কার্য্য,—একাধারে সমস্তই সুসম্পাদন করিতেন। কাজেই ভজহরিবাবু বক্কেশ্বরবাবুর দক্ষিণহস্ত,—তাঁহার বল ভরসা আশা। তবুও বক্কেশ্বরবাবুর চিন্তার বিরাম নাই। পুনঃ পুনঃ ফেল হইয়াও, নিজ অত্যাশ্চর্য্য ও অনৈসর্গিক অধ্যাবসায়বলে, বক্কেশ্বরবাবু তৃতীয় ডিভিসনে পাশ হইতে হইতে স্তরে স্তরে ক্রমে বিদ্যা-মইয়ের বি, এল, রূপ দণ্ডে আরোহণ করিলেন। তথা হইতে দূর মফস্বলে, বটবৃক্ষ-তলে, মকর্দ্দমা ও তদনুসঙ্গিক অর্থের অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইলেন। আদালতের সন্নিকটে কুটির বাঁধিয়া, অর্দ্ধাহারে ও অনাহারে আহেলামামলার কঠিন সাধনায় নিযুক্ত হইলেন; কিন্তু তাঁহার অতুলনীয় অধ্যাবসায়ে সরস্বতীদেবী সানুকূলা হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু লক্ষ্মীদেবী মুগ্ধা হইলেন না। এইরূপে সাতবৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল।

তখন,—"আমাকে ইহারা চিনিল না, বুঝিল না। মফস্বলের

মূর্খ হাকিম এবং ঘোরতর মূর্খ আহেলামামলা তাঁহার অসীম ক্ষমতার কি বুঝিবে! হাইকোর্টে গেলে নিশ্চয়ই গুণের আদর হইবে,—ভবিষ্যতে জজ হইবার সম্ভাবনা আমারই আছে!" অর্দ্ধাঙ্গিণীর নিকট এবম্বিধ বক্তৃতা করিয়া বক্কেশ্বরবাবু তাঁহার অলঙ্কারগুলি হস্তগতান্তর পাঁচশত টাকা সংগ্রহ পূর্ব্বক, উকিল নামে পদস্পর্শ করিয়া ভকিলরূপে পরিণত হইলেন। তবুও লক্ষ্মী মুখ তুলিয়া চাহিলেন না।

এই সময়ে ভজহরির সহিত পরিচয়। "এটর্ণি হইলে মকর্দ্দমা মামলা ছাড়া অন্য উপায়ে দুপয়সা আছে,"—ভজহরিই এ পরামর্শ-দাতা। মহা অধ্যবসায়ী বক্কেশ্বরবাবু তাই আজ এটর্ণি;—ভজহরি তাই আজ তাঁহার "বাবু।" কিন্তু সেই অমরবাঞ্ছিত পরমবস্তু রজতখণ্ড কোথায়? দূরপরাহত,—চাণক্যনীতি অবলম্বন করিয়া বক্কেশ্বরবাবু হইতে শত হস্ত দূরে তিনি অবস্থিতি করিতেছেন!

নিশিবাবু যতীনসহ এই উকীলরূপী এটর্ণির সম্মুখীন হইলেন। লম্ফ দিয়া বক্কেশ্বরবাবু উঠিলেন,—ভাবিয়াছিলেন,—সমন! ছয়মাস বাড়ীভাড়া তাঁহার হস্ত হইতে হস্তান্তরিত হয় নাই! কিন্তু নিশিবাবুকে দেখিয়া আশ্বস্ত হইয়া তিনি বিষাদ হাসি হাসিয়া ধীরে ধীরে হস্ত আগুয়ান করিলেন। নিশিবাবু উহা স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "ইনি আমার বিশেষ বন্ধু, যতীনবাবু। তোমার কাছে আমাদের একটা কাজ আছে।"

নিশিবাবু ধনাঢ্য—বাল্যবন্ধু ; ইঁহার দ্বারা বহু উপকার সম্ভাবনা। বক্কেশ্বরবাবু বলিলেন, "তোমরাই আমাদের মনে কর না।"

নিশিবাবু বলিলেন,—"এইতো করিলাম। এখন কাজটা শোন। কাজ হচ্ছে এই,—আমাদের একটি বন্ধুকে ওয়ারেন্টে ধরে এনেছে,—আমি তাঁর জামিন হব। আমরা সে সব বন্দোবস্ত করে এসেছি। তোমাকে কেবল একবার ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে হাজির হতে হবে। তা তোমার পরিশ্রম মুফতে কর্ত্তে হবে না,—আমরা কি দিব।"

বক্কেশ্বরবাবু আকর্ণ হাসিয়া ফেলিলেন ; বলিলেন,—"তোমরা না সহায়তা কল্লে কে কর্ব্বে!" এই বলিয়া বক্কেশ্বরবাবু সত্বর উঠিলেন ; হস্ত প্রসারণ করিয়া পেরেকে বিলম্বিত, পিতৃপুরুষ-হইতে-প্রাপ্ত, কালপ্রকোপে বিবর্ণ ও ছিন্ন, সামলাটা গ্রহণ করিলেন ; কিন্তু তৎপর মুহুর্ত্তেই থক্ খাইয়া বলিলেন,—"একটু দেরি কর্ত্তে হবে। আমার হেডক্লার্ক বেরিয়ে গেছেন ; একটু বসো।" পরে যতীনের দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"বসুন।"

যতীন বসিতে উদ্যত হইলে, নিশিবাবু ক্ষীপ্রহস্তে তাঁহার গাত্রাবরণ ধরিয়া সবলে টানিয়া বলিলেন,—"উঁহু!"

বিস্মিত হইয়া যতীন তাঁহার দিকে চাহিলেন। নিশিবাবু তর্জ্জনে বলিলেন,— "দু দশটা নয়,—লক্ষ—লক্ষ। রক্ত বেশী থাকে বসো।"

বক্কেশ্বরবাবু হাসিয়া বলিলেন,—"হাঁ,—চেয়ারগুলোয় একটু ছারের অত্যাচার আছে বটে!"

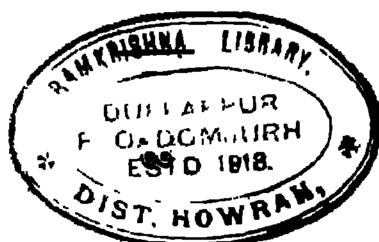
নিশিবাবু বলিলেন,—"তাতে এটার্ণির বাড়ীর ছারপোকা—মানুষের রক্ত পেলে চুষে খায়!"

বক্কেশ্বর বাবু বিষাদ হাসি হাসিলেন! তাঁহার পক্ষে দুর্নামই সার,—তিনি রক্তের "র" ও দেখিতেছেন না!

এই সময়ে দ্বার মধ্যদিয়া এক জিরাফা-লাঞ্ছিত, সারস-বিনিন্দিত গলা দৃষ্টিভূত হইল। ঐ গলাসুশোভিত ক্ষুদ্র মস্তক, একবার নিশিবাবুর দিকে, একবার যতীনের দিকে, সস্মিত বয়ানে চাহিল। অবনত হইয়া, বক্কেশ্বরবাবুর দিকে ফিরিয়া কর্ণ হইতে কর্ণ পর্য্যন্ত বিস্ফারিত বদনে নীরব হাস্য করিয়া বলিল, "ক্লায়েণ্ট!"

বক্কেশ্বরবাবু তদনুরূপ হাস্যে প্রত্যুত্তর দিয়া নিশিবাবুকে বলিলেন,—"আমার হেডক্লার্ক;—ভজহরি বাবু।"

"হাম্বেল সারভেণ্ট," বলিয়া ভজহরি বংশসম স্বীয় দীর্ঘ বাহু নিশিবাবুর দিকে প্রসারণ করিলেন;—নিশিবাবু ও যতীন উভয়েই উহা বিলোড়ন করিতে বাধ্য হইলেন।



অষ্টম পরিচ্ছেদ

বিচারালয়

দশকুকুরে—ষণ্ডার বারোআনাগ্রাহী,—সেকেণ্ডক্লাসের গর্ভে লীন হইয়া নিশিবাবু, যতীন ও বক্কেশ্বরবাবু ক্রমে কারারূপ বিলাসমন্দিরের নাটমন্দির-স্বরূপ পুলিসকোর্টরূপ বিভীষিকা-মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। লোকে লোকারণ্য!

নিম্নে তামাকুওয়ালা, পান-সোডাওয়াটার-লিমনেড আবাল-বৃদ্ধরঞ্জন-সিগারেট-সজ্জিত আসনে বসিয়া তাম্রাকের অপভ্রংশ-স্পর্শিত কলিকায়, নির্ব্বাপিত অগ্নি অঙ্গারকণা সাজাইয়া, প্রতি টানে টানে এক একটী তাম্রগোলক আদায় করিতেছে। সোপানশ্রেণীতে কেরাণীরূপে, মুহুরিরূপে, দর্শকরূপে, নানারূপে, টাউটারগণ মামলাকারিগণকে ধৃত করিবার অভিপ্রায়ে উদ্‌গ্রীব ভাবে, মৃদুস্বরে, আইনভয়ে-শশঙ্কিত অন্তরে আগন্তুকের সহিত কথা কহিতেছে। ভাল উকিল, মুখজোর উকিল, হুঁদে উকিল, সস্তা উকিল,—হাকিমের ডানহাত উকিল, নানাভাবের নানা উকিল, যাহার যেরূপ প্রয়োজন,—সকলই তাহারা সংগ্রহ করিয়া দিতে পারে!

উপরে বারান্দায় ক্ষুধার্থ, অভুক্ত, ভগ্নোৎসাহ, গ্রাম্য "ভুলোর" ন্যায় উকিলকুল ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন। আগন্তুক দেখিয়া

উদ্‌গ্রীব নয়নে, স্পন্দিত হৃদয়ে, তাহার দিকে চাহিতেছেন! কেহ কেহ অভাগ্য মকর্দ্দমাকারীকে ধৃত করিয়া টানাটানি করিতেছেন,—কেহ কেহ বা তাহাদের চেঁক পরীক্ষা করিতে নিযুক্ত আছেন! "দরখাস্তের ডাক হইয়াছে ;" বলিয়া কেহ কেহ আবার সিকি কিতেই পরিতুষ্ট হইয়া, ক্লায়েণ্টকে টানিয়া লইয়া হাকিমের দিকে পরিধাবমান হইতেছেন। পাহারাওয়ালাগণ "চোপ্ চোপ্" শব্দ করিয়া চারিদিকে আতঙ্ক উৎপাদন করিতেছে। সেই নানা জাতীয় জনসমারোহের মধ্যে উকিল-গণের সামলা,—পাহারাওয়ালাগণের লাল পাগড়ীর সহিত মিশ্রিত হইয়া, অপরূপ শোভা ধারণ করিয়াছে।

আড়াইটার সময় সব ইন্‌স্পেক্টরবাবু আসিয়া নিশিবাবুর পৃষ্ঠে হস্ত স্থাপন করিয়া বলিলেন,—"শীঘ্র আসুন।"

নিশিবাবু তাঁহার পশ্চাতে ছুটিলেন ;—সঙ্গে সঙ্গে বক্রেশ্বরবাবু ও যতীনও ধাবিত হইলেন ; কিন্তু পাহারাওয়ালা পথরোধ করিল। শেষে বহু শ্রাব্য অশ্রাব্য তর্ক-বিতর্কের পর বক্রেশ্বরবাবুকে উকিল জানিয়া পথ ছাড়িয়া দিল। বক্রেশ্বরবাবু ভিতরে গিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন,—"বেটার কথা আমি হিজ ওয়ারসিপের কাছে এখনই মেন্‌সন কর্ব্বো। বেটা এখনই ডিসমিস হয়ে যাবে।"

কিন্তু তাঁহার কথা যতীনের কর্ণে প্রবিষ্ট হইল না ; তিনি দেখিলেন, হেটমুণ্ডে, সজল নয়নে, অতুল আসিয়া

কাটগড়ায় দাঁড়াইয়াছে। একবার তিনি ব্যাকুলভাবে চারিদিকে চাহিলেন,—কোনদিকে কোন পরিচিত মুখ দেখিতে না পাইয়া, তাঁহার নয়ন জলে পূর্ণ হইয়া আসিল! তিনি নিশিবাবুকে চিনিতেন না; ভিড়ে যতীনকে দেখিতে পাইলেন না। যতীন ব্যগ্রভাবে বক্কেশ্বরবাবুকে বলিলেন,—"যান,—শীঘ্র যান, দেখছেন না মকর্দ্দমা উঠেছে।"

বক্কেশ্বরবাবু ভিড় ঠেলিয়া অতি কষ্টে চেয়ার শ্রেণীর মধ্য দিয়া অনেকের পদে পদস্থাপনে বাপান্তরিত হইয়া, হাকিমের সম্মুখীন হইলেন। তাঁহার ব্যাকুলিত ঘর্ম্মাক্ত বয়ান দেখিয়া, হাকিম জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনার কি কিছু বলিবার আছে?"

বক্কেশ্বরবাবুর কর্ণ হইতে কর্ণ পর্য্যন্ত লাল হইয়া গেল; তাঁহার মস্তিষ্কে অগ্নি ছুটিল; কণ্ঠরোধ হইল। তিনি মৃদু হাস্যের চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু কান্না আসিল;—টেবিল পর্য্যন্ত মস্তক অবনত করিয়া হাকিমকে অভিবাদন করিলেন। চারিদিকে যে একটু একটু হাস্যধ্বনি উঠিল; তাহা তাঁহার কর্ণে পশিল না। হাকিম একটু মৃদু হাস্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কাহার পক্ষে এ্যাপিয়ার হইতেছেন?"

বক্কেশ্বরবাবু নিরুত্তর;—একবার আকাশের দিকে চাহিলেন; —পরে চারিদিকে চাহিলেন,—অবশেষে হাকিমের দিকে চাহিয়া বিকট সস্মিত বদনে আবার মস্তক অবনত করিয়া অভিবাদন

করিলেন। তখন যতীনবাবু তাঁহার পশ্চাৎ হইতে তাঁহার কর্ণকুহরে সব্যগ্রস্বরে বলিলেন,—"বলুন না,—অতুলচন্দ্র রায়।" সে কথা হাকিমের কর্ণে গেল; বক্কেশ্বরবাবুর কণ্ঠ হইতে শব্দ নির্গমনের পূর্ব্বেই, হাকিম সম্ভবতঃ হতভাগ্য বক্কেশ্বরের প্রতি করুণাবশতঃ বলিলেন, "তাঁহার জামিন হইয়া গিয়াছে; আপনি যাইতে পারেন।"

দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বক্কেশ্বরবাবু ভিড় ঠেলিয়া বাহিরের দিকে আসিতে লাগিলেন।

যে সময়ে বক্কেশ্বরবাবু দ্বারদেশে পাহারাওয়ালার সহিত বাক্‌বিতণ্ডা, আইনকানুনের তর্ক বিতর্ক করিতেছিলেন, সেই সময়ে অতুল পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব কর্ত্তৃক হাকিমের সম্মুখে নীত হইলেন। সব ইন্‌স্পেক্টরবাবু, নিশিবাবু জামিন হইবেন বলায়, তখনই সে হুকুম হইয়া গেল। যখন যতীন ও বক্কেশ্বর-বাবু ভিড়ে ওতপ্রোত হইতেছিলেন, সেই সময়ে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব নিশিবাবু ও অতুলবাবুকে লইয়া অন্য গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া যে সকল কাগজ পত্র সহি করিবার প্রয়োজন ছিল, তাহা সহি করাইয়া লইয়া তাঁহাদের ছাড়িয়া দিলেন। বাহিরে আসিয়া স্পন্দিতস্বরে সজল নয়নে অতুলবাবু বলিলেন,—"মহাশয়,—আপনার সঙ্গে আমার আলাপ নাই; আপনি আমার যে উপকার করিলেন, তাহা জীবনে কখনও ভুলিব না।"

নিশিবাবুর ওষ্ঠের শেষ সিমান্তে শিস্ আসিয়া সহসা স্থগিত

হইল ;—একরূপ বর্ণনা-অসম্ভবনীয় শব্দ তাঁহার রুদ্ধকণ্ঠে ধ্বনিত হইল ; তিনি বলিলেন, "চেনা লোক আছে। ঘাবড়াইবেন না।"

এই সময়ে উৎফুল্ল আননে যতীন আসিয়া অতুলবাবুর হাত ধরিলেন,—তিনি চক্ষের জল রাখিতে পারিলেন না !

সহসা নিশিবাবুর পৃষ্ঠদেশে মর্ত্তমানবিনিন্দিত অঙ্গুলি সুশোভিত এক ব্রিটিশ হস্ত সাদরে পতিত হইল। সেই ব্রিটিসের বজ্রগম্ভীর আদরে নিশিবাবুর পৃষ্টদেশ পেশিতপ্রায় হওয়ায়, তিনি লম্ফ দিয়া সেই দিকে ফিরিলেন। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বাবু, আপনার উকিল বন্ধুটীর সময়ে হাই-কোর্টের জজ হইবার সম্ভাবনা আছে !"

পার্শ্বে যজ্ঞেশ্বরবাবু দণ্ডায়মান,—তিনি মুখব্যাদনপুরঃসর সহাস্য বদনে মস্তক সসম্ভ্রমে অবনত করিয়া কহিলেন, "ইয়েস্, সার।"



নবম পরিচ্ছেদ

ষ্টেসন

নিশিবাবু যতীনের জীবনতরীর কাণ্ডারীরূপে পরিণত হইয়াছেন। অতুলবাবুকে তাঁহার ব্যাকুলা জননীর নিকট পৌঁছাইয়া যতীন নিশিবাবুসহ মেসাভিমুখে চলিলেন। এক্ষণে গৃহে পিতৃচরণ দর্শনে যাইতে হইবে;—বিবাহে সম্মত হইতে হইবে;—বিবাহ করিতে হইবে,—অনন্যোপায়। পিতা বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুরোধ বা আজ্ঞা অবহেলা করা অসম্ভব। যতীনের বিবাহে বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নাই,—কখনও ছিল না। এতদ্ব্যতীত এক্ষণে তিনি কেন জানেন না, তাহার মনে হইতেছে যেন বিবাহ করিলে,—এ বিবাহ করিলে,—তাঁহার সমূহ অনিষ্টের সম্ভাবনা! কিরূপে তিনি এ বিপদ্ হইতে রক্ষিত হয়েন! কে তাঁহাকে এ ঘোর সঙ্কটে রক্ষা করে!

যতীন ভাবিলেন, যদি কেহ তাঁহার বিবাহ স্থগিত রাখিতে পারে, তবে সে নিশিবাবু! তিনি ব্যতীত আর কেহই এ অনুরোধ তাঁহার পিতাকে বা ভ্রাতাকে স্পষ্টতঃ করিতে পারিবেন না,—আর কেহই তাঁহাদিগের মতের পরিবর্ত্তন সঙ্ঘটন করিতেও সমর্থ হইবেন না। যদি কেহ পারেন, তবে সে নিশিবাবু। তবে

নিশিবাবু কি কলেজ কামাই করিয়া এত কষ্ট সহিয়া, তাঁহাদের দেশে যাইবেন! . নানা ইতস্ততঃ করিয়া যতীন অবশেষে নিশি-বাবুর নিকট নিজ মনোভাব জ্ঞাপন করিলেন।

নিশিবাবু কোন প্রত্যুত্তর না দিয়া শিসে রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ আলাপ করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ যতীন নীরবে বসিয়া থাকিয়া অবশেষে বলিলেন, "তবে কি হবে?"

নিশিবাবু সহসা রাগিণী আলাপ বন্ধ করিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে যতীনের দিকে চাহিয়া রহিলেন,—যতীন অপ্রস্তুত হইয়া মস্তক অবনত করিলেন। নিশিবাবু বলিলেন, "যে হচ্ছে না!"

"তবে যাবে?" বলিয়া যতীন সোৎসুকে মস্তক তুলিলেন।

নিশিবাবু বলিলেন, "যাব—এক কড়ারে।"

যতীন বলিলেন, "কি?"

নিশিবাবু বলিলেলেন, "ললিতবাবুর বাড়ী থেকে আর রেলে যাওয়া হবে না। হেঁটে যাব; পথে কিছু এ্যাডভেনচর করা চাই।"

যতীন মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, "তাই হবে।"

সেই রাত্রের গাড়ীতেই ললিতবাবুর বাড়ী যাওয়া স্থির হইল; তথা হইতে পদব্রজে যতীনদের দেশে রওনা হইবেন।

থার্ডক্লাসের ছাদ দুই ষ্টিলট্রাঙ্কে সুশোভিত করিয়া নিশিবাবু ও যতীন, উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব্ব-বঙ্গের রথাকর সেয়ালদহ ষ্টেশনালয়ের সীমান্তে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তৎপূর্ব্বেই সঙ্গে সঙ্গে

দক্ষিণে বামে কয়েকজন নীলকুর্ত্তা-হরিদ্রা-উষ্ণী-কুলী-নামধেয়-জীব ধাবিত হইতেছিল ; তাহারা এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত ট্রাঙ্কদ্বয়কে আক্রমণ করিল। থার্ডক্লাসের সারথীর সহিত চির প্রথানুযায়ী কিয়ৎক্ষণের জন্য দন্ত-কচকচি-সহ, পারিশ্রমিক প্রদান কার্য্য শেষ করিয়া, সহকুলী নিশিবাবু ও যতীন টিকিট ছিদ্রের দিকে অগ্রসর হইলেন।

সিয়ালদহ ষ্টেসনের সুবিস্তৃত গৃহে হৈ হৈ শব্দ। ট্রাঙ্ক, পেঁটরা, বাক্স, পোঁটলা,—শত প্রকার দ্রব্য সহস্র প্রকার ভাবে নীত হইয়াছে। চীনে, কাবুলি, সিলেটী, চাটগেঁয়ে, বাঙ্গাল, মগ, বাবু, অবাবু, ভদ্র, অভদ্র, সাধু, অসাধু, চোর, গাঁটকাটা, অঞ্চল কোমরে বেষ্টিতা প্রখরা মুখরা, প্রৌঢ়া,—অবগুণ্ঠনবতী ব্রীড়াবনতা লজ্জাশীলা সরলা যুবতী ;—নৃত্যশীল বালক, ভীতা বালিকা,—মহাচীৎকারী শিশু, একত্রে মিশিয়া অগ্নিযানের বিশাল উদরে প্রবিষ্ট হইবার জন্য ছুটাছুটি করিতেছে। থার্ডক্লাসের টিকিটক্রয়-স্থানের কাষ্ঠ ব্যবধান দ্বার-ব্যূহে রেলওয়ে পুলিস-রূপী দ্রোণ এক এক তাম্র-গোলক লইয়া দ্বার উন্মুক্ত করিতেছে ;—লগেজস্থানে বাবুর বদনের ভ্রুকুটি বিরক্তিভাব ক্রমে সিকি দুয়ানীদ্বারা তাঁহার পকেট পূর্ণ করিতেছে।

পোঁটলা হারাইল,—গুড়ের কলসী ভাঙ্গিল,—ছেলে কোথায়,—চাকরাণী খুঁজিয়া পাওয়া যায় না ;—মোটা লোক ঘর্ম্মে ঘর্ম্মাক্ত,—রোগালোক ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত ;—এবম্বিধ ভাবে কোন-

রূপে সেই জনস্রোত যানশ্রেণীর বেঞ্চিশ্রেণী পূর্ণ করিতে লাগিল। "নেড়া মাগুল, এ গাড়ী নয়," দুই স্থানে এইরূপ শুনিয়া নিশিবাবু ও যতীন অবশেষে গাড়ীতে স্থানাধিকারে সমর্থ হইলেন। কুলিরূপী রেলওয়ের সর্ব্বনাশকারিগণের সন্তোষ সাধন করণান্তর নানা দ্রব্যে পূর্ণ করিয়া সকলেই একা এক গাড়ী সুখে অধিকার করিয়া ভোগদখলসুখ অনুভব করিতে করিতে গমনে প্রয়াসী;—অন্যে যে ঠিক সেই মূল্য দিয়া সেইরূপ রেলওয়ে-গন্তব্যপত্রিকা সংগ্রহ করিয়াছে, তাহা কাহারও মনে একবারও উদিত হইতেছে না; হায় রে মানব-স্বার্থ!

ঢং—ঢং—ঢং,—ঘণ্টা বাজিল;—কুরুরে শব্দে গার্ডের বংশী নিনাদিল,—সোঁ সোঁ করিয়া ইঞ্জিন ষ্টিম ছাড়িল;—তৎপরে সেই সহস্রবাহী ধীরে ধীরে শেয়ালদহ ষ্টেসন ছাড়িয়া নানাদেশ দেশান্তরে চলিয়া গেল।

দশম পরিচ্ছেদ

রেলপথ

লঙ্কা, পলণ্ডু, কলাই, মুগ শোভিত ক্ষেত্রাবলীর মেখলা-রূপে সুউচ্চ রেল লাইন শোভা পাইতেছে। পার্শ্বে ক্ষুদ্র ষ্টেসন, তৎপ্লাটফর্ম্মস্থ উচ্চ শ্বেত ও লোহিত হাতাধারী সিগনাল-দণ্ড বহুদূর পর্য্যন্ত ষ্টেসনের ষ্টেসনত্ব জ্ঞাপন করিতেছে। নিকটে ইঞ্জিন-জল-দায়ক ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর নাতি শুষ্ক জলপার্শ্বে দীর্ঘ বক একমনে চিন্তায় নিমগ্ন; সম্মুখেই ক্ষুদ্র ষ্টেসনের সর্ব্বকার্য্যকারী কৃষ্ণ চাপকান ও ছিন্ন টুপীধারী বকবিনিন্দিত দীর্ঘ কুব্জ ষ্টেসন-মাষ্টারবাবু টেলিগ্রাফের "টুক্-টুক্-টেরে-রে টুক্" শব্দ শ্রবণে অর্দ্ধ-নিমিলিত নয়নে নিযুক্ত। পরে সেই রেলবীর ধীরে ধীরে উঠিলেন। বাহিরে আসিয়া সম্মুখস্থ লম্বমান রেলদণ্ডে লৌহদণ্ড সবলে আঘাতিত প্রঘাতিত করিলেন। টুং টুং শব্দ শুনিয়া সন্নিকটবর্ত্তী মক্ষিকাচ্ছাদিত বহুকাল-নির্ম্মিত পক্কান্ন, ফেনি, মেদোমণ্ডা সুশোভিত দোকান হইতে ব্যাগ হস্তে মুক্তকাচা, উড্ডীয়মান উত্তরীয়, পলায়ন পর-চটী-সুশোভিত বেদান্তবাগীশ মহাশয় পরিধাবমান হইলেন;—সঙ্গে সঙ্গে কোমরে বোগচি, স্কন্ধে যষ্টি, তৈল মসৃণ গোবিন্দগওয়ালা ছুটিয়া আসিল। গুড়-কুমড়া, নারিকেল, মূলা পূর্ণ ধামা কক্ষে কন্যাগৃহে-গমনপরায়ণা স্থূলকায়া

বাগ্দীবউ হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিলেন। এদিকে তদপেক্ষাও হাঁপাইতে হাঁপাইতে কোঁপাইতে কোঁপাইতে ঘোর রোলে কলিকাতার গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। শশব্যস্ত, ঘর্ম্মে ঘর্ম্মাক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে, তৈলাক্ত গোবিন্দগওয়ালাকে, স্ফীতা বাগ্দী-বউকে ষ্টেসন মাষ্টার প্রাণপণ বলে ঠেলিয়া রেল উদরে প্রবেশা-ধিকার দিয়া, হস্তস্থ পতকা উড্ডীয়মান করিতে করিতে লম্বমান রেলদণ্ড বাজাইতে ছুটিলেন। ইত্যবসরে নিশিবাবু ও যতীন লম্ফ দিয়া প্লাটফর্ম্মে অবতীর্ণ হইলেন। বংশী বাজাইয়া শোঁ। শোঁ। শব্দে গাড়ীও আবার দৃষ্টির বহির্ভূত হইল।

ষ্টেসন হইতে একটী বাঁধা পাকা রাস্তা বরাবর সিদে চলিয়া গিয়াছে। অর্দ্ধক্রোশ দূরে ঐ রাস্তার প্রান্তভাগে এক বৃহৎ অট্টালিকার শ্বেত প্রাচীর ও সুউচ্চ চিলে ঘর, বৃক্ষ শ্রেণীর মধ্য-দিয়া পরিলক্ষিত হইতেছে। রাস্তার দুই পার্শ্বেই শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র,—যতদূর দৃষ্টি যায় ক্ষেত্রের হরিদ্রা বসন মৃদপবন হিল্লোলে, দুলিতেছে। কোথায়ও মধ্যে মধ্যে দুই একটী আম জাম কাঁটাল মস্তক উত্তোলিত করিয়া যেন শস্য-শ্যামলা ক্ষেত্রাবলীর পাহারায় নিযুক্ত আছে। পথের মধ্যে কোন কোন স্থলে দুই একটী গাভী বা ছাগী নিজ মনে ঘাস খাইতেছে, কোথায়ও শালিক, দয়েল বা ফিঙ্গে একস্থান হইতে উড়িয়া অন্যত্র বসিয়া লেজ নাচাইতেছে। মস্তকে চাদর বাঁধিয়া প্রচণ্ড রৌদ্রে নিশিবাবু ও যতীন এই বাঁধা রাস্তা দিয়া ললিত প্রকাশ বাবুর বাটীর দিকে চলিলেন। পশ্চাতে

মুটের মস্তকে তাঁহাদের ট্রাঙ্কদ্বয় চলিল। পূর্ব্বে সম্বাদ দিলে নিশ্চয়ই রামরাম চৌধুরীর বৃহৎ ফিটন ও জুড়ী তাঁহাদের প্রতীক্ষায় ষ্টেসনদ্বারে দণ্ডায়মান রহিত।

অর্দ্ধ পথে বৃহৎ সুদীর্ঘ, চির-সুপ্রসিদ্ধ বঙ্গ গ্রাম্যপরিশোভন শেওলা-মণ্ডিত তালপুকুর; বহু বিস্তৃত দীঘি,—প্রায় পরপার দেখা যায় না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সুউচ্চ পর্ব্বত প্রমাণ পাড়ের উপর সারি সারি তালরাজি, স্ব স্ব মস্তক আকাশ পথে উত্থিত করিয়া, গললগ্ন ভাঁড়ে ফোঁটায় ফোঁটায় তাড়ি নামক দরিদ্র-হৃদয়-উৎফুল্লক কারণ রূপ সুরস দানে, ভাঁড়ের হৃদয় শ্বেত ফেনে পূর্ণ করিতেছে। দুই একটা চপল প্রকৃতি সুরশ্রিত কাটবিড়ালী তালশাখে উঠিবার প্রয়াস পাইতেছে। দূরে শ্যামল শেওলাদামের উপর শ্বেত বক এক চক্ষু মুদিত করিয়া ক্ষুদ্র চাকচিক্যময়ী সফরীর প্রাণসংহাররূপ ধ্যানে নিমগ্ন আছেন। পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে দুই একটা পানকৌড়ি তাহাদের দীর্ঘ কৃষ্ণ গলা মধ্যে মধ্যে উত্থিত করিয়া, আবার নীল জলে নিমগ্ন হইয়া যাইতেছে। আশে পাশে দুই একটা মান্ধাতাবর্ষিয় কচ্ছপ জল হইতে তাহাদের বিকট মুখ ক্ষণিক ক্ষণিক তুলিয়া উঁকি মারিতেছে। পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে সময়ে সময়ে বড় কাতলা বড় বড় ঘাই মারিতেছে। দূরে রজকপ্রবর কাষ্ঠমণ্ডের উপর হুস হাস শব্দে সবলে নির্ম্মমভাবে হতভাগ্য হতভাগিণীগণের কাপড়ের সপিণ্ডকরণে নিযুক্ত আছেন। বহু দূরে তাহাদের সুললিত কণ্ঠস্বর প্রতি-

ধ্বনিত হইতেছে। গ্রামের অর্দ্ধঅবগুণ্ঠনাবৃতা গওয়ালাবউ কলসী কক্ষে জল লইয়া তীরে উঠিতেছেন। তীরে বসিয়া বৃদ্ধ সার্ব্বভৌম মহাশয় সম্মুখস্থ ছিপের ঈষৎ হিল্লোলিত কাতনায় এক চক্ষু রাখিয়া অপর চক্ষে গ্রাম্য ললনার সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে ক্রটী করিতেছেন না। নিশিবাবু এই সুদীর্ঘ দীঘির পাড়ে আসিয়া সহসা জমি লইলেন।

যতীন বাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "আর দূর নাই,—ঐ বাড়ী দেখা যাচ্চে।"

নিশি বাবু গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "অবগত আছি।"

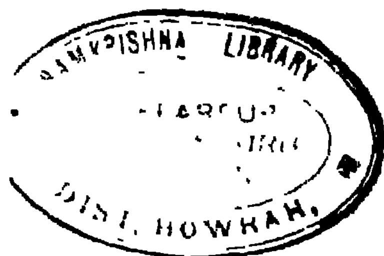
"তবে চল,—আর দেরি করে ফল কি ?"

"উঁহুঁ ! আমাদের সমাদর কিরূপ হবে, অবগত না হয়ে, নিশি এখান থেকে একপাও অগ্রসর হচ্চেন না ! তুমি অগ্রসর হও, —আমি প্রকৃতির শোভা, আর ঐ লম্বা-টিকির মৎস্য শিকার একটু পর্য্যবেক্ষণ করি।"

যতীন জানিতেন, নিশিবাবু একবার যাহা নিজ মস্তিষ্ক মধ্যে স্থির করিয়া লয়েন, তাহা হইতে, তাঁহাকে বিচলিত করা কাহারই সাধ্যায়ত্ত নাই। বেলা প্রায় মধ্যাহ্ন,—চারিদিক রৌদ্রে ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে,—মাথা দিয়া আগুন ছুটিতেছে ;—এ সময়ে নিশি-বাবুর সহিত তর্কবিতর্ক,—বাকবিতণ্ডা,—কথা কাটাকাটি, করিয়া কোনই ফল নাই। ললিতকে ডাকিয়া আনিলে, সকল গোলই মিটিয়া যাইবে। এই ভাবিয়া যতীন বলিলেন, "আমি ললিতকে

ডাকিয়া আনিতেছি; তুমি এইখানেই তাহা হইলে অপেক্ষা কর।"

উত্তরে নিশিবাবু শিসে ইমনকল্যান ভাঁজিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার ভয়াবহ পঞ্চমতানীয় শিসে ভীত ও চমকিত হইয়া সার্ব্বভৌম মহাশয় বিস্মিত ভাবে তাঁহার দিকে চাহিলেন। —রজক তাহার হুস হাস শব্দ নিমিষে বন্ধ করিল। বক চক্ষু মেলিয়া উড়িয়া গিয়া দূরে বসিল। দুই একটা দয়েল ডাক ছাড়িল। গওয়ালাবউ অবগুণ্ঠনান্তরাল হইতে বঙ্কিম নেত্রে নিশি-বাবুর দিকে চাহিতে লাগিল। নিশিবাবু যে এই গ্রাম্যশান্তিকুঞ্জে সহসা এক অশান্তির আন্দোলন উত্থিত করিয়াছেন, তাহা তিনি বুঝিলেন;—তিনি বৃক্ষতলে সুশীতল ছায়ায় চোদ্দ পওয়া হইয়া লম্বা হইলেন।



একাদশ পরিচ্ছেদ

জমিদার-বাড়ী

নিশিবাবুকে ত্যাগ করিয়া যাইতে যতীনের আদৌ ইচ্ছা ছিল না,—কিন্তু নিরুপায় ; তিনি মুটে সহ দীর্ঘ পদে বন্ধু সমাগমে চলিলেন। এ পর্য্যন্ত জীবনে আর কখনও তিনি বড় লোকের বাড়ী পদার্পণ করেন নাই ;—ললিতকে বাসায় দেখিয়াছেন,—জমিদারীতে দেখেন নাই,—তথায় তাঁহার কিরূপ আদর অভ্যর্থনা হইবে, তিনি তাহা জানিতেন না, প্রকৃতই তাঁহার হৃদয় একটু স্পন্দিত হইতে লাগিল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, "নিশিবাবুকে একেবারে সঙ্গে না আনা ভালই হইয়াছে। ললিতের সঙ্গে দেখা হইলে, তখন আর তাঁহাদের কোন অযত্ন হইবে না!" সুবুদ্ধি, সংসার-বিজ্ঞানে প্রাজ্ঞ, জগতের-বিভিন্ন ভাবেপরিপক, নিশিবাবু তাহাই পথে জমি লইয়াছিলেন,—সহজে তিনি হতাদরিত হইতে নারাজ!

সম্মুখে বৃহৎ অট্টালিকা ;—একটি ক্ষুদ্র গ্রাম বলিলে অত্যুক্তি হয় না। প্রাচীন আমলের বাড়ী, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইটে নির্ম্মিত,—বহুস্থানেই তাহারা প্রাচীরে স্বমূর্ত্তি দর্শাইয়া নিজেদের প্রাচীনত্বের পরিচয় দিতেছে! সাত মহল বাড়ী,—চারিদিকে একটা পরিখাও ছিল ; এক্ষণে ঐ পরিখা দুই তিনটা দীর্ঘ পুষ্করিণীতে

পরিণত হইয়া বড় বড় রোহিত কাতলায় পরিশোভমান হইয়াছে। পরিখা মধ্যস্থ শুষ্ক স্থানগুলি নব দুর্ব্বাদলে হাস্যময়ী; কয়েকটা গাভী ও ছাগী অতি উপাদেয় তেজবান দুর্ব্বাদলে উদর পূর্ত্তি করিয়া রিতিমত নাদুশ নুদুশ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সম্মুখস্থ কাছারি বাড়ীর গদিতে তথৈবচ একটি নাদুশ নুদুশ ভদ্রলোক, নানাবিধ রং বেরংয়ের লোক পরিবেষ্টিত হইয়া বার দিয়া বসিয়া আছেন। কাছারিতে জমিদারীর নানাবিধ কার্য্য চলিতেছে। বড় বড় তৈলমর্দ্দিত সুমসৃন দীর্ঘ বংশযষ্টি স্কন্ধে বাবরিওয়ালা পাইকগণ স্থানে স্থানে বসিয়া প্রজাগণ সহ ফিসফিস কথোপকথনে নিযুক্ত আছে। খোরাকি, বকসিস, সেলামি, রোজনামারূপে সিকি দুয়ানি হস্ত হইতে হস্তান্তরিত হইতেছে। আসগার মিঞা, কালু সর্দ্দার, দুর্জ্জন মণ্ডল, রামবাদু সিকদার প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত অসম্ভ্রান্ত বহু প্রজা জমিদার বাড়ী দরবারে আসিয়া, মসৃন সুগোল দেহ, আকর্ণ-গোঁপ-সুশোভিত, দাওয়ান মহাশয়কে যথোচিত তৈল প্রদানে নিযুক্ত রহিয়াছে। কাছারি গৃহের বিভিন্ন তক্তপোষের মসিবিমণ্ডিত বহুকাল-রজকগৃহ-সন্দর্শনে-বঞ্চিত, স্থানে-স্থানে-তালিযুক্ত ফরাশ উপরে, নানা বিভিন্ন আকারের বিভিন্ন প্রাচীনত্বগুণযুক্ত কাষ্ঠ হাত-বাক্সের সম্মুখে, দীর্ঘ, নাতিদীর্ঘ, স্থুল, নাতিস্থুল, তৈলমসৃণ, তহশিলদার,খাদাঞ্চি, মুহুরিগণ নানা খাতাপত্র লইয়া ব্যস্ত রহিয়াছেন। কয়েকজন গললগ্ন বস্ত্রে, জোড় হস্তে, তাঁহাদের সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া,

তাঁহাদের অনুগ্রহ প্রার্থনায় ব্যাকুল নেত্রে তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া আছে। চৌধুরী মহাশয়ের বড়ই শাসন;—প্রজাদিগের প্রতি তাঁহার অসীম দয়া;—তবুও তাঁহার অসাক্ষাতে কর্ম্মচারী-পুঙ্গবগণ সুবিধামত স্বমূর্ত্তি অবলম্বনে ক্রটী করেন না। দুই পয়সা এদিক ওদিক করিয়া ট্যাঁক নামক স্থানে নীত করিতে সর্ব্বদাই প্রয়াস পাইয়া থাকেন। খাদ্য খাদকতা জগতের ধর্ম্ম;—সে ধর্ম্ম নষ্ট করে কে? চৌধুরী মহাশয়ের অসাধ্য।

পার্শ্বস্থ বৈঠকখানা গৃহে সুপবিস্তৃত দুগ্ধফেননিভ ফরাশ। উপরে ঘেরাটোপ-মণ্ডিত একটী বৃহৎ ঝাড় ঝুলিতেছে;—পার্শ্বে কয়েকটা বহু প্রাচীন আমলের বেললণ্ঠন। প্রাচীরেও সেই আমলের কয়েকটা দ্যালগিরি,—সকলই বস্ত্রাবরণে অবগুণ্ঠিত। ফরাশ উপরে কয়েকটি রজত মণ্ডিত তামাকুসেবনযন্ত্র বৈটক নামক তাহাদের চির সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তাহাদের পদনিম্নে কয়েকটা আম্রপত্র বিনির্ম্মিত নল গড়াইতেছে। গললগ্ন কড়ি বায়ুতে হেলয়মান হইয়া, কয়েকটী যন্ত্রের ব্রাহ্মণাধিকার জ্ঞাপন করিতেছে।

এটী চৌধুরী মহাশয়ের দরবার গৃহ। আজ তিনি উপস্থিত নাই,—তবে তথায় উত্তরীয় স্কন্ধে, দীর্ঘ চৈতন, কপালে লম্বা ফোঁটা, কয়েকজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন। দূরে বসিয়া কয়েকটি বিমর্ষ ব্যক্তি ব্যাকুল ভাবে চৌধুরী মহাশয়ের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। কাহারও কন্যাদায়—

কাহারও পিতৃমাতৃ দায়,—কাহারও বা গৃহে অনাহার! বাহিরে কয়েকটি অবগুণ্ঠনবতী ম্যালেরিয়া-মূর্ত্তির হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

চারিদিকেই একটা গোল,—চারিদিকেই বহু লোক জন; —সকলেই স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত;—এরূপ বৃহৎ ব্যাপার যতীন পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই। তিনি মুটেসহ সেই বৃহৎ প্রাঙ্গনে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। কি করিবেন,—কি বলিবেন,— কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। একজন লোক তাঁহাকে দেখিয়া দাওয়ান মহাশয়কে গিয়া বলিল, "একজন অতিথ ভদ্র লোক দেখ্‌ছি।".

দাওয়ান মহাশয় মস্তক উত্তোলিত না করিয়া গম্ভীরে বলিলেন, "অতিথশালা দেখিয়ে দেও।"

সে যতীনের নিকট আসিয়া বলিল, "এস, এই দিকে।"

আর নীরব থাকা উচিত নহে ভাবিয়া, যতীন সুগোল দাওয়ান মহাশয়ের সম্মুখীন হইয়া বলিলেন, "ললিত বাবু—"

দাওয়ান মহাশয় তদবদ ভাবের বিন্দু মাত্র পরিবর্ত্তন সংঘটিত না করিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "কন্যাদায়?"

যতীন ক্রুদ্ধ হইলেন,—বলিলেন, "না মশায়—"

দাওয়ান মহাশয় তাঁহাকে আর অগ্রবর্ত্তী হইতে দিলেন না; —বলিলেন, "পিতৃশ্রাদ্ধ? ভাল,—যাও দাওগে,—এ বাড়ীতে কেহ নিরাশ হয় না!"

নিশিবাবুকে সঙ্গে আনেন নাই বলিয়া যতীন মনে মনে ভগবানকে শত ধন্যবাদ দিলেন। না জানি তাহাকে সঙ্গে আনিলে কি একটা বিপর্য্যয়ই ঘটিত! অতি কষ্টে তিনি ক্রোধ সম্বরণ করিয়া বলিলেন, "মশায় সে সব কিছু নয় ;—ললিত বাবু আমার—"

এই সময়ে এক ব্যক্তি দাওয়ান মহাশয়ের কানে কানে কি বলিল,—দাওয়ান মহাশয় অমনই প্রায় লম্ফ দিয়া উঠিয়া বলিলেন, "বল কি ?"

প্রায় গড়াইতে গড়াইতে দুই হস্তে ভর দিয়া অতি কষ্টে দাওয়ান মহাশয় সেই পঞ্চমোনী দেহ উত্থিত .করিলেন। অতি সম্ভ্রমে যতীনকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "প্রণাম হই,—প্রণাম হই ; বস্তে আজ্ঞা হোক ;—এখনই কর্ত্তাকে সম্বাদ দিতেছি।"

যতীন সহসা এই ঘোর পরিবর্ত্তনের বড একটা কারণ অনুভব করিতে পারিলেন না। তখন এই সকল বিষয়ের গবেসনা কবিবার মেজাজ তাঁহার ছিল না ,—তিনি বলিলেন, "আমার সঙ্গে একটী ভদ্রলোক আছেন।"

দাওয়ান মহাশয় অতি ব্যগ্র ভাবে বলিয়া উঠিলেন, "পড়ো একজন সঙ্গে থাকিবারই কথা। কোথায় তিনি ? এখনই পাইক পাঠাইয়া ডাকাইয়া আনিতেছি।"

এই বৃহৎ দেহের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে কোন গুরুতর গোল ঘটিয়াছে ভাবিয়া, যতীন বিস্মিত ভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলি-

লেন, "মহাশয়, আমার সঙ্গে একটি বন্ধু আছেন, আপনি অনুগ্রহ করিয়া ললিতবাবুকে সংবাদ দিন।"

দাওয়ান মহাশয় আকর্ণ হাস্য করিয়া বলিলেন, "আজ কাল আপনারাও সুসভ্য হইয়া পড়িয়াছেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তন হওয়া অসম্ভাবী। ললিতবাবু আপনার সমবয়সী,—তাহা হইলেও আপনি কর্ত্তার ঠাকুর মহাশয়'—তাঁহাকে এখনই সংবাদ দিতেছি।"

যতীন অতি বিস্ময়ে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, "মহাশয়—আপনি কি বলিতেছেন,—আমি তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না?"

দাওয়ান মহাশয় নিজ উত্তরীয় গলে বেষ্টিত করিয়া গললগ্নবাসে অতি বিনীত ভাবে বলিলেন, "ঠাকুর মহাশয়,—অধীনের উপর রাগ করিবেন না; আমি গোড়ায় আপনাকে চিনিতে পারি নাই! ত্রুটী মার্জ্জনা করুন,—আপনার আসিবার সম্বাদ পেয়েও এ ভুল করা আমার বড়ই অন্যায় হইয়াছে—ক্ষমা করুন।"

যতীন প্রকৃতই উন্মত্ত প্রায় হইলেন, রৌদ্রে মাথা দিয়া আগুন ছুটিতেছে;—রেলে আসিয়া সর্ব্বাঙ্গ ঝম্ ঝম্ করিতেছে;—নিশি রৌদ্রে পুষ্করিণী তীরে পড়িয়া এতক্ষণে নিশ্চয়ই নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া তাঁহার উপর মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইতেছে;—আর এই অপদার্থ উন্মাদ তাঁহাকে কি বলিতেছে,—তাহার মাথা মুণ্ডু কিছুরই

অর্থ নাই! তিনি আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলেন না;—সবেগে বলিয়া উঠিলেন, "মহাশয়,—আপনি ললিতবাবুকে সংবাদ দিবেন কিনা আমি তাহাই শুনিতে চাই?"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

মহাভ্রম

তাঁহার এই ক্রুদ্ধ, বিরক্তিপূর্ণ, তেজবান, যৌবনসুলভ উত্তেজিত মূর্ত্তি দেখিয়া, দাওয়ান মহাশয় আরও অধিকতর কাতর হইয়া পড়িলেন, অতি বিনয়ে নানা মিষ্টি কথায় তাঁহার ক্রোধ উপশম করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। এই ব্যাপারে চারিদিকে একটা যেন মহা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল; দূরে দূরে সকলে ফিসফাস করিয়া ব্যগ্র ভাবে কথা কহিতে লাগিল। যতীন শুনিলেন, তাহারা বলিতেছে, "আজ একটা অনর্থ ঘটিল! গুরু ঠাকুর মহাশয় রাগ করিয়াছেন,—কর্ত্তা শুনিলে অনর্থ করিবেন।"

দাওয়ান মহাশয়ও গললগ্ন কৃতবাসে বলিতে ছিলেন, "ঠাকুর মশায়,—অধীনের অপরাধ মার্জ্জনা করুন, অধীন আপনাকে চিনিতে পারে নাই।"

এই বলিয়া তিনি তাঁহার সেই তাকিয়া বিনিন্দিত মহা উদর, ও তদোপরি স্থাপিত ক্ষুদ্র মস্তক, কষ্টে অবনত করিয়া দুই ক্ষুদ্র বাহু বিস্তৃত করিয়া, যতীনের দুই পা কাতরে ধরিতে উদ্যত হইলেন;—যতীন আর সহ্য করিতে পারিলেন না;—চীৎকার করিয়া গর্জ্জিয়া বলিলেন, "মহাশয়, আপনি কি ক্ষেপিয়াছেন? আমি কায়স্থ,—আপনি প্রণাম করেন কোন সাহসে?"

এই অত্যাশ্চর্য্য কথা শুনিয়া দাওয়ান মহাশয় তাঁহার সুগোল ক্ষুদ্র চক্ষুর্দ্বয় অতি বিস্তৃত করিয়া যতীনের মুখের দিকে চাহিয়া সম্পূর্ণ অবাক ভাবে বলিয়া উঠিলেন,—"বলেন কি !"

এই সময় পশ্চাত হইতে কে বলিল,—"যতীন, তুমি ? —এ কি ?"

যতীন চমকিত হইয়া ফিরিলেন। যে স্বর তাঁহার কর্ণে পশিল, তাহাতে তাঁহার অবসন্ন, বিরক্ত, ক্রুদ্ধ হৃদয় উৎসাহ ও আনন্দে পূর্ণ হইয়া গেল! তিনি তীরবেগে ফিরিলেন,—দেখিলেন ললিত। সেই কলিকাতার ললিত,—সেই বামহস্তে কুঞ্চিত সিমলার সুচিক্কণ কালাপেড়ে ধুতি পরিধান,—সেই সিংফুংয়ের বাড়ীর গ্রিসিয়ান স্লিপার পায়,—সেই উৎকৃষ্ট সার্ট গায়,—সেই ললিতপ্রকাশ। জমিদারীতে, 'পল্লিগ্রামে, এই বিস্তৃত কাছারি-বাড়ীতে, তাঁহার কোনই পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। যতীন আশ্বস্ত হইলেন, বলিলেন,—"ভাই, তোমাদের এ লোকটা কি পাগল! ইনি আমায় প্রণাম করিতেছেন, কি বলিতেছেন, মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না !"

ললিত বিস্মিত ভাবে দাওয়ান মহাশয়ের দিকে চাহিলেন; বলিলেন,—"ইনি আমার বিশেষ বন্ধু যতীনবাবু;—আপনি ইহাঁকে কি স্থির করিয়াছেন ?"

যে ব্যক্তি প্রথম দাওয়ান মহাশয়ের কানে কানে কি বলিয়াছিল,—দাওয়ান মহাশয় তাহার দিকে রোষকষায়িত

লোচনে চাহিয়া বলিলেন,—"এই নচ্ছার আমার এ ভুল জন্মাইয়ে দিয়েছে। এই কুষাণ্ড বলিল যে ঠাকুর মহাশয়ের আসিবার কথা আছে,—ইনিই ঠাকুর মহাশয় !"

• ললিত হাসিয়া উঠিলেন,—যতীনের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "যতীন, কিছু মনে করিও না। দাওয়ান মহাশয় তোমায় আমাদের গুরু ঠাকুরমহাশয় স্থির করিয়াছেন। আমাদের গুরু-ঠাকুর মহাশয় বহুকাল আমাদের বাড়ী আসেন নাই ;—তিনি এক ছেলে রাখিয়া মারা গিয়াছেন। আমরা আমাদের এই নূতন গুরুঠাকুর মহাশয়কে কখনও দেখি নাই। কাল আমাদের এই নূতন গুরুঠাকুর মহাশয় এক আরজেণ্ট টেলিগ্রাম করেছেন,—এখানে আজ আস্‌বেন। যাক্‌, কিছু মনে কর না—এস। দাওয়ান মহাশয়, যতীনের ট্রাঙ্ক আমার বৈঠকখানা বাড়ী পাঠাইয়া দিন।"

ক্রোধে দাওয়ান মহাশয় উন্মুক্তকচ্ছ হইয়াছিলেন ;—তিনি গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে, "কুষ্মাণ্ড, নচ্ছার, গড্ডলিক, বেয়াকুব" প্রভৃতি বলিয়া সেই হতভাগ্য কর্ম্মচারীকে ভস্মীভূত করিতে প্রয়াস পাইতেছিলেন ;—চারিদিকের লোক যে কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিতেছে,—তাহাও তিনি বেশ উপলব্ধি করিতেছিলেন,—তাহাতেই তাঁহার ক্রোধ আরও অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিতেছিল ;—বাম হস্তে কষ্টে কটিবস্ত্র সবলে না ধৃত করিলে, তাঁহার বালকত্বের স্বভাবত্বে পরিণত হইবার সম্ভাবনা ছিল।

এ স্থলে আর থাকা কর্ত্তব্য নহে ভাবিয়া, ললিতপ্রকাশ হাসিতে হাসিতে যতীনের হাত ধরিয়া নিজ বৈঠকখানার দিকে চলিলেন। যতীনও ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, এক্ষণে বন্ধুলাভে কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন,—"আমার বন্ধু নিশি-বাবু সঙ্গে এসেছেন!"

ললিত অতি ব্যাগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কোথায় তিনি?"

যতীন বলিলেন,—"তোমরা ভাই বড় লোক, কিরূপ আদর অভ্যর্থনা হবে, তিনি জানেন না,—তাই পুকুরপাড়ে বসে আছেন;—আমি তোমায় খবর দিতে এসেছি।"

ললিত বলিয়া উঠিলেন,—"সে কি! এখনই চল, কোথায় তিনি? যতীন, আমি জানিতাম তোমার একটু বুদ্ধিসুদ্ধি আছে; তুমি বা তোমার বন্ধুর এ বাড়ীতে অযত্ন হবে?"

যতীন হাসিয়া বলিলেন,—"নিশি খামখেয়ালী লোক;—আমার যে অবস্থা হয়েছিল, তার সম্মুখে এ সব ঘটিলে, একটা বিপর্য্যয় ঘটিত।"

"চল—চল, কোথায় তিনি?" এই বলিয়া ললিত অতি ব্যস্তসমস্ত হইয়া দ্রুত পদে চলিলেন।

যতীন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার বাবা ভাল আছেন তো?"

ললিত বলিলেন, "হাঁ,—তাঁর সামান্য একটু পেটের অসুখ

হয়েছিল,—তাই মা ব্যস্ত হয়ে টেলিগ্রাম করেছিলেন,—আমি তাড়াতাড়ি ছুটে এসেছিলাম,—তোমার সঙ্গে পর্য্যন্ত দেখা করে আস্‌তে পারিনি।"

যতীন বলিলেন —"আমিও বড ভাবিত হয়েছিলাম।"

"তোমার এখান পর্য্যন্ত ছুটে আস্‌বার দরকার কি ছিল! এসেছ, ভালই করেছ,—আমাদের বাড়ী দেখা হল। আসবার আগে একটা টেলিগ্রাম কর্ত্তে হয়। আমি ষ্টেসনে গাড়ী পাঠাতেম,—তোমাদের কত কষ্ট হল।"

"না,—এ আর কষ্ট কি?"

"তোমার বন্ধুর সঙ্গে কি আমার আলাপ নেই?"

"না,—তবে তুমি আমাদের মেসে অনেক দিন তাঁকে দেখেছ। নিশিবাবু "ল" পড়্‌ছেন।"

"হাঁ,—দেখেছি,—আলাপ হয়নি।"

কথায় কথায় তাঁহারা সেই বিস্তৃত দীঘির তীরে আসিলেন। বাবু যাইতেছেন,—সুতরাং দূরে তাঁহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে দশ বিশ জন লোক আসিতেছিল, কয়েক জন পাইক বড় বড় সোঁটা স্কন্ধে জমিদারবাবুর পশ্চাতে থাকিয়া তাঁহার সম্মাননা বজায় রাখিতেছিল। একজন ছুটিয়া সম্মুখে গিয়া পথ হইতে গাভী ছাগী তাড়াইতে আরম্ভ করিল,—অপর একজন পশ্চাৎ হইতে ছুটিয়া আসিয়া, রৌপ্যদণ্ডময় জহিত মকমলমণ্ডিত বৃহৎ সুন্দর ছাতি তাঁহাদের মস্তকের উপর ধরিল। আজ গ্রামে নূতন

লোকের সমাগমে,—বিশেষতঃ জমিদার বাবুর বন্ধুর আগমনে,—গ্রামের মধ্যে ইহারই ভিতর একটা মহা কৌতুহলের তরঙ্গ প্রবাহিত হইয়াছিল। গ্রাম্যবধূগণ গৃহপ্রাঙ্গণের অন্তরালে দাঁড়াইয়া, অবগুণ্ঠন ঈষৎ অপসৃত করিয়া তাঁহাদের পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল.;—উলঙ্গ বালকগণ বৃক্ষান্তরালে লুকাইয়া দূর হইতে উঁকি মারিতেছিল, কাছারি বাড়ীতেও একটা হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল,—কিন্তু নিশিবাবু কোথায়? তিনি নিরুদ্দেশ।

ললিত বাবু ও যতীন পুষ্করিণীতীরে আসিয়া দেখিলেন,—কেহ কোথায়ও নাই,—রোদ্রে চারিদিক দগ্ধীভূত হইতেছে,—এ সময়ে পুষ্করিণীতীরে কেহ থাকে না'—এমন কি সার্ব্বভৌম মহাশয়ও তাহার দীর্ঘ মৎস্যধৃতকরণ যন্ত্র অযত্নে দীঘির তীরে ফেলিয়া কোথায় তিরধান হইয়াছেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

প্রবাস

যতীনের বহু বিলম্বে, অসীম ধৈর্য্যশালী নিশিবাবুও ক্রমে অধৈর্য্য সাগরে ওতোপো হইয়া উঠিলেন। বৃক্ষনিম্নে সুশীতল ছায়ায় শায়িত হইয়া, চক্ষু অর্দ্ধউম্মুলিতাবস্থায় বৃক্ষের পাতা গুলির সহিত বোধ হয় ভবিষ্যত ওকালতির শত শাখা প্রশাখা পাতা পল্লবের তুলনা করিতে ছিলেন। সহসা দূরে, "উহুঁ উহুঁ" শব্দ ধ্বনিত হইল। এ চিরপরিচিত শব্দ চিনিতে কাহারই বিশেষ ক্লেশ পাইতে হয় না। নিশিবাবু বুঝিলেন, বেহারাগণ দূরে মহাসমারোহে চির প্রসিদ্ধ কোলাহলে পাল্কি নামক নর-বাহন লইয়া ছুটিয়া আসিতেছে। তিনিও সেই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। একটু ভীত চকিত ব্যগ্র ভাবে, চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, কিন্তু যত দূর দৃষ্টি যায়,—কেবল শ্যামল তৃণরাজি বায়ুহিল্লোলে নিজ অপরূপ সৌন্দর্য্যে হাসিতেছে। পাল্কি দেখা যায় না।

নিশিবাবু ধীরে ধীরে নীরবে নিঃশব্দে সার্ব্বভৌম মহাশয়ের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সম্মুখস্থ জলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলবুদ্-বুদ বিড়বিড় করিয়া উপরে উঠিতেছিল, ইহাতেই সার্ব্বভৌম মহাশয়ের সার্দ্ধ সমাধি অবস্থা উত্থিত, তাঁহার বাহ্জ্ঞান ছিল না।

দুই হস্তে মৎস্যধৃতকরণ যন্ত্রের দীর্ঘ বংশদণ্ড প্রবল বেগে ধরিয়া, তিনি অর্দ্ধ উত্থিত হইয়া বসিয়া, সম্মুখে মহাব্যগ্র ভাবে হেলিয়া পড়িয়াছেন;—পশ্চাতস্থ কচ্ছ টান পাইয়া অজ্ঞাতসারে উন্মুক্ত হইয়া কর্দ্দমে রঞ্জিত হইতেছে;—ব্রাহ্মণের দুই চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া জলের দিকে যেন ফাটিয়া বাহির হইয়া আসিবার উপক্রমে ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছে! সার্ব্বভৌম মহাশয়ের শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ,—তাঁহার জীবন মরণ জগত সংসার যেন সেই দীঘির নীল জলে ভাসমান ফাতনায় সম্বন্ধ হইয়া গিয়াছে! যিনি কখনও এ অবস্থায় পতিত না হইয়াছেন,— তিনি ব্যতীত আর কেহ আমাদের "মাছ ধরার" প্রকৃত আনন্দ অনুভব করিতে পারিবেন না। এ অবস্থায়,—এই ঘোর উত্তেজক ভয়াবহ আকুলতা কালে. সার্ব্বভৌম মহাশয় যে নিশিবাবুর অস্তিত্ব সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইবেন,—তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

নিশিবাবু তাঁহার পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার দীর্ঘ চৈতন দুই হস্তে ধরিয়া প্রবল বেগে টানিবার জন্য অতিশয় প্রলুব্ধ হইতে ছিলেন, কিন্তু নিজ অসীম আত্মসংযমশক্তিবলে নিজের দুর্দ্দমনীয় হৃদয়াবেগ উপশমিত করিয়া দণ্ডায়মান ছিলেন। এই সময় সহসা এক বিপর্য্যয় ব্যাপার ঘটিল। সার্ব্বভৌম মহাশয় ভীম বলে হস্তস্থ ছিপ টানিলেন;—সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাতস্থ নিশিবাবুর স্কন্ধে পতিত হইলেন, দুই জনে আঘাতিত প্রঘাতিত হইয়া তখন গড়াইতে গড়াইতে দীঘির কর্দ্দমাক্ত জলে ধরাশায়ী হইলেন।

সুখের বিষয়—নিকটে জনপ্রাণী ছিল না। নতুবা এ অবস্থা আরও ভয়াবহ ভাব ধারণ করিত,—সার্ব্বভৌম মহাশয় নিশ্চয়ই ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া যাইতেন। তবুও উপস্থিত তিনি যেরূপ রাগত হইয়া উঠিলেন, তাহাতেই তাঁহার মুখ ফেনে পূর্ণ হইয়া গেল। তাঁহার বদনবিবরে যেরূপ জল ও কর্দ্দম সহ সেওলা প্রবেশাধিকার লাভ করিল, তাহাতে তাঁহার বিকৃত বদনের বিকৃত ফেনের ফেনত্ব অনুমান করিবার আর কোন সম্ভাবনা রহিল না।

সার্ব্বভৌম মহাশয় কর্দ্দমে আপাদ মস্তক আপ্লুত হইয়া, উন্মুক্ত বস্ত্রে, কম্পিত দেহে, ক্রোধে ফুলিতে ফুলিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ক্রোধে ও কর্দ্দমে অস্পষ্ট স্বরে গর্জ্জিয়া বলিলেন, "বেল্লিক—বেয়াকুব।"

সত্যযুগ হইলে নিশিবাবু এই ব্রহ্মকোপে ভস্মীভূত হইয়া ইহ লীলা সাঙ্গ করিতেন;—কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এ কলিকাল! ভস্মীভূত হইলেন না বটে, কিন্তু পচা পুকুরের পচা পাঁকে নিমজ্জিত হইয়া দুর্গন্ধময় হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। যতীন কেন,—নিশিবাবুর বৃদ্ধা পিতামহী স্বয়ং উপস্থিত হইলেও তাঁহাকে তিনি এ অবস্থায় চিনিতে পারিতেন না;—নিশিবাবুর প্রেতাত্মা ভাবিয়া ভয়ে চীৎকার করিয়া গ্রামশুদ্ধ লোককে এক স্থানে জড় করিতেন।

নিশিবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—কৃষ্ণ কর্দ্দমের স্রোত তাঁহার

মস্তক হইতে চক্ষু, কর্ণ, চিবুক, বদন, সমস্ত প্লাবিত ও উপপ্লাবিত করিয়া ছুটিয়াছে ;—তিনি গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "বেল্লিক নই—বিয়াকুব বটে !"

ব্রাহ্মণ কর্দ্দমাক্ত উত্তরীয়ে মুখের কর্দ্দম অপসারিত করিতে গিয়া, তাঁহার অপরূপ সৌন্দর্য্য শতগুণ বৃদ্ধি করিতেছিলেন,—ইহাতে তাঁহার রাগ তাঁহার অন্তস্তল প্রদেশ হইতে ধূমগিরির উত্তপ্ত ধার প্রস্রবণের ন্যায় ছুটিয়া আসিতে ছিল,—তিনি কম্পিত রুদ্ধ ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "তু—তু—তুমি—কে হে বাপু ? বেয়াকুব, এমন মাছটা ছুটে গেল। আমি তো—তো—তোকে খড়ম পেটা কর্ব্বো ! বেয়াকুব—বেল্লিক !"

নিশিবাবু কথঞ্চিৎ চক্ষু কর্ণ মুখের কর্দ্দম অপসারিত করিয়া বলিলেন, "মহাশয়, রাগ করিবেন না,—আমার অবস্থা আপনার অপেক্ষা অনেক গুণ খারাপ হইয়াছে।"

ব্রাহ্মণ অতি বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "নিশি না ? তুই—তুই—"

নিশিবাবু অতি দুঃখিত স্বরে বলিলেন, "আমার বুড়ো ঠাকুরমা এখন আমায় দেখ্‌লে আঁতকে উঠ্‌বেন,—আপনি চিন্‌বেন কি করে ?"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "তুই—তুই—তুই—এখানে ? কখন এলি,—কোথায় এসেছিস্ ?"

নিশিবাবু বলিলেন, "পণ্ডিত মহাশয়, আপনাদের সোণার-

চাঁদের পুকুরের কাদার গন্ধে প্রাণ যায়। আগে দেহটাকে জলে মেজে ঘসে নিই,—তারপর কথা হবে।"

সার্ব্বভৌম মহাশয় নিশিবাবুর দিকে কিয়ৎক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। তাঁহার উচ্চ হাস্য দীঘির অপর পাড়ে এক বিকট শব্দে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। লহরে লহরে সার্ব্বভৌম মহাশয়ের হাসির তরঙ্গ উঠিতেছে, হাসির আর বিরাম নাই। তিনি চক্ষু মুদিত করিয়া দুই নিতম্বে পুনঃ পুনঃ চপেটাঘাত করিয়া হাসিতে লাগিলেন। সে শোভার বর্ণনা হয় না।

নিশিবাবুর যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহাতে কাহারই হাস্য সম্বরণ করিবার সামর্থ্য ছিল না,—স্বয়ং বৃদ্ধা পিতামহীও হাস্য সম্বরণ করিতে পারিতেন না। সার্ব্বভৌম মহাশয়ের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়াছিল সত্য, কিন্তু নিশিবাবু হাসিলেন না, তাঁহার মুখ কুঞ্চিত পর্য্যন্ত হইল না,—তিনি লম্ফ দিয়া জলে পড়িলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

ব্রাহ্মণ-বাড়ী

বহুকাল পূর্ব্বে সার্ব্বভৌম মহাশয় এক সময়ে কলিকাতায় এক ক্ষুদ্র বাঙ্গলা স্কুলে লাষ্ট ক্লাসের সাড়ে সাত টাকা মাহিনায় পণ্ডিতি করিতেন। আর ঐ সতর সাড়ে সাতের সংখ্যা একটু বৃদ্ধি করিবার ব্যাকুলতায়, সকালে ও সন্ধ্যায় বাহিরেও একটু পণ্ডিতিত্ব করিতেন। যখন নিশিবাবু বৃদ্ধা পিতামহীর সহিত কলিকাতায় আবাস লইয়া বর্ণপরিচয় উদরস্থ করিবার আশায় পুনঃ পুনঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অর্থানুকুল্য করিতে ছিলেন, সেই সময়ে সার্ব্বভৌম মহাশয় কোন সময়ে তাঁহার শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন,—তদবধি পরিচয়। সেই পর্য্যন্ত সার্ব্বভৌম মহাশয় নিশিবাবুকে এক দিনের তরেও দৃষ্টির বহির্ভাগে যাইতে দেন নাই! আজ নিশিবাবু সেই বহুকালের বর্ণপরিচয় পরিত্যাগ করিয়া স্তরে স্তরে নানা স্তর অতিক্রম করিয়া আইনকাননে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন,—কিন্তু সার্ব্বভৌম মহাশয় তাঁহাকে বিস্মৃত হয়েন নাই। বাৎসরিক আদায়ে এক দিনের জন্যও তাঁহার ক্রটী হয় নাই। বৎসরের পর বৎসরে বৎসরে নিশিবাবু ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক মহাশয়ের যথাবিহিত পূজা দিয়া আসিতেছেন। পুরাকালে কয়েকজন পাঠশালার বর্ণপরিচয়ের ছাত্র তাঁহার

হস্তস্থ হওয়ায় সার্ব্বভৌম মহাশয়ের দুই পয়সা আজও বেশ সংগ্রহ হইয়া থাকে। কলিকাতায় যত দিন বসবাস ছিল, তত দিন বৎসরে বৎসরে তিনি তাঁহার ক্ষুদ্র খোলা-নিবাস নানা রঙ্গের কাগজে সুরঞ্জিত ও ভিক্ষার্জ্জিত নানা পুষ্প ও পত্রহারে সুশোভিত করিয়া মা সরস্বতীর অর্চ্চনা করিয়া ছাত্রবৃন্দের নিকট বেশ দুই পয়সা প্রণামি লাভ করিতেন। এক্ষণে দেশে প্রত্যাগত হইয়াও তিনি নিশ্চিন্ত হয়েন নাই—সরস্বতী পূজার অবব্যহিত পূর্ব্বে একবার কলিকাতায় পদার্পণ করিয়া, ছাত্রবৃন্দের নিকট করাদায় ব্রতে নিযুক্ত হয়েন। বহু পূর্ব্বের শিক্ষামন্দিরের প্রথম দাবীদারের মান রক্ষা করিতে এক্ষণে যৌবন প্রাপ্ত উকীল বা ভাবী উকিল, হাকিম বা ভাবি হাকিম প্রভৃতিগণ কখন কোন ত্রুটী করিতেন না। রৌপ্যখণ্ডে ব্যাগ পরিপূরিত করিয়া সার্ব্বভৌম মহাশয় দেশে ফিরিতেন,—আবার নিমন্ত্রণপত্রও যথাসময়ে ডাক যোগে রওনা হইত,—ডাকযোগে মনিঅর্ডার রূপ ডাকবাহনে কাঞ্চনমালা আসিতে ত্রুটী হইত না। এইরূপে সার্ব্বভৌম মহাশয় দূর পল্লিগ্রামে একরূপ বৃদ্ধ বয়সে রাজার হালে বাস করিতেছেন। অধিকন্তু চৌধুরী মহাশয়ের পার্শ্বচরপদে অধিরূঢ় থাকায়, জমিদার বাড়ী হইতে প্রায় সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিই সংগ্রহ হইত। সার্ব্বভৌম মহাশয়ের বর্ণপরিচয়ের শিক্ষকতা বৃথা যায় নাই।

নিশিবাবু অবগাহনান্তর তীরে উঠিয়া ইস্ত্রি বিভ্রষ্ট সার্টে

মস্তকাদি যথাসম্ভব বিশুদ্ধ করিয়া লইলেন; তাহার পর বলিলেন, "পণ্ডিত মহাশয়,—চলুন, আজ আপনার ওখানেই প্রসাদ পাইব।"

সার্ব্বভৌম মহাশয় হাস্য সম্বরণ করিয়া ছাত্রের জন্য একটু ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। নিশি বড় লোক, সে তাঁহার কুটিরে আহার করিবে,—এতো পরম সৌভাগ্যের কথা! তিনি ব্যগ্র ভাবে বলিলেন, "এস বাবা এস,—এযে আমার ভাগ্য!"

সহসা নিশি তাঁহাদের এই দূর পল্লিগ্রামে কেন আসিয়াছে,—কখন আসিয়াছে,—কাহার সহিত আসিয়াছে,—এ সকল চিন্তা করিবার অবসর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রহিল না;—"এস বাবা,—এস বাবা," বলিয়া তিনি তদবস্থায়ই অগ্রসর হইলেন, এমন কি তাঁহার অতি আদরের মৎস্যধৃতকরণ-যন্ত্র অযত্নে সেই দীঘির তীরে পতিত রহিল।

নিশিবাবু কষ্টে হৃদয়ভেদী হাস্যবেগ দন্তে দন্তে পেশিত করিয়া, সেই দুর্দ্দমনীয় হাস্যলহরী উদরে লুকাইত রাখিয়া, গুরুর পদানুসরণ করিলেন। বৃদ্ধ গুরুর আপাদ মস্তক কর্দ্দমাপ্লুত দেহের বিভৎস ভাব তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া তিনি মনে করিলেন না। কাজেই গ্রামে তাঁহারা প্রবেশ করিবামাত্র, চারিদিকে একটা মৃদু হাস্যলহরী ছুটিল! কৃষকগণ হাল স্কন্ধে গৃহে ফিরিতেছিল,—সার্ব্বভৌম মহাশয়কে দেখিয়া পথ ছাড়িয়া দিয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, বিস্মিত ভাবে তাঁহার

মুখের দিকে চাহিতে লাগিল ! ভয়ার্থে ও মান্যার্থে, কষ্টে হাস্য-বেগ সম্বরণ করিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইল। গ্রাম্য ললনাগণের অবগুণ্ঠনান্তরালম্বিত সুগোল ওষ্ঠ হাস্যে বিভাসিত হইল,—দুষ্ট বালকগণ খিল খিল করিয়া হাসিতে হাসিতে দূরে পলাইল। ব্রাহ্মণ বিস্মিত হইলেন,—বলিলেন, "বাবা নিশি,—তোমার আধুনিক সিক্ত অবস্থা একটু হাস্যজনক হইয়াছে দেখিতেছি। পল্লিগ্রামের সরল প্রকৃতি লোক স্বভাবতঃ একটু কৌতুকপ্রিয় হয়।"

নিশিবাবু গম্ভীর ভাবে কেবলমাত্র বলিলেন,—"দেখিতেছি।"

সার্ব্বভৌম মহাশয় বলিলেন,—"তবে তুমি ইহাদিগকে সভ্যতাশূন্য বলিতে পার না। বোধ হয় লক্ষ করিয়াছ,—ইহারা তোমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া হাস্য করিতেছে না,—আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে। তোমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া হাস্য করা অন্যায় বলিয়া ইহাদের জ্ঞান আছে। পল্লিগ্রাম-মাত্রই অসভ্যস্থান নহে।"

নিশিবাবু বলিলেন,—"তাহা দেখিতেছি।"

এই সময়ে দূরে অলক্ষ হইতে বালসুলভ স্বরে ধ্বনিত হইল—"বামন কাকা, বামন কাকা গোবর মেখেছে।"

ব্রাহ্মণ উদ্‌গ্রীব ভাবে চারিদিকে চাহিলেন, কিন্তু কোথায়ও কোন বালক দেখিতে পাইলেন না, কেবল তাহাদের খিল খিল হাস্যধ্বনি চারি দিকে স্তরে স্তরে ধ্বনিত হইতেছিল।

বৃদ্ধ বলিলেন,—“আমি কি বিশেষ কৰ্দ্দমাপ্লুত হইয়াছি বলিয়া বোধ হয় ?”

নিশিবাবু বলিলেন,—“বিশেষ নয়।”

সার্ব্বভৌম মহাশয় হাসিয়া বলিলেন,—“তোমার দেহটা কিঞ্চিৎ হাস্যোদ্দীপক হইয়াছে।”

“সম্ভব,—না হওয়াই আশ্চর্য্য।”

“কিন্তু বাপু,—তুমি আমার আদমোনী রুহিতটা নষ্ট করিয়াছ। টান দিবামাত্র বুঝিয়াছিলাম,—মৎস্যটা বিশ সেরের এক ছটাক ওজনে কম ছিল না !”

“আমি আদমোনটা বাদ দিয়া কেবল ছটাকটা খেতে পেলেই খুসি হতেম।”

সার্ব্বভৌম মহাশয় হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন ;—বলিলেন, “হা, হা,—তুমি একথা বল্‌তে পার,—খুব বল্‌তে পার,—তবে গরীব ব্রাহ্মণের বাড়ী অনাদর হবে না। সে হয় বড় লোকের বাড়ী—নয় কি বাবা ?”

এই সময়ে কে অতি মৃদু মধুর কিঙ্কিনীর মিষ্ট শব্দের ন্যায় স্বরে, বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল,—“দাদা এ কি মূর্ত্তি !”

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

পত্রলেখা

নিশিবাবু সম্মুখে যে দৃশ্য দেখিলেন, পূর্ব্বে জীবনে তিনি আর তেমনটী কথনও দেখেন নাই। সম্মুখে একখানি প্রকৃতই ছবি।

মেদি পাতায় জড়িত, শোভিত, অতি সুন্দর বেড়া ;—বেড়ার পার্শ্বে অতি পরিষ্কার, অতুলনীয় ভাবে সজ্জিত, নানা রঙের সুন্দর সুন্দর ফুলে অলঙ্কৃত ক্ষুদ্র বাগান। বাগানের পার্শ্বে একখানি খোড় ঘড,—মৃত্তিকাপ্রাচীরে বেষ্টিত,—যেন ঝকঝক্ করিতেছে! ঘরখানি যেন ছবি!

কমনীয় নারী হস্তে অতি যত্নে লালিত পালিত, জল সিঞ্চিত, বিশেষ আয়াসে রক্ষিত, না হইলে এমন সুন্দর ফুল, এমন অতুলনীয় সৌন্দর্য্যে চারিদিক আলো করিয়া, ফুটিত না! লতাগুলি এমন করিয়া ফুল-ফল-বল্লরী ভূষণে ভূষিতা হইয়া জড়াইয়া জড়াইয়া বেড়াটি এমন সুন্দরভাবে সাজাইত না! সুন্দর বাগানের সম্মুখে সুন্দর ঘর,—ক্ষুদ্র কিন্তু মনোহর। সেই গৃহের সম্মুখে, এই সুন্দর উদ্যানের মধ্যে, চারিদিকে পুষ্পগন্ধে প্লাবিত করিয়া দণ্ডায়মানা—এক দেবী-মূর্ত্তি!

বিস্তৃত শ্যামল প্রান্তর,—তাহার পর তাল সুশোভিত দীঘির ধার,—তাহার পর গ্রাম্য কৃষক প্রভৃতির ভগ্ন, অৰ্দ্ধ ভগ্ন, অপরিষ্কৃত গৃহ, অঙ্গন পার্শ্বস্থিত আম জাম কাঁঠালের ক্ষুদ্র বৃহৎ বাগান;—মধ্যে মধ্যে বাঁশ ঝাড়ের পার্শ্বস্থিত ডোবা, পচা পুকুর, খানা। নিশিবাবু ইহাই দেখিতে দেখিতে আসিতেছিলেন,—সহসা তিনি সম্মুখে মরু মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র জলস্থান সদৃশ এই সুন্দর উদ্যান ও সুন্দর গৃহ দেখিয়া বিস্মিত হইয়া স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইলেন। তাঁহার স্তম্ভিত হইবার কারণও ছিল,—সম্মুখস্থ দেবী-মূৰ্ত্তি।

কিন্তু বহুক্ষণ বিস্মিত হইয়া থাকিবার পাত্র নিশিবাবু নহেন,—বিশেষতঃ মধুর খিল খিল অঞ্চলাবৃত হাস্যধ্বনিতে নিমিষে তাঁহাকে কল্পনার অমরকানন হইতে সাক্ষাৎস্বরূপ মর জগতে আনিয়া ফেলিল। তখন তিনি দেখিলেন, তাহার সম্মুখে একটী সুন্দরী বালিকা মুখে অঞ্চল চাপিয়া ধরিয়া, খিল খিল করিয়া হাসিতেছে! বালিকার বয়স প্রায় পঞ্চদশ,—নিমিষে যত দূর বুঝিয়া লওয়া সম্ভব, সেই অত্যল্প সময়ের মধ্যে নিশিবাবু বুঝিলেন,—বালিকা সুন্দরী, অপরূপ সুন্দরী—অবিবাহিতা কুমারী,—ব্রাহ্মণকন্যা!

সার্ব্বভৌম মহাশয় ভৎর্সনার স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "পাগলী!—কোন লোকের হাস্যোদ্দীপক অবস্থা দেখিয়া হাস্য করা কর্ত্তব্য নয়। ইনি আমার ছাত্র নিশি,—দৈব দুর্ব্বিপাকে জলস্নাত হইয়াছিলেন! নিশি, পত্রলেখা আমার দৌহিত্রী।"

বালিকা হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিল,—"দাদা, ওঁকে দেখে আমি হাস্‌ছি না। তোমার এ কি মূর্ত্তি হয়েছে ?"

বৃদ্ধ, "আমার" বলিয়া প্রায় লম্ফ দিয়া উঠিলেন। একবার নিশিবাবুর দিকে চাহিলেন,—একবার বালিকার দিকে চাহিলেন,—ব্যাপারখানা কি ভালরূপ উপলব্ধি করিতে পারিলেন না।

অপরিচিত লোক দেখিয়া বালিকা সলজ্জ ভাবে অতি কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়া, এক পার্শ্বে একটু সরিয়া দাঁড়াইয়াছিল ; বলিল,—"দাদা, এত কাদামাটী কোথায় মাখ্‌লে ? যাও—যাও, শীঘ্র চান করে ফেল।"

সার্ব্বভৌম মহাশয় বলিলেন, "তবে গ্রামের দুষ্টগণ আমায় দেখিয়াই কৌতুক করিতেছিল ?"

তিনি নিশিবাবুর দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"নিশি, বাপু, তোমার এ কথা আমায় বলা উচিত ছিল।" তাহার পর সেই প্রাচীন আমলের ভীতিসঞ্চারক দৃষ্টিতে ছাত্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"তোমার চরিত্রের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই দেখিতেছি।"

নিশিবাবু মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে করিতে বিনীত স্বরে বলিলেন,—"পণ্ডিত মহাশয়, আপনি কতবার বলিয়াছেন মৎস্য ধরিতে গেলেই কাঁদা মাখিতে হয়, সেই জন্য আপনার কাঁদা মাখা গা দেখিয়া ভাবিলাম,—এটা মাছ ধরিবার কায়দা।"

সার্ব্বভৌম মহাশয় বলিলেন,—"এতদ্রূপ নয়। যাক্—পত্রলেখা, নিশিকে বস্ত্রাদি দেও,—আমি অবগাহন করিয়া আসিতেছি।"

ব্রাহ্মণ সত্বরপদে গৃহের পশ্চাৎ দিকে ধাবমান হইলেন,—নিশিবাবুর মস্তক কণ্ডয়ন অধিকতর বৃদ্ধি পাইল। প্রায় পূর্ণ যৌবনা বালিকার সহিত কথোপকথন ব্যাপারে তিনি একেবারেই অভ্যস্থ ছিলেন না।—স্ত্রীলোক দেখিলে তিনি আতঙ্কে সে স্থান অচীরে পরিত্যাগ করিতেন। অদ্য সহসা এই পল্লিগ্রামে, আম, কাঁঠাল, জাম বনের ভিতর, এই নারীরূপী পুষ্পের সংঘর্ষণে আসিয়া তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন।

বালিকাও অবনত মস্তকে দণ্ডায়মানা ছিল,—এই অপরিচিত যুবককে তাহাদের একখানা কাপড় আনিয়া দিবে,—না ইঁহার সহিত ইঁহার নিজের বস্ত্রাদি আছে,—বালিকা তাহা স্থির করিতে পারিল না। সে সেইখানে দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিল,—পদাঙ্গুলি দিয়া মৃত্তিকা খনন আরম্ভ করিল। নিশিবাবুরও সঙ্গে সঙ্গে মস্তক কণ্ডয়ন চলিল,—উভয়ের কেহই কাহারও মুখের দিকে চাহিতে সাহস করিলেন না। লজ্জা মানুষের চির সহচর,—নিশিবাবু আজ পরাভূত।

অবশেষে বালিকা অবনত মস্তকে অতি মৃদু স্বরে বলিল,—"আপনার কাপড় সঙ্গে আছে, কি?"

নিশিবাবু ভীম বলে মস্তক কণ্ডয়নপর হইয়া প্রায় জড়িত স্বরে বলিলেন,—"না।"

বালিকা সত্বর পদে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। নিশিবাবু সেই গৃহপ্রাঙ্গণে সিক্ত বসনে দণ্ডায়মান থাকিয়া তাঁহার জীবনের ঘটনাচক্রের পরিবর্ত্তনশীলতার বিষয় গবেষণা করিতে লাগিলেন।

নিমিষমধ্যে পত্রলেখা দাদা মহাশয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট গরদের ধুতি ও উত্তরীয় আনিয়া নিশিবাবুর হস্তে দিয়া ভিতর হইতে পা ধোতকরণ জল ও এক জোড়া খড়ম আনিয়া দাবার উপর রাখিল। একখানা গালিচা পাতিয়া দিয়া বলিল,—"আপনি এইখানে একটু বসুন,—আমি আপনার জল খাবারের বন্দোবস্ত করিতে যাই, দাদা এখনই আসিবেন।"

নিশিবাবুর মুখ হইতে ভাল মন্দ কোন কথাই বাহির হইল না। তিনি এই সরলা কমলা গ্রাম্যবালিকার নির্ম্মল রূপে একেবারেই বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিশোর যৌবন-বালিকার প্রতি অঙ্গে ক্রীড়া করিতেছিল,—তাহার কৃষ্ণ কেশরাশি নিবীড় জলদের ন্যায় তাহার স্কন্ধে ও পৃষ্ঠে পড়িয়া বায়ুভরে দুলিতেছিল। বালিকার মুখপানে চাহিতে নিশিবাবুর সাহস হইল না।—তিনি নীরবে অবনত মস্তকে তথায় দণ্ডায়মান রহিলেন।

বালিকা অন্তর্হিতা হইল। নিশিবাবু আজ প্রথম অন্ধকার কি তাহা উপলব্ধি করিলেন, পত্রলেখা চলিয়া গেলে, তাঁহার মনে হইল যেন সহসা পৃথিবী এক মহা আঁধারে ঘিরিল, চক্ষুর সম্মুখ হইতে কে যেন সহসা বিশ্বের উজ্জ্বল প্রদীপ সরাইয়া

লইল। নিশিবাবু মনে মনে বলিলেন,—"সুন্দরী যথার্থই সুন্দরী।"

তিনি বস্ত্রাদি ত্যাগ করিয়া একবার নিজ মূর্ত্তির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন,—মনে মনে হাসিলেন। দুগ্ধ ফেননিভ. পট্টবস্ত্র পরিধান,—পট্ট বস্ত্রের উত্তরীয় স্কন্ধে,—পদযুগল খড়মে সুশোভিত,—গলায় পইতা তো আছেই। নিশিবাবু মনে মনে বলিলেন,—"কপালে কোঁটা ও মাথায় একটা লম্বা চৈতন মাত্রের অভাব। কে বলিবে ইনিই ভাবি উকিল বা হাইকোর্টের জজ?"

এই সময়ে দুই ব্যক্তি ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার পদ নিম্নে ভূমিসাৎ হইল;—হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল,—"আসুন, পাল্কী এসেছে। ষ্টেসন থেকে ছুটে আস্‌চি। গরীবদের ক্রটী মাপ কর্ব্বেন,—কর্ত্তা শুন্‌লে আর রক্ষা রাখবেন না।"

দ্বিতীয় খণ্ড

বিড়ম্বনা



"আপনি এইখানে একটু বসুন।"

প্রথম পরিচ্ছেদ

শুন্মি

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ক্ষুদ্রগৃহে,—হিন্দুর চিরপূজা উপকরণ আতপ চাউল, কাঁচকলা, বাতাসা, চিনি, দেদোমোণ্ডার কখন অভাব ঘটিত না; সুতরাং পত্রলেখা অতিথির জন্য পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে শ্বেত পাথরের সুন্দর রেকাবিতে, নানাবিধ ফল মূল মিষ্টান্ন অতি সুচারুরূপে সাজাইয়া,—বাম হস্তে রেকাবিখানি ও দক্ষিণ হস্তে গেলাসে সুশীতল পরিস্কৃত জল লইয়া, বাহির বাটীতে আসিল; সে দৃশ্য সুন্দর,—রমণীয়,—মনোমুগ্ধকর,—চিত্রকরের তুলিকার জন্য,—লেখকের লেখনীর জন্য নহে।

দুঃখের বিষয়, দুর্ভাগ্যবান নিশিবাবু এ অপরূপ চিত্র দেখিতে পাইলেন না;—তিনি শুন্মি হইয়াছেন! তাঁহার এ অনুপমের সুখ অদৃষ্টে ঘটিল না।

বাহিরে জনশূন্য,—নিশিবাবু অন্তর্দ্ধান! একটু বিস্মিত ভাবে রেকাব ও জল হস্তে পত্রলেখা দাঁড়াইল,—চারিদিকে সলজ্জ ভাবে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল,—কিন্তু যতদূর তাহার দৃষ্টি চলে,—তাহার মধ্যে কোন স্থানে জনমানবের কোন চিহ্ন দেখিতে পাইল না। দূরে একটা শালিক পথের উপর নাচিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে;—সঙ্গে সঙ্গে নবদুর্ব্বাদল মধ্যস্থ ফড়িংয়ের

প্রাণান্ত ঘটিতেছে। একটী দয়েল গাছের ডালে বসিয়া, থাকিয়া থাকিয়া মধুর স্বরে শিস্ দিতেছে। দুই একটী প্রজাপতি সেই দুই প্রহরের রৌদ্রে বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় ছায়ায়—ফুলে ফুলে মধু আহরণ করিতেছে। সার্ব্বভৌম মহাশয়ের ক্ষুদ্র গৃহ চিত্রকরের হস্তপ্রসূত সুন্দর চিত্রের ন্যায় সূর্য্যের সতেজ আলোকে বিমল শোভায় ভাসিতেছে!

নিশিবাবু নাই। পত্রলেখা দাওয়ার উপর মিষ্টান্নের রেকাব ও জলের গেলাস রাখিয়া, দুই পদ অগ্রসর হইল,—কিন্তু তাহাকে "হুস্" শব্দ করিয়া তৎক্ষণাৎ আবার ফিরিতে হইল। দুই চারিটা কাল কাক,—এ ও সে বিভিন্ন চালের উপর হইতে উড়িয়া আসিয়া,—দূরে দূরে বসিয়া,—মিষ্টান্নপাত্রের উপর তাহাদের গোল কৃষ্ণ নয়নের প্রখর দৃষ্টি নানা ভঙ্গিতে নিক্ষিপ্ত করিতে লাগিল! পত্রলেখা কি করিবে কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, একটু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া সেই দাওয়ার সম্মুখে একখানি ছবির ন্যায় দণ্ডায়মানা রহিল। মধ্যে মধ্যে ব্যগ্র, উদ্গ্রীব, উৎসুক ভাবে, দূরে সম্মুখে চাহিতে লাগিল,—কিন্তু নিশিবাবু প্রত্যাগত হইলেন না।

তখন সে খাবার ও জল লইয়া ধীরে ধীরে, বাড়ীর ভিতর চলিল;—সম্মুখে সার্ব্বভৌম মহাশয়। সিক্ত বস্ত্রে,—গামছা স্কন্ধে,—গাড়ু হস্তে,—নানা শ্লোক আওড়াইতে আওড়াইতে, অগ্রসর হইতেছেন;—পত্রলেখাকে দেখিয়া দণ্ডায়মান হইলেন;—

বলিলেন,—"তোকে বাবুর বাড়ী লইয়া যাইবার জন্য পাল্কী আসিয়াছে,—এখনই যা। তাঁদের গুরুঠাকুর মহাশয় এসেছেন,—খাবার দাবার জোগাড়যন্ত্র করে দিতে হবে,—যা এখনই যা।"

এতক্ষণে ব্রাহ্মণের নাতিনীর হস্তস্থিত মিষ্টান্নের প্রতি দৃষ্টি পড়িল,—তিনি বলিলেন,—"মিষ্টান্ন প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছ কেন নির্শি কোথায়?"

পত্রলেখা হাসিয়া বলিল,—"দাদা, তুমি বুড়ো হয়েছ,—তোমায় যত জোচ্চরে ঠকায়।"

নাতিনীর এই অত্যদ্ভুত কথা শুনিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কিছুই ভাবার্থ গ্রহণ করিতে না পারিয়া তাহার মুখের দিকে বিস্মিত ভাবে চাহিয়া রহিলেন। তৎপরে ধীরে ধীরে বলিলেন,—"সে কি?"

পত্রলেখা তাহার মধুর হাসিতে চারিদিক বিভাসিত করিয়া বলিল,—"হ্যাঁ,—দাদা, তুমি যত জোচ্চরকে বাড়ী আন।"

সার্ব্বভৌম মহাশয় অতি বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন; "জুয়াচোর.—সে কি?"

পত্রলেখা বলিল,—"তুমি যে লোকটাকে সঙ্গে করে এনেছিলে,—আমি তোমার ভাল গরদের কাপড়, চাদর,—তোমার হাতীর দাঁতের খড়ম,—এনে তাকে দিয়েছিলাম,—সে, সে সব নিয়ে লম্বা দিয়েছে।"

এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণের যে ভাব হইল,—তাহা বর্ণনা করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই! তিনি অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত জিহ্বা দন্তে কাটিলেন,—চক্ষু আকর্ণ বিস্ফারিত করিয়া চাহিলেন,—তাঁহার দুই হস্ত দুই দিকে বিস্ময়ে বিস্তৃত হইয়া পড়িল,—তিনি প্রায় রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন,—"এ কথা মুখেও আনিও না।"

পত্রলেখা ছাড়িবার পাত্রী ছিল না;—সে পূর্ব্বরূপ হাসিতে হাসিতে বলিল,—"আর মুখেও আনিব না। এতক্ষণ দেখগে তোমার গরদের কাপড, চাদর, খডম নিয়ে গাডীতে গিয়ে উঠ্‌ল।"

ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিলেন,—"পাগলী,—একেবারে পাগলী। নিশি বড লোকের ছেলে, আমার ছাত্র,—যা তুই বাবুদের বাডী যা, আমি তাহার অনুসন্ধান লইতেছি।"

"ষ্টেসনে গিয়ে খবর নেও।" এই বলিয়া পত্রলেখা হাসিতে হাসিতে তথা হইতে পলাইল,—বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ প্রিয় ছাত্র নিশিকান্তের অনুসন্ধানে বাহিরের দিকে চলিলেন।

কিন্তু পত্রলেখা আজ সহসা এত বিচলিতা হইল কেন? আজ তাহার চির-প্রফুল্লিত আনন্দকাননসদৃশ সুন্দর সুকোমল হৃদয় সহসা কি যেন এক মেঘে আবরিত হইল কেন? সে আপনা আপনি আজ এত লজ্জা বোধ করিতেছে কেন? সহসা

এই অপরিচিত যুবককে দেখিবামাত্র তাঁহার মূর্ত্তি তাহার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে কেন ?

বাবুর বাড়ীর দাসী ও দ্বারবান পাল্কী লইয়া দণ্ডায়মান ছিল, —পত্রলেখা আর অধিক কিছু চিন্তা করিবার সময় পাইল না, —পাল্কীতে গিয়া উঠিল। তখন পাল্কী হুঁহুঁ শব্দে চৌধুরী মহাশয়ের বিস্তৃত অট্টালিকার পশ্চাৎ দিকে প্রধাবিত হইল।

বাবুর বাড়ীতে তাহার প্রায়ই আহ্বান হইত। ললিত-প্রকাশের একমাত্র অতি আদরের ভগিনী সুবালা তাহার প্রিয় সখী ছিল,—উভয়ে পরস্পরে উভয়কে সহোদরা ভগিনী অপেক্ষাও ভাল বাসিত,—উভয়ের গলায় গলায় ভাব ;—সেই জন্যই বৃদ্ধ সার্ব্বভৌম মহাশয়ের গ্রাম মধ্যে এত প্রতিপত্তি, শ্রদ্ধা, ভক্তি, মান্য ;—তাহাতেই তাঁহার এত সচ্ছলতা,—এত সুখ সমৃদ্ধি। পত্রলেখাকে না পরাইয়া সুবালা কোন ভাল বস্ত্র পরিত না,—তাহাকে না খাওয়াইয়া কোন ভাল জিনিষ মুখে দিত না,—দিবসের মধ্যে অন্ততঃ একবার সুবালা তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য পাল্কী পাঠাইত ;—সেও প্রায় তাহাদের বাড়ী বেড়াইতে আসিত। যে ক্ষুদ্র পুষ্পোদ্যান আমরা দেখিয়াছি,—তাহা তাহাদেরই দুইহস্তে রচিত নন্দন-কানন !

পাল্কীতে উঠিয়া চির প্রফুল্লমুখী, লাবণ্যময়ী পত্রলেখা আজ বিষণ্ণা ;—নিশিবাবু যে গরদের বস্ত্রাদি লইয়া চক্ষুদান দিয়া লয়া দিয়াছেন,—এ কথা পত্রলেখা একবারও বিশ্বাস করে নাই।

—চোর ও ভদ্রলোক দেখিয়া তাহাদের পার্থক্য উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা তাহার যথেষ্ট জন্মিয়াছিল,—তবে নিশিবাবুর সহসা অন্তর্ধ্যানে সে একটু বিস্মিত হইয়াছিল। ভাবিল, হয়তো তিনি বাহিরে একটু বেড়াইতেছেন,—দাদা বাহিরে গেলেই তিনি তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন।

অন্য দিন পত্রলেখা উৎফুল্লহৃদয়ে প্রাণ সখী সুবালার নিকট ছুটিত ,—আজ তাহার হৃদয়ে সে প্রাণের উৎসাহ,—সে প্রফুল্লতা —সে উৎফুল্ল ভাব নাই! আজ কেন সে এমন বিষণ্ণতা অনুভব করিতেছে। সে মনে মনে বলিল, "বাড়ীতে অতিথি আসিয়াছেন,—দাদার ছাত্র,—আমার খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত করা উচিত ছিল ;—আজ আমার বাড়ী ছাড়িয়া যাওয়া উচিত হয় নাই।"

তাহার পর সে ভাবিল, "পিসিমা আছেন—তিনিই সব করিবেন ;—দাদামশায় আছেন,—আমি না গেলে সুবালা রাগ করিত !"

আজ পত্রলেখার চির শান্তিপূর্ণ হৃদয়-সরোবরে অতি প্রবল ঝটিকার হিল্লোল বহিয়াছে! আজ সহসা তাহার ক্ষুদ্র পল্লিগ্রামের ক্ষুদ্র সরল জীবনে এক ঘোর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে,—আজ আর সে, সে পত্রলেখা নাই।

পাল্কীর ভিতর বসিয়া, পত্রলেখা নিজ উদ্বেলিত হৃদয়কে সংযত করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা পাইতেছিল ;—সে যতই

হৃদয় হইতে তাহার অযাচিত চিন্তাস্রোত দূর করিবার চেষ্টা পাইতেছে,—ততই তাহার মুখ,—তাহার কমনীয় অতুলনীয় লাবণ্যপূর্ণ মুখ,—লাল হইতে লাল হইয়া অপরূপ সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছে! পত্রলেখা তাহা বুঝিতে পারিতেছে,—তাহাই সে তাহার হৃদয়কে উপশমিত করিতে চেষ্টা পাইতেছে,—এরূপভাবে সে কিরূপে তাহার প্রাণের সঙ্গিনী,—স্নেহের ভগিনী,—হৃদয়ের সখীর সম্মুখে উপস্থিত হইবে? সুবালা কি বলিবে।

জমিদার বাড়ী উপস্থিত হইতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া পত্রলেখা পাল্কীর দ্বার নিশব্দে ঈষৎ উন্মুক্ত করিল,—সেই ঈষৎ উন্মুক্ত পথে তাহার সুন্দর চক্ষের একটী চক্ষে দ্রুতগমনশীল বেহারাগণ মহা রোলে তাহাকে কোথায় লইয়া যাইতেছে,—তাহা দেখিবার চেষ্টা পাইল;—বুঝিল,—পাল্কী জমিদার-বাড়ী যাইতেছে না,—অন্য দিকে ছুটিয়াছে।

সে বিস্মিতা হইল,—একটু ভীতাও হইল; কিন্তু দাসী বাম হস্তে তাহার পাল্কীর দরজা ধরিয়া, কটীতে অঞ্চল সুদৃঢ় ভাবে বন্ধন করিয়া, ওষ্ঠে ওষ্ঠ পেশিত করিয়া দক্ষিণ হস্ত দুলাইতে দুলাইতে হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়াছে। পশ্চাতে বৃহৎ লগুড় স্কন্ধে বৃহৎ বপুসমন্বিত রাম সিংহ লম্ফে লম্ফে ছুটিতেছে,—সুতরাং পত্রলেখার ভয়ের বিন্দুমাত্র কারণ ছিল না। হৈ হৈ শব্দে পাল্কী ধাবিত হইতেছে,—গ্রাম্য পান্থগণ জমিদার-বাড়ীর পাল্কী

দেখিয়া পথের ধারে নামিয়া দাঁড়াইতেছে;—গ্রাম্য ললনাগণ দ্বারের অন্তরাল হইতে অবগুণ্ঠণের ভিতর দিয়া উঁকি মারিতেছে; —ছাগী, গাভীগণ বেহারার চীৎকারে ভীত হইয়া হুড় মুড় হুড় শব্দে মাঠের দিকে ছুটিয়া নামিতেছে! কাক, শালিক, দয়েল, ঘুঘু বৃক্ষ হইতে বৃক্ষে উড়িয়া বসিতেছে! সহসা হুঁ হুঁ শব্দে বেহারাগণ তাহাদের কলরব বন্ধ করিয়া, নরবাহনযান এক বিস্তৃত প্রাঙ্গণে নামাইল। দ্বার-পার্শ্ব হইতে উঁকি মারিয়া পত্রলেখা দেখিল, সে চৌধুরী মহাশয়ের বিস্তৃত ঠাকুরবাড়ীতে নীত হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বন্ধুসন্ধানে

সার্ব্বভৌম মহাশয় যথাসম্ভব দ্রুত গতিতে বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া লইলেন। স্নানের পর আহ্নিক ক্রিয়া সমাপনের জন্য তিনি পট্টবস্ত্র পরিধান করিতেন, আজও তাহাই হইল;—কিন্তু আজ নিত্যনৈমিত্তিক চিরপ্রচলিত আহ্নিক কার্য্যে অবহেলা ঘটিল,—তিনি নিশির সন্ধানে বাহিরে আসিলেন।

নিশি নাই,—নিশি যেন সহসা বাতাসে কর্পূরাসবের ন্যায় উড়িয়া গিয়াছে। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এ দিক ওদিক চারিদিক দেখিলেন, কিন্তু নিশি কোথায়ও নাই! তিনি বাড়ী ছাড়িয়া গ্রাম্য পথে আসিলেন,—দুই প্রহরের রৌদ্রে চারিদিক্ ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে;—এ সময়ে যে যাহার গৃহে আহারাদিতে নিযুক্ত আছে,—পথে লোক জনের কোন চিহ্ন নাই!

বৃদ্ধ সার্ব্বভৌম মহাশয় মনে মনে বলিলেন, "বানর! নিশিটার চরিত্র কিছু মাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই,—সেই পূর্ব্বের মতই উচ্ছৃঙ্খল আছে! নিশ্চয়ই একটু কৌতুক করিবার জন্য, এই-খানেই কোথায় লুকাইয়াছে।"

তিনি নিকটস্থ আম জাম কাঁটালের ঝোপ,—বৃক্ষের অন্তরাল, —গৃহের কোন,—মেদির বেড়ার পার্শ্বে—চারিদিকে,—নিশিরূপ পলাতক ছেলের সন্ধান করিতে আরম্ভ করিলেন। দুই তিন বার বজ্রগম্ভীর স্বরে ডাকিলেন, "নিশি। নিশি,—বাপু এই দিকে এস।"

সে পিলে আতঙ্কদায়ী বজ্রগম্ভীর স্বরে নিশ্চয়ই নিশিবাবু পূর্ব্বের সেই বর্ণপরিচয়ের ভীতিপূর্ণ কালের কথা স্মরণ করিয়া আতঙ্কে আতঙ্কিত হইয়া উঠিতেন,—কৌতুক তাঁহার পেটের ভিতর প্রবেশ করিয়া লুক্কাইত হইত,—তিনি সেই পূর্ব্বরূপ ভাবে দুই হস্ত জানুদেশে বিলম্বিত করিয়া হেটমুণ্ডে সজল নয়নে বিষণ্ণ বদনে পণ্ডিত মহাশয়ের ভীম মূর্ত্তির সম্মুখে কম্পিত হৃদয়ে আসিয়া দাঁড়াইতেন,—কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এক্ষণে তিনি প্রাচীন আমলের গুরুর নিকট হইতে বহু দূরে প্রয়াণ করিয়াছিলেন,—নিকটে থাকিলে কি হইত বলা যায় না! কে পশ্চাৎ হইতে বলিল, "পণ্ডিত মশায়, কি খুঁজিতেছেন?"

বৃদ্ধ নীচু হইয়া মস্তক অবনত করিয়া এক আসসেওড়া গাছের ঝোপের মধ্যে প্রিয় শিষ্যের অনুসন্ধানে নিযুক্ত ছিলেন;—সহসা পশ্চাতে কে এই কথা বলায়, তিনি একেবারে লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের হৃদয়ে সাহসের ভাগ কোন কালেই প্রচুর পরিমাণে ছিল না,—ভগবান্ এ দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-দিগকে জগতের এই পরম বস্তু হইতে বহুকাল বঞ্চিত রাখিয়াছেন।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বিস্ময়ে দেখিলেন,—স্বয়ং জমিদারপুত্র ললিত-প্রকাশ তাঁহার বাড়ীর দ্বারে উপস্থিত! তাঁহার সঙ্গে একটী সমবয়স্ক যুবক,—পশ্চাতে দূরে বহু লোক জন। বৃদ্ধ হস্তে হস্ত মর্দ্দন করিতে করিতে সহাস্য বয়ানে বলিলেন, "এস বাবা,—আমার পরম সৌভাগ্য,—গরীবের কুঁড়ে!"

এবম্বিধ বুলি ললিতপ্রকাশ সার্ব্বভৌম মহাশয়ের মুখে অনেকবার শুনিয়াছেন,—সুতরাং তিনি তাঁহার কথায় কান না দিয়া হাসিয়া বলিলেন, "পণ্ডিত মহাশয়, ঝোপের ভিতর কি খুঁজিতেছিলেন! ছাগল হারাইয়াছে নাকি?"

বৃদ্ধ বলিলেন,—"চেহারায় নহে,—বুদ্ধিতে বটে।"

ললিতপ্রকাশ হাসিয়া বলিলেন,—"সে কি রকম?"

সার্ব্বভৌম মহাশয় বলিলেন,"আমার একটী ছাত্র আজ আমার এখানে আসিয়াছে,—বড় লোকের ছেলে,—দুষ্টামিতে পরিপক,—এখনও বিন্দুমাত্র তাহার চরিত্রের কোনরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই।"

ললিতপ্রকাশ বলিলেন, "ভারি অন্যায়তো! এখন এই আপনার সৎছাত্রটী হঠাৎ লুকাইলেন কেন?"

ব্রাহ্মণ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "দুষ্টামি—কেবল দুষ্টামি। আমার নাতিনী পত্রলেখা বলিতেছে,—সে আমার উৎকৃষ্ট গরদের ধুতি, উড়ানী ও আমার হাতীর দাঁতের খড়ম লইয়া লম্বা দিয়াছে! না,—নিশির এতদূর অধঃপতন হইতে পারে না!"

যতীন অতি বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন,—"নিশি! নিশি আপনার এখানে এসেছিল! সে আপনার ছাত্র! সে কোথায় গেল?"

যতীনের উদ্বেগপূর্ণ চঞ্চল ভাব দেখিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বিস্মিত ভাবে তাঁহার মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। ললিত-প্রকাশ বলিলেন, "আমরা তো তাঁকেই খুঁজিতেছি!"

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"তোমরাও খুঁজিতেছ?—কেন?"

ললিতপ্রকাশ বলিলেন,—"আপনি তাঁহাকে কোথায় পেলেন?"

সার্ব্বভৌম মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "কোথায় পেলেম। সে আমার বহু কালের ছাত্র। আমার কাছেই তার হাতে খড়ি। এ দিকে চরিত্র ভাল,—কখন বার্ষিক দিবার সময় কোন গোল করে না।—পয়সাওয়ালা লোকের ছেলে,—তবে দুষ্টামি,—এখনও তার বিন্দুমাত্র হ্রাস হয় নাই।"

ললিতপ্রকাশ হাসিয়া বলিলেন, "আপনি তাঁহাকে কোথায় পাইলেন?"

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"কোথায় পাইলাম! দীঘির পাড়ে পাইলাম! আমার আদমোনী রোহিতটা গোল করিয়া দিয়াছে! সে পেছনে দাঁড়াইয়া ছিল, দেখিতে পাই নাই;—টান মারিয়া মাছটা খোওয়াইলাম,—আর বেল্লিকের উপর গিয়া পড়িলাম!"

ললিতপ্রকাশ হাসিয়া বলিলেন, "তাই লোকে বলিতেছে, পণ্ডিত মহাশয়—আপনি একটু কাদামাটি মাখিয়া ছিলেন।"

সার্ব্বভৌম মহাশয় বলিলেন, "তা,—তা,—পত্রলেখাও ঐরূপ বলিতেছিল।"

"এখন আপনার ছাত্র কোথায় গেলেন?"

"তাহাই খুঁজিতেছি।"

"আসুন,—আমরাও দেখি। আমরাও তাঁহাকে খুঁজিতেছি—ইনি যতীনবাবু,—আমার বিশেষ বন্ধু,—নিশিবাবু ইঁহার বন্ধু,—ইঁহার সহিত আমাদের বাড়ী বেড়াইতে আসিয়াছেন।"

"আর আমায় এ কথার বিন্দু বিস্বর্গও বলে নাই। গাধার টুপি—"

"পণ্ডিত মহাশয়,—সে বয়স কি আর আছে?"

"চিরকাল থাকে,—গাধাত্ব কখনও যায় না।"

ললিতপ্রকাশ উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন, যতীনও হাসিয়া ফেলিলেন। খামখেয়ালী নিশিবাবু গুরুর এই সুললিত প্রশংসা বাক্য শ্রবণ করিলে কত দূর আনন্দ উপলব্ধি করিতেন বলা যায় না।

ললিতবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আপনার বিশ্বাস যে আপনার ছাত্রটী এইখানে কোথায়ও লুকাইয়া আছেন?"

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"নিশি বাল্যকাল হইতে এইরূপ দুষ্টামিতে পূর্ণ। তাহার চরিত্রের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই।"

"তবে দেখা যাক।" এই বলিয়া ললিতপ্রকাশ নিশি-বাবুর অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইলেন ;—তাঁহার লোকজনেরা লাঠি সোটা লইয়া চারিদিকস্থ ঝোপ সকল বিপর্য্যস্থ করিয়া তুলিল, —চারিদিকে একটা হৈ হৈ ব্যাপার পড়িয়া গেল। গ্রাম্য কৃষক, জোলা, মালা, কৈবর্ত্ত, বাগ্দিগণ, সকলে ক্ষীপ্র হস্তে ডাল ভাত গরাস গরাস শেষ করিয়া, যে যাহার গৃহ হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল। কৃষকবধূগণ উদ্‌গ্রীব ভাবে গৃহের বাহিরে আসিয়া ব্যাপার কি অবগত হইবার জন্য উৎসুখ চিত্তে চাহিতে লাগিল! উলঙ্গ বালকগণ খেলা ধূলা ফেলিয়া ছুটিল ,—চারিদিকে রীতিমত নিশিবাবুর শিকার আরম্ভ হইল,—কিন্তু কোথায়ও নিশিবাবু নাই ,—তিনি সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হইয়াছেন।

যতীন্দ্র ও ললিতপ্রকাশ উভয়েই বিস্মিত হইয়া পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন। নিশি সহসা কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গেল! বৃদ্ধ শিক্ষককে বহুদিন পরে দেখিয়া, তিনি যে তাঁহার বাড়ী আসিবেন, তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই ,—বিশে-ষত, যতীনের প্রত্যাগত হইতে বহু বিলম্ব হইয়াছিল ;—এ অব-স্থায় অস্থিরপঞ্চম নিশিবাবু যে সহসা প্রাচীন আমলের পণ্ডিত মহাশয়কে পাইয়া তাঁহার শরণাগত হইবেন—তাহাতে আশ্চর্য্য কি! কিন্তু আবার এরূপে নিরুদ্দেশ হইবার কারণ কি!

যতীন ও ললিত উভয়েই মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে

ছিলেন। বৃদ্ধ সার্ব্বভৌম মহাশয় ক্রমে বিরক্তিতে ও ক্রোধে ব্রহ্মণ্যতেজে উদ্দীপ্তমান হইয়া উঠিতেছিলেন। এ সময়ে নিশিবাবু তাঁহার সম্মুখে পতিত হইলে কান মলা হইতে কিছুতেই রক্ষা পাইতেন না,—দুই কর্ণ লোহিত রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া যাইত।

এই সময়ে একজন পাইক ছুটিয়া আসিয়া সসম্মানে সেলাম দিয়া বলিল,—"কর্ত্তা তলব দিয়াছেন,—গুরু ঠাকুর মহাশয় আসিয়া পৌঁছিয়া গিয়াছেন।"

এখন কি করা কর্ত্তব্য। ললিতপ্রকাশ বন্ধুর দিকে চাহিলেন। যতীন বলিলেন,—"ভাই, তুমি বাড়ী ফিরিয়া যাও, আমি নিশির সন্ধান করিয়া এখনই ফিরিব,—সে এইখানেই কোন খানে আছে,—কোথায় যাইবে!"

ললিত বলিলেন,—"আমারও তাড়াতাড়ি নাই;—দুইজনে এক সঙ্গে ফিরিব। গ্রামের কেহ না কেহ তাঁহাকে নিশ্চয়ই দেখিয়াছে!"

এই সময়ে দূরে বালকণ্ঠে ধ্বনিত হইল, বামুনকাকা—বামুন-কাকা—গোবর মেখেছে। সে পাল্কী চড়ে গেছে!"

সকলে দেখিলেন, এক উলঙ্গ বালক বৃক্ষান্তরাল হইতে সুর লয়ে নানা ভঙ্গিতে ?ত স্বরে বামুন কাকাকে খেপাইতে চেষ্টা পাইতেছে;—দুইজন পাইক ছুটিয়া তাহাকে ধরিতে গেলে, সে উচ্চ হাস্যে চারিদিক্ বালসুলভ প্রফুল্লতায় পূর্ণ করিয়া, ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইল,—কেহ তাহাকে ধরিতে পারিল না।

সার্ব্বভৌম মহাশয় গম্ভীরভাবে বলিলেন,—"এই পঞ্চানন দাদার অপোগণ্ড ছেলেটা গর্ভস্রাব হইতেছে।"

ললিত ও যতীন উভয়েই কষ্টে হাস্যাবেগ সম্বরণ করিয়া মুখ অন্য দিকে ফিরাইলেন। একটু আত্মসংযম করিয়া ললিতপ্রকাশ বলিলেন, "খোকা বলিতেছে,—পাল্কী চড়ে গেছে,—হয়তো নিশিবাবুকে সে পাল্কী করিয়া যাইতে দেখিয়াছে।"

যতীন বলিলেন,—"পাল্কী করিয়া কোথায় যাইবে?"

ললিত বলিলেন,—"সন্ধান করিলে এখনই তাহা জানিতে পারা যাইবে। আমাদের মত ছোট গ্রামে পাল্কী সর্ব্বদা চলা ফেরা করে না।"

এই সময়ে একজন বৃদ্ধ কৃষক আসিয়া জমিদারপুত্রকে অভিবাদন করিয়া সসম্মানে বলিল,—"একজন গোঁসাই ঠাকুর এইখানে বেড়াইতে ছিলেন।"

সার্ব্বভৌম মহাশয় সবেগে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তার কি কাপড পরা ছিল?"

কৃষক বলিল,—"ভাল গরদের কাপড় চাদর,—পায় খড়ম।"

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিলেন,—"সেই বটে। আর কেউ নয়, সেই বানর। কোথায় গেল?"

কৃষক বলিল, "রাজবাড়ীর পাল্কী এসে তাঁকে নিয়ে গেছে।"

সার্ব্বভৌম মহাশয় অতি বিস্ময়ে ভয়াবহ ভাবে চক্ষু বিস্ফারিত

করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "রাজবাড়ীর পাল্কীতে গেছে,—সে কি? কি একটা বিপদই না জানি ঘটাইল।"

ললিতপ্রকাশ আবার হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "পণ্ডিত মহাশয়, আজ এদেশে বড়ই ভুল চুকের প্রকোপ পড়িয়াছে। আমাদের গুরুঠাকুর মহাশয়ের আজ আসিবার কথা ছিল,— তাঁহাকে আনিবার জন্য পাল্কী ষ্টেসনে গিয়াছিল। বোধ হয় বেহারারা ভুলক্রমে নিশিবাবুকে গুরুঠাকুর মহাশয় ভাবিয়া পাল্কীতে লইয়া গিয়াছে!"

সার্ব্বভৌম মহাশয় অতি রাগত স্বরে বলিলেন,—"আর সেই মূর্খটা কোন কথা না কহিয়া পাল্কী চড়িয়া গেল। সর্ব্বত্র সর্ব্ব সময়ে কৌতুক! আমার আদমনী রোহিতটা নষ্ট করিল। আবার এই কাণ্ড। কর্ত্তা শুনিলে আর রক্ষা রাখিবেন না।"

কর্ত্তার কথা উত্থিত হওয়ায় ললিতপ্রকাশও একটু চিন্তিত হইলেন। যদি নিশিবাবু যথার্থই এ কৌতুক করিয়া গুরু সাজিয়া গিয়া থাকেন, তবে তাঁহার পিতা নিতান্তই রাগত ও বিরক্ত হইবেন। শিক্ষিত বুদ্ধিমান নিশিবাবু কি কখন এরূপ ভয়াবহ কৌতুক করিতে পারেন! তাহাদের আত্মীয় স্বজনদিগের কুল-ললনাগণ নিঃসঙ্কোচে গুরুঠাকুর মহাশয়ের সম্মুখে বাহির হইবে? এরূপ অবস্থায় কেহ কি কখন ভদ্রলোকের অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে?—অসম্ভব। ললিত প্রকাশ সত্যই একটু বিচলিত হইয়া পড়িলেন,—তিনি যতীনের দিকে ফিরিয়া

৭

মৃদুস্বরে বলিলেন,—"নিশিবাবু কি যথার্থই এরূপ কৌতুক করিবেন ?"

যতীন জানিতেন নিশির অসাধ্য কিছু নাই, নিশির দ্বারা সকলই সম্ভব। তিনি মনে মনে বুঝিলেন, নিশি একটা ভয়াবহ বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছে,—প্রকাশ্যে বলিলেন,—"ভাই, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না,—এখানে আসিয়া সকলই অদ্ভুত দেখিতেছি !"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ঠাকুর-বাড়ী

চৌধুরী মহাশয়ের ঠাকুর-বাড়ী একটা বিস্তৃত ব্যাপার! তাঁহার বিস্তৃত গ্রামসম অট্টালিকার বাহিরে—দক্ষিণ প্রান্তে,—এই বৃহৎ ঠাকুর-বাড়ী। কত শীত, বর্ষা, গ্রীষ্ম, হেমন্ত, ইহার উপর দিয়া অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, তাহা কেহ বলিতে পারে না। সম্মুখেই দোলমঞ্চ,—ইষ্টক নির্ম্মিত, স্তরে স্তরে, থাকে থাকে উঠিয়া, উপরে সুন্দর গম্বুজে অবশেষ হইয়াছে। প্রাচীন আমলের শিল্পিগণ মনের সাধে নানা কারুকার্য্যে সমস্ত মন্দিরটী আবরিত করিয়াছে। সেই সকল চিত্রবিচিত্র কারুকার্য্যের উপরে আধুনিক অধঃপতিত শিল্পিগণ নানা রং বেরং লেপিত করিয়া দোলমঞ্চের অপরূপ শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে। দোলের দিন এই অভূতপূর্ব্ব শোভা লাল নীল সালুর নিশানে ও ঝালরে ও নানা রং বেরঙ্গের বেললণ্ঠনের আলোকে, আরও অপরূপ শোভা ধারণ করিয়া থাকে।

পার্শ্বে নহবতখানা ;—চারিটী অতি দীর্ঘ তাল বৃক্ষের সুগোল স্থুল দণ্ডের উপর বহু উচ্চে ক্ষুদ্র চালবিশিষ্ট চারিদিক্ উন্মুক্ত নহবত খানা,—এখন ইহার হতশ্রদ্ধেয়,—হতাদরিত হীণ অবস্থা, কিন্তু পূজা পার্ব্বণে নানা রঙ্গের বস্ত্রে, নিশানে, বেল-লণ্ঠনে, ইহার

অন্য মূর্ত্তি সংঘটিত হইয়া পড়ে;—তখন সেই বাহারের ভিতর অতি মধুরে খাম্বাজ, ইমনকল্যাণ প্রভৃতি নানাবিধ রাগিণী আলাপ হইতে থাকে।

ঠাকুর-বাড়ীর দ্বারে দুইটী বৃহৎ শিব মন্দির। শিব দুইটীও প্রকাণ্ড কাল মসৃণ মূর্ত্তিতে শোভমান,—মস্তক উপরে দুগ্ধ চন্দন ও ফুলের অবশিষ্টাংশ সর্ব্বদাই পরিলক্ষিত হয়। মন্দিরের পশ্চাতে সুন্দর নাট-মন্দির,—নাট-মন্দিরের সম্মুখে এক বৃহৎ মন্দিরে করালবদনী মায়ের পাষাণ মূর্ত্তি,—নানা স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতা,—অতি সুন্দর—অতি মনোহর। দূরে একটী সুন্দর অট্টালিকায় অষ্ট-ধাতু-নির্ম্মিত রাধামাধব,—চৌধুরী মহাশয়দিগের বংশ পরম্পরায় কুল-দেবতা!

চারিদিকে বিস্তৃত সুমসৃণ অতি পরিষ্কার প্রাঙ্গণ,—অতি সুন্দর পুষ্প উদ্যান পরিবেষ্টিত। লাল জবা, বৃহৎ স্থলপদ্ম,—করবী, জাতি, জুঁতি, মল্লিকা, সর্ব্বদাই প্রস্ফুটিত হইয়া অতি সুন্দর শোভা বিস্তার করিতেছে। ইষ্টকমঞ্চে পরিবেষ্টিত বৃহৎ বেল ও ক্ষুদ্র তুলসী বৃক্ষেরও অভাব নাই।

এক পার্শ্বে বিস্তৃত অতিথিশালা ও পাকশালা,—চৌধুরী মহাশয়ের দ্বারে আসিয়া কেহ কখনও অভুক্ত প্রত্যাবর্ত্তিত হইত না। প্রত্যহই ঠাকুর-বাড়ীতে বহু নর নারী আহার্য্য পাইত। ঠাকুরের যে বিস্তৃত দেবোত্তর সম্পত্তি ছিল, তাহাতে প্রত্যহ শত লোকের রাজভোগের আয়োজন হইত।

ঠাকুর-বাড়ী

ঠাকুর-বাড়ীর সুন্দর উদ্যান মধ্যে একটী সুন্দর অট্টালিকা ছিল;—গুরুঠাকুর প্রভৃতি মাননীয় কেহ আগমন করিলে, এই বাড়ীতেই তাঁহার বাসস্থান নির্দ্ধারিত হইত,—আজ নিশিবাবু মহা সমাদরে এই অট্টালিকায় নীত হইয়াছেন।

সুন্দর গালিচায় তিনি উপবিষ্ট;—চারিদিকেই বহুলোকের সমাগম। ঠাকুর-বাড়ীর চারিদিকে লোক ছুটাছুটি হুড়াহুড়ি করিতেছে,—একটা মহামারি ব্যাপার পড়িয়া গিয়াছে। জমিদারদের গুরুঠাকুর আসিয়াছেন শুনিয়া, চৌধুরী মহাশয়ের জ্ঞাতি কুটুম্ব ললনাগণ অবগুণ্ঠনে বদনাবৃত করিয়া ঠাকুর-বাড়ী অভিমুখে ব্যস্ত সমস্তে ছুটিয়া আসিয়াছেন। গৃহ পার্শ্ব, ছাদ, গবাক্ষ, দ্বারান্তরাল হইতে তাঁহারা উঁকি মারিয়া দেখিতেছেন। দূর হইতে গললগ্ন বস্ত্রে সকলে গুরুঠাকুর মহাশয়কে প্রণাম করিয়া সরিয়া দাঁড়াইতেছেন। বাহিরে লোকজনেরা ফিস্‌ফিস্ করিয়া পরস্পর পরস্পরকে বলিতেছে,—"ছোকরা!"

নিশিবাবু অবিচলিত! তিনি নীরবে বসিয়া মনে মনে গবেষণা করিতেছেন, "গুরুগিরি কখনও করা হয় নাই,—এ ব্যবসায়ের পর্য্যায় সকল আদৌ অভ্যস্ত নাই। পণ্ডিত মহাশয়ের কল্যাণে বেশ সম্বন্ধে কোন ত্রুটী লক্ষিত হইতেছে না,—তবে বুলি আয়ত্ত নাই,—এ ঘোর সঙ্কটে নীরব বাক্যহীন থাকাই বুদ্ধিমানের কার্য্য!"

অন্যে হইলে কি করিত বলা যায় না। এই এত বড় জমি-

দার বাড়ীতে, এই ভয়াবহ কৌতুক করিলে, তাহার উপসংহারে পৃষ্ঠে চর্ম্মপাদুকার যেরূপ সমাদর সংঘটিত হইবে,—ব্রাহ্মণ বলিয়া ক্ষমা হইবে না.—যতীন তাহার বন্ধু ললিতকে দিয়াও বৃদ্ধ প্রবীণ চৌধুরী মহাশয়ের ক্রোধ উপশমিত করিতে পারিবে না,—এই সকল ভয়াবহ কথা তাঁহার চির-প্রশান্ত হৃদয়ে একবারও সমুদিত হইতেছে না! নিশিবাবু অবিচলিত।

চৌধুরী মহাশয়ের গৃহিণী, কন্যা সুবালাকে সঙ্গে লইয়া স্বয়ং গুরুঠাকুর মহাশয়ের অভ্যর্থনায় আসিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় গৃহিণী আর দ্বিতীয় ছিল না; চৌধুরী মহাশয় গৃহকার্য্য কিছুই কখনও দেখিতেন না,—দেখিবার আবশ্যকও হইত না। চৌধুরী-গৃহিণী এই বৃহৎ পুরীর সর্ব্বময়ী কর্ত্রী ছিলেন। এই অসংখ্য লোকের অহারাদি তিনি স্বয়ং সমস্ত আয়োজন করিতেন,—সকলকে আহার করাইয়া, গরু বাছুর প্রভৃতির আহার পর্য্যন্ত স্বয়ং স্বচক্ষে দেখিয়া, অপরাহ্ণে নিজে সর্ব্বশেষে আহারে বসিতেন। তাঁহাকে সকলে জমিদার বাড়ীর জীবন্ত মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী বলিয়া জানিত। তাঁহারই গুণে কখনও এই বৃহৎ সংসারে কলহ, দ্বন্দ, অশান্তি, গোলযোগ ঘটিতে পারিত না;—এরূপ শান্তিময় সুখের পরিবার আর দ্বিতীয় ছিল না। সকলেই তাঁহাকে "মা" বলিয়া ডাকিত;—প্রকৃতই তিনি চৌধুরী মহাশয়ের সংসারের,—চৌধুরী মহাশয়ের বিস্তৃত জমিদারির,—"মা" ছিলেন। তাঁহার দয়া,—তাঁহার দাক্ষিণ্য,—তাঁহার সদাসয়তা,—তাঁহার মমতা,—তাঁহার



"করেন কি! করেন কি!"

প৽ বত্রতা,—তাঁহার নিষ্ঠাবানতা,—তাঁহার দেব দ্বিজে ভক্তি,— প্রকৃতই দৃষ্টান্তস্থল ছিল। এ প্রদেশে গৃহিনীর কথা উঠিলে, সকলেই তাঁহার নাম উল্লেখ করিত,—তাঁহার নামে সকলের হৃদয়ে পুলকে পূর্ণ হইত। দেশ বিদেশ হইতে বিপন্নগণ তাঁহার নিকট ছুটিয়া আসিত। কাহারও কোথায়ও গৃহ বিবাদ ঘটিলে, তিনিই তাহার মধ্যস্থতা করিয়া, অচিরে সে সংসারে শান্তিসুধা নিক্ষিপ্ত করিয়া দিতেন।

কন্যা সুবালাও "মায়ের মেয়ে" হইয়াছেন। তাঁহাকে সকলে "রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী" বলিত। চৌধুরী-গৃহিণী কষ্টে রামায়ণ মহাভারত পাঠ করিতে পারিতেন,—কিন্তু কন্যা, ললিত-বাবুর যত্নে, ইংরাজি পর্য্যন্ত শিখিযাছেন,—চিত্র কার্য্যে অতি সুদক্ষা হইযাছেন,—শিল্পকার্য্যে তাঁহার সমকক্ষা আর কেহ সে প্রদেশে ছিল না,—এতদ্ব্যতীত রন্ধনে তিনি সিদ্ধহস্তা!

তবে তিনি জমিদার কন্যা,—পত্রলেখা দরিদ্র সার্ব্বভৌম মহাশয়ের দৌহিত্রী,—সুতরাং তাঁহার পার্শ্বে পত্রলেখার রূপ গুণ কতকটা মেঘাবরিত পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছে! কিন্তু সুবালা জানিত যে পত্রলেখা তাহাপেক্ষা সুন্দরী! সর্ব্বদা তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া সে যাহা শিখিয়াছে,—পত্রলেখাও তাহাই শিক্ষা করিয়াছে,—সর্ব্ব বিষয়েই পত্রলেখা তাহাপেক্ষা শ্রেষ্ঠা,—বিশেষতঃ রন্ধনে সে অদ্বিতীয়া। ইহাতে কখনও এক মুহূর্ত্তের জন্যও সুবালা বিষপরতন্ত্রা হইত না,—সে প্রাণের সহিত

পত্রলেখাকে ভাল বাসিত; তাহাকে একদিন না দেখিলে ব্যাকুল হইয়া উঠিত।

চৌধুরী-গৃহিণী প্রত্যহ প্রাতঃস্নান করিয়া পূজাদি সমাপন করিয়া গৃহকার্য্যে নিযুক্ত হইতেন;—এক্ষণে শুদ্ধ পবিত্রমনা হইয়া লাল বারাণসী সাড়ীতে-ভূষিতা অঙ্গে ঠাকুর মহাশয়কে অভ্যর্থনা করিতে আসিলেন। কন্যাও লাল বহুমূল্যের একখানি বারাণসী পরিয়াছেন। চৌধুরী-গৃহিণী অলঙ্কারের প্রতি আদৌ আকৃষ্টা ছিলেন না,—মোটা স্বর্ণ বালা ও মোটা গোটহার ব্যতীত আর কেহ কখনও তাঁহাকে অন্য কোন অলঙ্কার ব্যবহার করিতে দেখে নাই,—কিন্তু কন্যাকে তিনি নানা সুন্দর অলঙ্কারে সুশোভিতা করিয়াছিলেন,—স্বতই সুবালাকে দুর্গা প্রতিমার ন্যায় দেখাইতেছিল!

নিশিবাবু জননী ও কন্যাকে দেখিয়া বিস্মিত, মুগ্ধ ও স্তম্ভিত-প্রায় হইলেন। ইনিই যে ললিতপ্রকাশের জননী আর ইনিই যে ললিতপ্রকাশের ভগিনী,—ইহা বুঝিবার বুদ্ধি তাঁহার সুতীক্ষ্ণ মস্তিষ্কে যথেষ্টই ছিল। ইঁহাদের সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবহার করা উচিত ও আবশ্যক,—এ সম্বন্ধে গুরুগিরির প্রথা কি,—তাঁহার আইন-প্রপীড়িত মস্তিষ্কে তাহা প্রবেশাধিকার পাইল না,—তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন।

চৌধুরী-গৃহিণীও তাঁহাকে দেখিয়া একটু চিন্তিত হইয়া ইতস্ততঃ ভাবে দণ্ডায়মানা হইলেন। তাঁহাদের গুরুঠাকুর মহাশয়

যে অল্পবয়স্ক, তাহা তিনি জানিতেন, —পুরাতন প্রাচীন গুরুঠাকুর মহাশয় দুগ্ধপোষ্য বালক রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন; —সেই পর্য্যন্ত এই বিশ বৎসর আর তাঁহাদের গৃহে গুরুঠাকুর মহাশয়ের পদার্পণ ঘটে নাই, —সুতরাং গুরুঠাকুর মহাশয় যে অল্পবয়স্ক যুবক, তাহা তিনি জানিতেন,—তবুও নিশিবাবুকে দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তিনি গল-লগ্ন-কৃতবাসে গুরুঠাকুর মহাশয়কে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন,—কন্যাও জননীর অনুসরণ করিল।

নিশিবাবু একেবারে লম্ফ দিয়া উঠিয়া বলিলেন,—"করেন কি! করেন কি!"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জুয়াচোর

সকলে বিস্মিত,—স্তম্ভিত। চৌধুরী-গৃহিণীও অতি বিস্ময়ে উঠিয়া দাঁড়াইয়া গুরুঠাকুর মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। গুরুঠাকুর মহাশয়ের অভূতপূর্ব্ব ভাব—তাঁহার বিস্ফারিত চক্ষু,—প্রসারিত হস্ত,—অর্দ্ধ বহিস্কৃত জিহ্বা দেখিয়া, সুবালা অতি কষ্টে তাঁহার সুন্দর রক্তিমাভ ওষ্ঠ ওষ্ঠে পেষিত করিয়া হাস্য সম্বরণ করিল, কিন্তু তাহার মুখ এক অপরূপ সৌন্দর্য্যে বিভাসিত হইয়া গেল।

এই সময়ে পত্রলেখা তথায় আসিয়া দাঁড়াইল. সে গুরু-ঠাকুরকে দেখিয়া বিস্ময়ে প্রায় অর্দ্ধস্ফুট নিনাদ করিয়া উঠিল। নিশিবাবুরও শেষ দশা অচিরে উপস্থিত হইল;—তিনি থপ্ করিয়া সহসা কর্ত্তিত কদলিবৃক্ষের ন্যায় গালিচার উপর বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার মস্তক সবলে ভূমের দিকে প্রবল বেগে আকৃষ্ট হইয়া পড়িল,—তিনি ভূমির দিকে সবলে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন,—মস্তকের উর্দ্ধ উত্থিত শক্তি অচিরে বিলীন হইয়া গেল।

পত্রলেখা স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার অতি বিস্ময়-পূর্ণ মুখ দেখিয়া সুবালা বিস্ফারিত নয়নে তাহার মুখের দিকে

চাহিয়া রহিল। চৌধুরী-গৃহিণী একবার পত্রলেখার মুখের দিকে,—একবার কন্যার মুখের দিকে চাহিলেন,—তৎপরে ঈষৎ ভ্রুকুটী করিলেন;—কন্যাও পত্রলেখার দিকে রোষকষায়িত লোচনে চাহিলেন। পত্রলেখা সুবালার হাত ধরিয়া টানিল,—তাহাকে একটু দূরে লইয়া গিয়া কানে কানে বলিল,—"জুয়াচোর!"

সুবালা প্রায় উচ্চ স্বরে বলিয়া ফেলিয়াছিল, "জুয়াচোর—সে কি!"

কিন্তু সে অতিকষ্টে আত্মসংযম করিল,—ব্যাপার কি জানিবার জন্য পত্রলেখাকে লইয়া পার্শ্বের গৃহে পলাইল,—চৌধুরী-গৃহিণী আবার ভ্রুকুটী করিলেন।

দূরে দূরে থাকিয়া গ্রাম্যললনাগণ এই সকল লক্ষ্য করিতেছিলেন,—তাঁহারাও বিস্মিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন। সকলেই বুঝিলেন যে, একটা কি গুরুতর ব্যাপার ঘটিয়াছে,—কিন্তু কি ঘটিয়াছে, তাহা কেহই বুঝিতে পারিলেন না।

নিশিবাবু নীরব, নিস্পন্দ। তাঁহার ভাব দেখিয়া চৌধুরী-গৃহিণী বিস্ময়ের উপর বিশেষ বিস্মিত হইতেছিলেন,—বলিলেন, "আপনার কি অসুখ করিতেছে?"

হেট মুণ্ডে আড়ষ্ট কণ্ঠে হতভাগ্য নিশিবাবু কেবলমাত্র বলিলেন,—"আজ্ঞে না।"

এই সময়ে কন্যা ডাকিল, "মা!"

চৌধুরী-গৃহিনীও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া পড়িতে ছিলেন ;—গুরুঠাকুর মহাশয়ের অভূতপূর্ব্ব ভাবে, তিনি কি করা উচিত, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না,—কন্যার আহ্বানে ধীরে ধীরে পার্শ্বের গৃহে প্রস্থান করিলেন।

তখন নিশিবাবু মস্তক উত্তোলিত করিয়া নিমিষের জন্য চোরের ন্যায় চারিদিকে চাহিলেন। পত্রলেখা আসিয়া তাঁহার বৃত্তান্ত যে তাহার প্রিয় সখীর নিকট রং চড়াইয়া বর্ণিত করিয়াছে, তাহা বুঝিতে তাঁহার বিন্দুমাত্র কাল বিলম্ব হইল না। এখনই সেই অত্যাশ্চর্য্য বিবরণ যে চৌধুরী-গৃহিণীর কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিবে, তাহাও উপলব্ধি করিতে তাঁহার অধিক ক্লেশ পাইতে হইল না। "অ্যাডভেঞ্চার" যে চূড়ান্ত হইয়া শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছে, তাহা তিনি বেশ বুঝিলেন। এক্ষণে লম্বা দেওয়া ব্যতীত আর দ্বিতীয় উপায় নাই; কিন্তু পট্ট বস্ত্রে খড়ম পায়ে লম্বা-দেওয়া-কার্য্যে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন না ;—বিশেষতঃ এই শত্রুপুরী বহু কালো কালো দীর্ঘ লাঠিয়ালে পরিপূর্ণ। এখান হইতে লম্বা দিবার চেষ্টায় চেষ্টিতবান্ হইলে, গোবেঁড়েন হওয়াই তাহার এক-মাত্র ফল ; সুতরাং নিয়তির উপর নির্ভর করিয়া স্থির থাকাই একমাত্র যুক্তি,—এবম্বিধ গবেষণা করিয়া নিশিবাবু উদ্‌গ্রীব হৃদয়ে গুরুলীলার উপসংহার ভাগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। শুনিলেন, পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে চৌধুরী-গৃহিণী বলিতেছেন,—"পাগল আর কি!"

পত্রলেখা মৃদু স্বরে বলিতেছে, "দাদার কাপড় এখনও পরে আছে।"

নিশিবাবু মনে মনে বলিলেন, "এই ছুঁড়ীর গলা টিপিয়া শেষ কি একটা নরহত্যা পাপে পাপী হইতে হইবে!"

এই সময়ে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া সার্ব্বভৌম মহাশয় তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তৎপশ্চাতে ললিত ও যতীন,—তৎপশ্চাতে প্রায় সমস্ত গ্রামবাসী। সকলে নিশিকে উপবিষ্ট দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। সার্ব্বভৌম মহাশয় পুরাকালের ভয়াবহ পণ্ডিতি মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বজ্র গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "নিশি,—বাপু,—তোমার চরিত্র বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই।"

নিশিবাবু বিনীত স্বরে বলিলেন, "কেন, পণ্ডিত মহাশয়?"

যতীনের মুখ রক্তশূন্য হইয়া গিয়াছিল। নিশি চিরকালই কৌতুকপ্রিয়,—কিন্তু অপরিচিত স্থানে এরূপ ভয়াবহ কৌতুক করা কি উচিত? বৃদ্ধ চৌধুরী মহাশয় কি ভাবিবেন! ললিত কি মনে করিবে! তাঁহার মাথা কাটা গেল,—যতীন প্রকৃতই মরমে মরিয়া গেলেন!

কিন্তু ললিতপ্রকাশ মৃদু মৃদু হাসিতে ছিলেন। নিশিবাবুর অপরূপ বেশ,—সার্ব্বভৌম মহাশয়ের ক্রুদ্ধ মূর্ত্তি,—ইহা লক্ষ্য করিলে হাস্য সম্বরণ দুরূহ ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই!

নিশির "কেন" শুনিয়া সার্ব্বভৌম মহাশয় তেলে বেগুনে

জ্বলিয়া উঠিলেন। ক্রোধে তাঁহার কণ্ঠস্বর রোধ হইয়া আসিতে লাগিল! তিনি বলিলেন, "কে—কে—ন! এই—এই—কৌ—কৌ—তুক করবার—স—সময়!"

নিশিবাবু অবিচলিত ভাবে বলিলেন, "পণ্ডিত মহাশয় কৌতুক বুঝিলেন কিসে?"

সার্ব্বভৌম মহাশয় রাগে কাঁপিতেছিলেন,—বলিলেন, "কর্ত্তা শুনলে রক্ষা রাখ্‌বেন না! উঠে আয় বানর।"

নিশিবাবু বলিলেন,—"এই বোধ হয় কর্ত্তাই আস্‌ছেন!"

এই সময়ে চৌধুরী মহাশয় তাঁহার চিরপারিষদ বৃদ্ধ জনার্দ্দন শর্ম্মার সহিত তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গুরুগৃহে বৃদ্ধ জনার্দ্দন শর্ম্মা প্রতি বৎসর একবার করিয়া গিয়া গুরু দক্ষিণা দিয়া আসিতেন। গুরুর প্রাপ্য সমস্তই চৌধুরী মহাশয় বৎসরে বৎসরে জনার্দ্দন শর্ম্মার মারফত প্রেরণ করিতেন,—সে বিষয়ে তাঁহার কোন ত্রুটী ছিল না,—সুতরাং নূতন গুরুকে কেবল জনার্দ্দন শর্ম্মাই চিনিতেন। তিনি নিশিবাবুকে দেখিয়া বলিলেন, "এই যে ভায়া এসেছ! আমরাতো মনে করেছিলেম, তোমার পদধূলি এ বাড়ীতে বুঝি আর পড়্‌'ল না।"

এই কথায় সকলে স্তম্ভিত! বামহস্তে সবলে কটী বস্ত্র চাপিয়া ধরিয়া সার্ব্বভৌম মহাশয়কে সর্ব্বসমক্ষে বাল্যাবস্থা হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইল। তিনি চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া,—হাঁ করিয়া স্তম্ভিত ভাবে,—দণ্ডায়মান রহিলেন! সকলেই অবাক্,

—বিস্মিত,—যতীন ঘূর্ণায়মান মস্তক! তাঁহার বিবেচনাশক্তি বিলুপ্ত। চৌধুরী মহাশয় ভক্তিভরে সসম্মান সহকারে নিশিবাবুকে প্রণাম করিলেন। নিশিবাবু বাম হস্ত প্রসারিত করিয়া অতি গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—"জয়স্ত!"

জনার্দ্দন শর্ম্মা উচ্চহাস্য করিতে করিতে বলিলেন,—"ভায়া ইংরাজি লেখাপড়ায় পণ্ডিত হইয়াও দেখিতেছি, বাপ পিতামহের ব্যবসা ভুল নাই। খুব ভাল—খুব ভাল—এই তো চাই!"

নিশিবাবু অতি মৃদু হাস্য করিয়া বঙ্কিমনেত্রে পত্রলেখার দিকে চাহিলেন,—দেখিলেন,—সে দূরে দ্বার পার্শ্বে দণ্ডায়মানা রহিয়াছে, তাহার মুখ লাল হইয়া চারিদিকে এক অপরূপ শোভা বিস্তার করিয়াছে। চৌধুরী-গৃহিণী বিস্মিতভাবে কর্ত্তার দিকে চাহিতেছেন,—সকলেই কৌতূহলপূর্ণ,—যথার্থই কি নিশিবাবু তাঁহাদের মাননীয় শ্রদ্ধেয় গুরুঠাকুর মহাশয়?—না—তিনি কেবল জাল,- কৌতুকশীল ধূর্ত্ত,—বদমাইস!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রহস্যভঙ্গ

চৌধুরী মহাশয়ের বিস্তৃত ঠাকুর-বাড়ীতে বহুলোক সমবেত হইয়া ছিল। পল্লিগ্রামের জমিদার কেহ কখনও একাকী অবস্থায় দৃষ্টিগোচর হন না। বৈঠকখানায় নানা রঙ্গবেরঙ্গের বহুলোক,—তন্মধ্যে দীর্ঘ চৈতন, আলস্যপরবশ, দেবোমোণ্ডার সর্ব্বনাশকারী, সুমসৃণ, সুগোলভুঁড়ি, রথীবৃন্দই অধিক। কাছারি বাড়ীতেও জমিদারের অভ্যুদয়ে বহুলোকের ঠেলাঠেলি পড়িয়া যায়। তথায়, এদেশে, কচ্ছহীন, বাবরিকাটা, লুঙ্গি পরিধান, টুপীধারী মিঞা সাহেবদের ভাগই অধিক দৃষ্টিপথে আসিয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে স্থূলদেহ, তেলকুচ্‌কুচে, মণ্ডল মহাশয়দিগকেও দেখিতে পাওয়া যায়। আবার যখন জমিদার বায়ুসেবনে বহির্গত হয়েন, তখন তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে গড্ডলিকাদলের ন্যায় অসংখ্য লোক চলিতে থাকে—গ্রাম-মধ্যে একটা মহা সমারোহ পড়িয়া যায়;—গ্রাম্য ললনাগণ অবগুণ্ঠনে বদনাবৃত করিয়া গৃহমধ্যে লুক্কাইতা হয়েন;—সুতরাং যেখানে চৌধুরী মহাশয়ের শুভাগমন হইয়াছে, সেখানে যে একটা ক্ষুদ্র মেলার লোক সমবেত হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? চৌধুরী মহাশয়ের বিস্তৃত ঠাকুর-বাডী লোকে লোকারণ্য।

কিন্তু সকলই স্তম্ভিত,—বিস্মিত,—বিস্ফারিত আঁখি; সকলেই নিশিবাবুর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন।

নিশিবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—পলায়নপর হইবার কোন উপায় নাই! তিনি কিয়ৎক্ষণ মস্তক কণ্ডুয়নে নিযুক্ত রহিলেন,—তৎপরে এক দীর্ঘ বক্তৃতা প্রদানে প্রস্তুত হইয়া তাহারই আয়োজনে নিযুক্ত হইলেন।

কন্যাপক্ষে দুই শত জোড়া চক্ষু তাঁহার উপর তীক্ষ্ণ রশ্মি নিক্ষিপ্ত করিতেছে;—যতীন হাঁ করিয়া দণ্ডায়মান,—ললিত মৃদুমৃদু হাসিতেছেন, কিন্তু নিশিবাবু অবনত মস্তক,—ভূমির সহিত তাঁহার নয়নদ্বয়ের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা সংঘটিত হইয়াছে। অবশেষে অতি কষ্টে তাঁহার মুখ হইতে বাক্য নিঃসৃত হইল,—তিনি তদবস্থায় হেটমুণ্ডে আরম্ভ করিলেন,—"আজ্ঞে—না—আমার বোধ হয়—দু এক কথা—বলা আবশ্যক। যতীন আমার বন্ধু,—এক মেসে থাকি,—ললিতপ্রকাশবাবু তাহার বন্ধু;—সুতরাং জ্যামিতির হিসাবে আমারও বন্ধু।"

চৌধুরী মহাশয় হাসিয়া বলিলেন,—"নিশ্চয়ই,—ইহাতে আমার আরও আনন্দ!"

জনার্দ্দন শর্ম্মা বলিলেন,—"ভায়া, এ সকল কথা আমাদের জানা আছে।"

নিশিবাবু পুনরায় মস্তক কণ্ডুয়নপর হইয়া বলিলেন,—"আজ্ঞে—তা—নয়। যতীন একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছে;—

যতীন যখন তাহার বিবাহ ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য আমায় তাহার দেশে এই পথে হইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করে,—তখন আমি শিষ্যগৃহে যাইতেছি, জানিতাম না। হঠাৎ মনে পড়িল ;—তাহাই আপনাকে টেলিগ্রাম করিয়া ছিলাম; যতীনকে কিছু বলি নাই। তাহাকে একটু আশ্চর্য্যান্বিত করিবার ইচ্ছা ছিল। বোধ হয় এ কার্য্যে সাফল্য লাভ করিয়াছি।"

সার্ব্বভৌম মহাশয় বলিয়া উঠিলেন,—"অপগণ্ড বানর,—আমায় সংবাদ দিস্ নাই কেন?"

নিশিবাবু বলিলেন,—"দোহাই পণ্ডিত মহাশয়,—আপনার যে এই গ্রামে বাড়ী, তাহা আমার মনে ছিল না।"

সার্ব্বভৌম মহাশয় অতি গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—"তা আমি ভাল রকমই জানি! তোকে পড়া মুখস্থ করাইতে আমার গলদ্‌ঘর্ম্ম হইত! ভগবান্ তোকে স্মরণশক্তি কখনও দেন নাই।"

চৌধুরী মহাশয় মৃদু হাসিলেন,—সকলই মুচকিয়া মুচকিয়া হাসিতে লাগিলেন,—প্রবীণ চৌধুরী মহাশয়ের সম্মুখে উচ্চ হাস্য করিতে কাহারও সাহস হইল না।

নিশিবাবু আরম্ভ করিলেন,—"দীঘির ধারে পণ্ডিত মহাশয়কে দেখিয়া এই গ্রামে যে তাঁহার বাড়ী তাহা মনে পড়িল,—তাহার পর যাহা ঘটিয়াছে, তাহা পণ্ডিত মহাশয় জানেন।"

পণ্ডিত মহাশয়ের বোধ হয় কর্দ্দমাক্ত দেহের সুদৃশ্য চিত্র নয়নপথে পুনরুদিত হইল, তিনি কেবলমাত্র অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন,—"বানর!"

নিশিবাবু বলিলেন,—"তা—এখন বোধ হয়—পণ্ডিত মহাশয়ের কাপড় ছাড়িয়া দিতে আমি বাধ্য।"

তৎপরে স্বর একটু উচ্চে উত্তোলিত করিয়া দ্বারান্তরালে দণ্ডায়মানা পত্রলেখার দিকে বঙ্কিমদৃষ্টিতে চাহিয়া তিনি বলিলেন,—"তবে জুয়াচোর নই!"

চৌধুরী মহাশয় সাগ্রহে বলিলেন,—"সে কি কথা। ইহাতে আমাদের সকলেরই যথোচিত আনন্দ হইয়াছে।"

শর্ম্মা বলিয়া উঠিলেন,—"কর্ত্তা ঠিক কথা বলিয়াছেন! ভায়া তুমি সাদাসিদে আসিলে, আমাদের এত আনন্দ হইত না।"

নিশিবাবু ধীরে ধীরে বলিলেন,—"তাহা হইলে অনুমতি দিন,—আমি এখান হইতে সরিয়া পড়ি।"

চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—"সে কি। তাও কি কখনও হয়!"

নিশিবাবু দুই হস্ত সবলে কচলায়নপরায়ণ হইয়া বলিলেন,— "গুরুগিরি অভ্যাস নাই!"

শর্ম্মা বলিলেন,—"ভায়া তুমি সব বিষয়ে পণ্ডিত,—তোমার কাছে কিছুই আটকাইবে না! বিশেষতঃ সর ননী চব্যচুষ্য খাওয়াই গুরুগিরির প্রধান অঙ্গ।"

এবার চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে সকলেই উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। সার্ব্বভৌম মহাশয় বলিলেন,—"বানরটা ছেলে বেলা থেকেই তাতে খুব পোক্ত!"

এ মহা বিপদ্ হইতে উদ্ধারের পথ নিশিবাবু বিন্দু মাত্র কিছু তাঁহার মস্তিষ্ক আলোড়িত করিয়াও আবিষ্কার করিতে পারিতেছিলেন না,—মনে মনে বলিতেছিলেন,—"ইচ্ছা করিয়া কি জঞ্জালই ঘটাইলাম ;—এখন উপায়!"

ভগবান্ উপায় মিলাইলেন। ললিতপ্রকাশ বলিলেন,—"বাবা, এখন সকলকার গুরুঠাকুর মহাশয়কে প্রণাম হইয়া গিয়াছে। এখন আমি ইহাকে আমার বৈঠকখানায় লইয়া যাই। না হয় আহারের সময় এইখানে আসিবেন।"

বিচক্ষণ চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—"সে ভাল কথা,—তোমরা সব সমবয়সী,—তাই যাও।"

"গুরুগিরি সম্বন্ধে আরও যদি কিছু করিবার থাকে,—তবে পণ্ডিত মহাশয় আছেন,—আমি ওঁর ছাত্র বইতো নই।" এই বলিয়া নিশিবাবু হাঁপ ছাড়িয়া দ্রুতপদে যতীন ও ললিতের নিকটস্থ হইলেন। খড়ম পায় দিয়া চলনশীল ব্যাপারে তিনি আদৌ অভ্যস্থ ছিলেন না। দুইবার ভূমিসাৎ হইতে হইতে রহিয়া গেলেন। সার্ব্বভৌম মহাশয় আবার বলিলেন,—"বানর!"

নিশিবাবু ললিতের কানে কানে বলিছেন,—"ললিতবাবু,

খড়ম জোড়া ছাড়তে হোল। জুতা দীঘির কাদায় বিশ্রাম লাভ কচ্চে! শুধু পায় গেলে বোধ হয় আপত্তি হবে না!"

ললিতবাবু বলিলেন,—"সে কি। আমি এখনই চটি জুতা আনাইয়া দিতেছি।"

তিনি তৎক্ষণাৎ একজন ভৃত্যকে জুতা আনিতে বলিলেন,—সে উৰ্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। তিনি দুই তিনজন পাইককে নিশিবাবুর জুতার সন্ধানে পাঠাইলেন,—তাহারা দীঘির জলে জুতা শিকারে ধাবমান হইল।

চৌধুরী মহাশয় বলিলেন,—"আবার আহারের সময় দেখা হবে;—তবে আহারে একটু বেলা হবে। পত্রলেখা, শীঘ্র জল খাবারের আয়োজন কর,—এস শৰ্ম্মা।"

তিনি ঠাকুর-বাড়ী হইতে বাহির হইলেন, ভৃত্য বৃহৎ ছত্র মস্তকে ধরিয়া পশ্চাতে পশ্চাতে চলিল। অনেকেই জমিদারের অনুশরণ করিল,—কিন্তু অনেকেই রহিল। তাহারা বিস্মিত ভাবে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিশিবাবুকে দেখিতে লাগিল।

নিশিবাবু আবার ললিতবাবুর কানে কানে বলিলেন,—"এখান থেকে আপনার বৈটকখানায় যাইবার কি কোন গুপ্ত পথ নাই?"

ললিলবাবু বিস্মিতভাবে বলিলেন,—"সে কি। কেন?"

নিশিবাবু বলিলেন,—"চিড়িয়াখানা হওয়া সহজ ব্যাপার নয়!"

ললিতবাবু তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। যতীন এতক্ষণে অবাক্ হইয়া দণ্ডায়মান ছিলেন—এক্ষণে বলিলেন,—"তুমি অদ্ভুত লোক!"

নিশিবাবু যতীনের কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন,—"আলিপুরের জু-বাগানের জিবাফের অবস্থা আমার হয়েছে। দেখ্‌ছেন না, সকলে কি রকম করে আমার দিকে চেয়ে আছে! চলুন,—কোন গুপ্ত পথে সরে পড়ি।"

ললিতবাবু হাসিয়া বলিলেন,—"তাই আসুন;—চলুন বাড়ীর ভিতর দিয়া যাই। নিশিবাবু আমাদের গুরুঠাকুর মহাশয়,—ওঁকে লজ্জা করিবার কেহ নাই। যতীন, তুমি আর আমি দুজনে এক;—এস এই পথে।"

যাইতে উদ্যত হইয়া ললিতবাবু বলিলেন; "মা, -যতীনের ও নিশিবাবুর জল খাবার এখনই পত্রলেখা ও সুবালাকে দিয়া আমার বৈঠকখানায় পাঠাইয়া দাও,—অনেক বেলা হয়েছে!"

কর্ত্রী ঠাকুরাণী বলিলেন,—"এখনই খাবার নিয়ে যাচ্ছে। ভাতের একটু দেরী হবে—পত্রলেখা রাঁধিবে ——"

নিশিবাবু মস্তক কণ্ডুয়ন করিতে করিতে বলিলেন,—"তা তা তাঁকে আর কষ্ট দিবার প্রয়োজন কি? বাড়ীতে নিশ্চয় ব্রাহ্মণই রাঁধ্‌ছে।"

কর্ত্রী বলিলেন, "না—সেটা ভাল দেখায় না।"

"তবে যা হয় কর;—সন্ধ্যা না হয়!" এই বলিয়া

ললিত, যতীন ও নিশিবাবুকে সঙ্গে লইয়া অন্তঃপুরের দিকে চলিলেন। অনেক লোক তাঁহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতেছে দেখিয়া ললিতপ্রকাশ তাহাদিগকে তাঁহাদের সঙ্গে আসিতে নিষেধ করিলেন,—তাহারা ধমক্ খাইয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহারা তিনজনে তখন বাড়ীর পশ্চাৎ দিক্ দিয়া অন্দরে প্রবিষ্ট হইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অন্দর

চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর,—তাহাতে ক্ষুদ্র খিড়কির দ্বার। সেই দ্বারের পরেই সুপরিস্কৃত জলপূর্ণ বিস্তৃত খিড়কির পুকুর। তাহার পরেই চৌধুরী মহাশয়ের রন্ধনশালা,—সে এক বিস্তৃত ব্যাপার। সারি সারি ঘর,—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বার,—এত কাল পূর্ব্বে নির্ম্মিত যে ঘরগুলি প্রায় এক হস্ত পরিমাণ মৃত্তিকা নিম্নে আশ্রয় লইয়াছে। বালুকা বহুকাল প্রাচীর অঙ্গত্যাগ করিয়াছে,—ধূমে গৃহগুলি কৃষ্ট মূর্ত্তি ধরিয়াছে। যতীন আর পূর্ব্বে কখনও এরূপ ব্যাপার দেখেন নাই,—তিনি অতি বিস্ময়ে চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। নিশিবাবু সহসা বিস্মিত হইতেন না,—তিনিও বলিলেন,—"কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্র!"

যথার্থই রন্ধনশালায় একটা হৈ হৈ ব্যাপার চলিতেছে। কত লোক যে কত কাজ করিতেছে, তাহার স্থিরতা নাই। এক দিকে সারি সারি চুলা জ্বলিতেছে;—তাহাতে বিভিন্ন পাচক পাচিকাগণ রন্ধনে নিযুক্ত রহিয়াছে। কেহ কাঁচা কাটে ফুঁ দিতে দিতে গলদ্ঘর্ম্ম,—অশ্রুজলে সিক্ত হইয়া, দেওয়ানজির আদ্যশ্রাদ্ধ করিতেছেন। কেহ বা ডালে সবলে মহাশব্দে কাটি চালাইতেন। কেহ বা তপ্ত তৈলে মৎস্য দিয়া আড়ষ্ট হইয়া সিট্-

কাইয়া আছেন। কেহ বা ভাতের হাঁড়ীতে জ্বাল দিতে দিতে ও পাড়ার কায়েতগিন্নির নানা ব্যাখ্যানা করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী রঙ্গিণীকে শুনাইতেছেন,—পার্শ্বে কলাপাতায় পর্ব্বত প্রমাণ ভাতের ডাঁই হইয়াছে।

দালানে বড বড় বঁটী লইয়া নানা রঙ্গবেরঙ্গের রঙ্গিনীগণ লাউ, কুমড়া, আলু, কচু প্রভৃতি আনাজ কুটিয়া ডাঁই করিয়া ফেলিয়াছেন। অঙ্গনে শ্যামিরমা, রামীরমা, ক্ষান্ত, সুখী, স্বরূপা কুরূপাগণ রাশিকৃত ছাই লইয়া বড বড রোহিত,—বড বড কই, মাগুর,—চুনা, পুঁটীর প্রাণ দণ্ডে নিযুক্ত আছেন। সঙ্গে সঙ্গে নানাজনের কুৎসা সবেগে চলিতেছে। উপরে চিল কাক ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িতেছে,—সুবিধামত ছোঁ মারিতেও ক্রটী করিতেছে না। কয়েকটী বিড়াল অতি দূরে পা গুটাইয়া চক্ষু অর্দ্ধ নিমিলিত করিয়া একদৃষ্টে মাছের দিকে চাহিয়া আছে।

কোথাও বা দুই রঙ্গিণীতে মহা কোলাহল চলিতেছে। পাকশালার দ্বারে কয়েকটী উলঙ্গ অর্দ্ধ উলঙ্গ শিশু সহ থালা হস্তে তাহাদের জননীগণ ভাতের জন্য দরবার করিতেছেন। কোথাও ছেলে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেছে,—জননী হস্ত প্রসূত কিল চড়চাপড় বৃষ্টি অবিশ্রান্ত ধারে তাহাদের উপর দুম দাম শব্দে পতিত হইতেছে। কম পক্ষে বোধ হয়, দুই শত লোক এক সঙ্গে কথা কহিতেছে। এ বিস্তৃত রন্ধনশালায় কাহারও কান পাতিবার সাধ্য নাই। তাহার উপর পার্শ্বস্থ ঢেঁকিশালায়

দুমদাম শব্দে বহু ঢেঁকি চলিতেছে;—ধান ভাঙ্গা, চিড়া কুটা হইতেছে। পার্শ্বে সারি সারি জাঁতায় মুগ কলাই মুসরী ছোলা ডালরূপে পরিণত হইয়া ফর্ ফর্ শব্দে বাহির হইয়া আসিতেছে! উঠানে দুই দশটা গরু আনাজের পরিতক্তাংশ ও কলাপাতার অবশেষ দুই চক্ষু মুদিত করিয়া মহানন্দে উদরস্থ করিতেছে। দুই চারিটা গ্রাম্য কুক্কুর এখানে সেখানে নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছে। এক দিকে বড় বড় কড়ায় কেবলই দুগ্ধ জাল হইতেছে!

চৌধুরী মহাশয়ের গৃহে আত্মীয়, স্বজন ও দাসদাসী কর্ম্মচারীতে প্রায় পাঁচ শত লোক প্রত্যহ আহার করিত;—সুতরাং এরূপ বিস্তৃত পরিবারের রন্ধনশালায় যে একটা হৈ হৈ উঠিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি। যতীন জীবনে আর কখনও এরূপ দৃশ্য দেখেন নাই! যথার্থ ই বিস্ময়কর ব্যাপার! এখানে কান পাতে কাহার সাধ্য।

নিশিবাবু মুখ বিকৃত করিয়া দুই হস্তে কান চাপিয়া ধরিলেন,—বলিলেন,—"ললিতবাবু,—এরূপ যুদ্ধক্ষেত্র আর কটা পার হইতে হইবে?"

ললিতবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"বড় পরিবার,—অনেক লোক খায়! আমিও বড় একটা এদিকে কখনও আসি না।"

অন্দরে পাকশালায় সহসা জমিদারপুত্রকে দেখিয়া একটা

হুলুস্থুল কাণ্ড পড়িয়া গেল! তাহার উপর তাঁহার সঙ্গে আবার দুই জন অপরিচিত যুবক। অধিকাংশ রঙ্গিনীর মাথায় কাপড় ছিল না,—কাহারও কাহারও কাপড় আরও নিম্নদেশে নীত হইয়াছিল,—এক্ষণে ইহাদের তিন জনকে সহসা তাঁহাদের মধ্যে দেখিয়া, অনেকেই জীব কাটিলেন,—অতি ক্ষিপ্র হস্তে অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া ফেলিলেন। কেহ কেহ "ওমা।" বলিয়া ছুটিয়া গৃহের মধ্যে লুকাইলেন। প্রহারকারিণী চীৎকারশীল পুত্রের ডানা ধরিয়া টানিতে টানিতে এক গৃহমধ্যে অন্তর্হিতা হইলেন। সহসা সেই মহা কোলাহল স্তিমিত হইল,—নীরব হইল না। ফিস্ ফিস্ শব্দ চলিতে লাগিল। যতীন ও নিশিবাবু বুঝিলেন,—এবার তাঁহাদের সমালোচনা চলিতেছে।

ললিতবাবু আর এ স্থানে তিলার্দ্ধ বিলম্ব করিলেন না,—উভয়কে লইয়া দ্রুতপদে বাহিরের দিকে চলিলেন। অন্দরে দুইটি বৃহৎ মহল;—এক মহলে পিশি, পিশতুতো ভগিনী,—মাসি মাসতুতো ভগিনী—দূর সম্পর্কীয়া আত্মীয়া,—বিধবা সধবা, বৃদ্ধা প্রৌঢ়া, যুবতী বালিকা, শিশুতে পরিপূর্ণ ছিল। কাজেই এ বৃহৎ অট্টালিকার উপর নিচেয় বহুবিধ নূতন পুরাতন কাপড় ঝুলিতেছে,—কাঁথা, বালিশ, লেপ, বিছানা শুখাইতেছে,—চারিদিকে আবর্জ্জনারও অভাব নাই।

এই মহলের এক দিকে দাসীগণ বাস করিত, কাজেই সর্ব্বদাই এখানে কলহ বিবাদ কোলাহল হল্লা চলিত। কেবল

কর্ত্রী ঠাকুরাণীর মিষ্ট স্বভাবে ও দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে এ বিবাদ বিসম্বাদ পূর্ণ মাত্রায় উঠিতে সক্ষম হইত না। অন্য মহলে চৌধুরী মহাশয় স্বয়ং বাস করিতেন। এটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; —সমস্ত ঘরগুলিতে পঙ্কের কাজ;—মেজে ঝক্ ঝক্ চক্ চক্ করিতেছে। বহু পুরাতন নানা মূল্যবান্ আসবাবে ঘরগুলি পূর্ণ, কিন্তু ইহার কোন গৃহেই নূতনত্বের সমাবেশ নাই। সকলই প্রাচীন আমলের। বড় বড় কাঠের সিন্দুক,—চাকা বিশিষ্ট,— কারুকার্য্যে খচিত। গৃহ কোণে সারি সারি বেতের ও টিনের পেঁটরা;—উপরে সুন্দর সুন্দর কড়ির ও বেতের আলনা, সিঁকে, খেলনা! প্রাচীরে প্রাচীরে পুরাতন দেয়ালগিরি,—গৃহে গৃহে নানা রঙ্গের বেল-লণ্ঠন, চৌক-লণ্ঠন, হাঁড়ী-লণ্ঠন। দুই চারিটা বৃহৎ ধূলিধূসরিত বহু শাখাযুক্ত ঝাড় কত কাল হইতে যে এই খানে ঝুলিতেছে, তাহা কেহ বলিতে পারে না। সুন্দর বৃহৎ শালকাট নির্ম্মিত খাট,—তাহাতে নানা রঙ্গের মনোহর সুচিকার্য্যের চূড়ান্ত বাহার রেজাই, কাঁথা, চাদর। সেরূপ সুচিকার্য্য হইতে বঙ্গীয় ললনাগণ বহুকাল বঞ্চিতা হইয়াছেন।

কোন কোন গৃহ আলপনায় পূর্ণ। তাহাতে কত পশু, কত পক্ষী, কত ময়ূর অঙ্কিত! তেমন চিত্র আধুনিক বঙ্গীয় মেয়েরা বহুকাল বিস্মৃতা হইয়াছেন। বাড়ীটা ধূপধুনার সৌগন্ধে বিভোর! গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেই হৃদয়ে এক অভাবনীয়

পবিত্রতার ভাব সমুদিত হয়। আত্মীয়স্বজনপূর্ণ মহলে সদাই যেন ঝড় ছুটিতে ;—এ মহলে স্বর্গের স্বর্গীয়তা সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছে।

. ললিতবাবু তাঁহার বন্ধুদ্বয়কে এই মহলের ভিতর দিয়া লইয়া বাহিরে আসিলেন। সম্মুখে তাঁহার বৈঠকখানাবাড়ী। উচ্চ ফ্লোরের উপর স্থাপিত,—লাল রঙ্গে রঞ্জিত, নূতন নির্ম্মিত,—হাল ফ্যাসানে বড় দ্বার গবাক্ষে কাচের সার্সিতে সুশোভিত। দরজা জানালা বার্ণিসে ঝক্ ঝক্ করিতেছে। মেজে মারবেল মণ্ডিত,—গৃহগুলি সুন্দর রূপে পেণ্ট করা। চারিদিকে অপরূপ মনোহর পুষ্প-উদ্যান,—নব দূর্ব্বাদলে সজ্জিত "লন,"—টেনিস খেলিবার স্থান,—মেথির বেড়া,—ফুলের কেয়ারি,—লতাবল্লরীর 'ফার্ণ হাউস" ;—মধ্যে মধ্যে ফুযারা! সম্মুখে লাল সুরকির অপরিসর পথ। বাড়ীটী যেন একখানি ছবি!

ভিতরেও সমস্ত ঘরগুলি বিলাতী আসবাবে সজ্জিত। মধ্যে বহুমূল্য কোমল কারপেট বিস্তৃত। মধ্যস্থ গৃহ "ড্রইং রুম"। প্রাচীরে বড় বড় স্বর্ণফ্রেমযুক্ত আর্সি,—মধ্যে মধ্যে ভাল ভাল ওয়েলপেন্‌টিং,! সুন্দর মারবেল টেবিল, তদুপরি সুন্দর পুষ্পদানিতে সুন্দর সুন্দর গোলাপ সজ্জিত। গৃহ মখমলমণ্ডিত সোফা ও কোচে পূর্ণ। একপার্শ্বে বিলিয়ার্ড খেলিবার ঘর,—অপর পার্শ্বে "ডাইনিং রুম,"—ভোজনাগার,—ইংরাজি খানার দ্রব্যাদিতে সজ্জিত। পশ্চাতে দুইটী সুসজ্জিত শয়নগৃহ;

তৎপশ্চাতে ইংরাজি হিসাবের বাতরুম। সম্মুখে ও পশ্চাতে মারবেলমণ্ডিত বিস্তৃত বারান্দা।

নিশিবাবু এই সুন্দর সুসজ্জিত অট্টালিকায় প্রবিষ্ট হইয়া বলিলেন,—"ললিতবাবু আপনার এখানে আসিয়া প্রাচীন আমলের বাঙ্গালা,—আর নূতন আমলের বাঙ্গালা,—দুইই দেখিলাম।"

ললিতবাবু হাসিযা বলিলেন,—"আমার ইংরাজি ধরণের বৈঠকখানা দেখিযা এ কথা বলিতেছেন ?"

নিশিবাবু বলিলেন,—"নিশ্চয়ই। যে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালা দেখিতে চাহে, কর্ত্তার মহল দেখিলেই তাহার সে ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। আর যে আধুনিক উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালা দেখিতে চাহে, তাহার আপনার বৈঠকখানায় আসিলেই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।"

যতীন বলিলেন,—"আর যে আসল বাঙ্গালা দেশ দেখিতে চায়, সে একবার ললিত, তোমাদের রান্নাবাড়ী যেন দেখিয়া যায়।"

এই সময়ে কে পশ্চাৎ হইতে বলিল,—"ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্।"

যতীন ও নিশিবাবু উভয়েই চমকিত হইয়া ফিরিলেন,—দেখিলেন, একটী লম্বমান শ্মশ্রু ভদ্রলোক। তাঁহার জামার গলার ও হাতের বোতাম নাই, পরিধান রেলির থান ; অঙ্গে

মোটা লংক্লথের চাদর, পায়ে তালতলার চটী, বয়স ত্রিশ বৎসরের অধিক হইবে না।

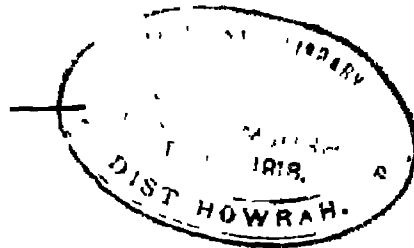
ললিত তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন,—"নিশিবাবু, যতীন, ইনি আমার ভগিনী সুবালার শিক্ষয়িত্রীর স্বামী,—নবনীকান্ত বাবু,—আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম।"

নবনীবাবু মুখব্যাদন করিয়া হাসিয়া বলিলেন,—"আপনার বন্ধু! বড় আনন্দের বিষয়।"

নিশিবাবুর পট্টবস্ত্রাদি বেশ দেখিয়া ললিতবাবুর দিকে ফিরিয়া নবনীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ইনি কোন্ পন্থী?"

ললিতবাবু উত্তর দিবার পূর্ব্বেই নিশিবাবু বলিয়া উঠিলেন,—"মহাশয়, আমি বেওয়ারিস পন্থী।"

ললিতবাবু হোঃ হো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন, যতীনও হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। গুরুগম্ভীর প্রকৃতি ব্রাহ্ম নবনী-বাবু এ বাচালতায় অতি বিরক্তভাবে মুখ বিকৃতি করিলেন।



সপ্তম পরিচ্ছেদ

ধর্ম্মচতুষ্টয়

নবনীবাবু একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া সহসা ধপ্ করিয়া উপবিষ্ট হইলেন,—তৎপরে দুই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া উর্দ্ধে মুখ উত্তোলিতাবস্থায় গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। তদবস্থায় বসিয়া নীরবে বোধ হয় ভগবানের উপাসনায় নিযুক্ত হইলেন,—যেহেতু তাঁহার ওষ্ঠ ঈষৎ আন্দোলিত হইতে লাগিল। তাঁহার সহসা এই অর্দ্ধ সমাধি অবস্থা প্রাপ্তিতে যতীন বিস্মিত ভাবে ললিতের মুখের দিকে চাহিলেন। নিশিবাবুও বিস্মিত ভাবে দাঁড়াইয়া দুই হস্ত বিস্তৃত করিয়া মুদিত নেত্রে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। ললিতবাবু অতি কষ্টে ওষ্ঠে ওষ্ঠ পেষিত করিয়া কষ্টে হাস্যাবেগ উপশমিত করিতে লাগিলেন। কতক্ষণ নবনীবাবু তদবস্থায় থাকিবেন তাহার কোন স্থিরতা ছিল না,—সহসা তিনি চক্ষু উন্মিলীত করিয়া নিশিবাবুর বিকট ভাব দেখিয়া ভয়াবহ ভ্রুকুটী করিলেন;—কিন্তু দুর্ভাগ্য নিশিবাবু নবনীবাবুর চৈতন্য লাভ অনবগত হইয়া তদবস্থাযই রহিলেন। ইহাতে ললিতবাবু আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না,—উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। সেই হাস্যধ্বনিতে নিশিবাবু চমকিত হইয়া চক্ষু মেলিয়া, অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত জিহ্বা কাটিলেন,—হাসির রোল আরও উঠিল।

নবনীবাবু বড় গৌরবর্ণ লোক ছিলেন না ;—তাঁহার বৃহৎ গোল মুখখানা দেহ হইতে অধিকতর কৃষ্ণবর্ণ ছিল। সেই মুখ এক্ষণে কাল বৈশাখীর কাল মেঘের ন্যায় আরও কাল হইয়া উঠিল,—তিনি অতি ভয়াবহ গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—"ললিত-বাবু,—আমাদের রাগ করিতে নাই ;—সুতরাং আপনি বা অন্য কোন সাংসারিক লোক ইঁহাকে একটু সভ্যতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দান করুন। আমি ইঁহার আত্মার জন্য উপাসনা করিতেছি।"

নবনীবাবুর চক্ষু আবার মুদিত হইল ;—তিনি আবার গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বিড় বিড় শব্দ করিতে লাগিলেন। হাস্যোদ্বেগ উপশমিত করিতে গিয়া, নিশিবাবুর মুখ কান সকলই লাল হইয়া উঠিল, তিনি একখানি সোফায় বসিয়া পড়িলেন। ললিতবাবুও হাসিতে হাসিতে বসিলেন। কেবল যতীন অস্থির,—তিনি নিশিবাবুকে সঙ্গে আনিয়া কি বিপদই করিয়াছেন! প্রতিপদেই সে একটা না একটা বিপর্য্যয় ঘটাইতেছে!

কথঞ্চিৎ আত্মসংযম করিয়া, নিশিবাবু বলিলেন, "মহাশয়,—দেখিতেছি আপনি মহা ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। আপনি মনে করিতেছেন, আমি আপনাকে কোনরূপে বিদ্রূপ করিতেছিলাম, তাহা নহে। আমার মৃগি রোগ আছে,—তাহাই সময় সময় ঐরূপ বিকট ভাব হয়।"

নবনীবাবু তদবস্থায় অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন, "উহুঁ—বিরক্ত করিবেন না। আপনার আত্মার জন্য উপাসনা করিতেছি!"

নিশিবাবু সে কথায় বড় কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন,—"যথার্থই আমি বেওয়ারিশ পন্থী,—অর্থাৎ এখনও ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন স্থির নিশ্চিত হইতে পারিতেছি না। মিসনারী সাহেবেরা বলিয়াছেন যে, আমি অন্ধকারে ঘুরিতেছি। তাঁহারা আমাকে আলোকে লইয়া যাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন,—কিন্তু তাঁহাদের আলোক বড় চড়া বলিয়া বোধ হওয়ায়, আমি সে দিকে আর অগ্রসর হই নাই। এখন আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে—"

নবনীবাবু সহসা চক্ষু মেলিয়া উঠিয়া বসিলেন,—তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিশিবাবুর মুখের দিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া রহিলেন,—তৎপরে বলিলেন, "দেখিতেছি আপনি একজন ধর্ম্মপিসাসু লোক———"

নিশিবাবু অতি ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "বিশেষ—অতিশয়।"

নবনীবাবু বলিলেন—"সন্তোষের বিষয়। আরও সন্তোষের বিষয় যে আপনি খ্রীষ্টিয় মিসনারীদিগের ভ্রান্ত মত গ্রহণ করেন নাই। প্রভু যিশুর প্রতি শত শত প্রণিপাত!"

এই দুই অসংলগ্ন বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ হৃদয়াঙ্গম করিতে না পারিয়া নিশিবাবু বলিলেন,—"আপনি খ্রীষ্টানদিগের মত ভ্রান্ত মত বলিতেছেন, আবার যিশুর পায় শত শত প্রণাম করিতেছেন,—ইহার অর্থ বুঝিলাম না।"

নবনীবাবু তাঁহার বিস্তৃত মুখ আকর্ণব্যাদন করিয়া একরূপ বিকট হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"এ সকল বড়ই দুরূহ বিষয়। যদি আপনি দুই চারি দিন এখানে অবস্থিত হন, তবে যথাসাধ্য আপনাকে সকলই বুঝাইয়া দিব।"

এই বলিয়া তিনি ললিতবাবুর দিকে ফিরিয়া বলিলেন,— "ললিতবাবুও অনেক ভ্রান্ত মত গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি থিয়োসফিষ্টদিগের ভ্রান্ত মতে পতিত হইয়াছেন। তাহাদের কূট হুমিলাল, তাহাদের বুজরুকি, তাহাদের মহাত্মা প্রভৃতি কুসংস্কারে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন। এমন কি স্পিরিচুয়ালিশ্ম বা ভূত প্রেতের কথাও বিশ্বাস করেন। বড়ই দুঃখের বিষয়,—বড়ই পরিতাপের বিষয়! আমি তাঁহার ভ্রম বিশ্বাস দূর করিবার জন্য প্রত্যহই যথাসাধ্য চেষ্টা পাইতেছি। প্রত্যহ আমাদের অনেক সময় এই সকল গুরুতর আলোচনায় অতিবাহিত হয়!"

নিশিবাবু মনে মনে বলিলেন,—"ললিতবাবুর উন্মাদ হইয়া যাইবার আর অধিক বিলম্ব নাই।" প্রকাশ্যে বলিলেন,— মহাশয়, আমার প্রাণ এখনও সাদা রাখিয়াছি! ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন আঁচড় পর্য্যন্তও পড়িতে দি নাই। সেই জন্যই আমি আমাকে বেওয়ারিস পন্থী বলিয়া থাকি।"

নবনীবাবু বাবু যতীনের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"ইনি কোন পন্থী?"

যতীন বিনীতভাবে বলিলেন,—"মহাশয়, আমি হিন্দু!"

নবনীবাবু সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন,—"এঁ্যা—গোঁড়া হিন্দু ?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"পুতুল পূজা বিশ্বাস করেন ?"

"আজ্ঞে হাঁ—বিশ্বাস করি !"

নবনীবাবু তাঁহার বিস্তৃত কাল জিহ্বা সমস্তই প্রায় মুখের বাহিরে আনিয়া কিয়ৎক্ষণ চক্ষু আকর্ণ বিস্তৃত করিয়া যতীনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; তৎপরে অতি বিস্ময়পূর্ণ স্বরে বলিলেন,—এই উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইংরাজি লেখা পড়া শিখিয়া আপনি পুতুল পূজায় বিশ্বাস করেন। কি ভয়ানক !"

যতীন অতি বিনীত ভাবে বলিলেন,—"ইহাতে ভয়ানকটা কি দেখিতেছেন ?"

"ভয়ানকটা কি দেখিতেছি।" এই বলিয়া নবনীবাবু এক অভূতপূর্ব্বভাবে যতীনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। যতীন সেই দৃষ্টিতে নিতান্তই অপ্রস্তুত হইয়া পড়িতেছিলেন,—ইহা দেখিয়া নিশিবাবু মুখ অবনত করিয়া কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়াছিলেন,—ললিতও মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন; কিন্তু নবনীবাবু এতই ভয়াবহ গম্ভীর হইয়া উঠিয়া ছিলেন যে, তাঁহাদের উচ্চ হাস্য করিতে সাহস হইতেছিল না,—হাসি উদরে মহাপ্রলয় সংঘটিত করিতেছিল।

নবনীবাবু ধীরে ধীরে উঠিলেন,—চক্ষু মুদিত করিয়া গুরু-

গম্ভীর স্বরে আরম্ভ করিলেন,—"দাঁড়ান মহাশয়,—আপনার আত্মার জন্য ভগবানের নিকট আমায় কাঁদিতে দিন।"

সরল চিত্ত যতীন বলিলেন,—"আমার আত্মার জন্য আপনি কাঁদিবেন কেন?"

নবনীবাবু সে কথায় কিছুমাত্র কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন, —"হে—পরম—কারুণিক—পর—মে—"

সহসা নিশিবাবু দুই হস্তে পেট চাপিয়া ধরিয়া কাতরে বিকট স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"ক্ষিধে—ভয়াবহ ক্ষিধে।"

সহসা ঘোর উপাসনার প্রারম্ভে নিশিবাবুর বিকট শব্দে নবনীবাবু প্রকৃতই লম্ফ দিয়া চক্ষু মেলিলেন, তাঁহার প্রার্থনায় বাক্যাবলি কণ্ঠে আসিয়া কণ্ঠেই রহিয়া গেল,—তিনি রাগে অন্ধকার দেখিলেন;—তাঁহার বিকট অস্বাবিক মুখ অতি বিকটরূপ ধারণ করিল। তিনি ললিতবাবুকে বলিলেন,—"আমাদের ক্রোধ করিতে নাই,—নতুবা—যাক্—এখন আমি বিদায় হই।"

ললিতবাবু পেটের হাসি কি কষ্টে পেটে রাখিতেছিলেন,—তাহা তিনি ব্যতীত আর কেহ অবগত নহে। তিনি যথাসাধ্য গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়া বলিলেন, "বসুন,—দেখিতেছেন তো বেলা প্রায় অপরাহ্ন হইল,—এখনও ইঁহাদের আহারাদি হয় নাই! নিশিবাবুর ক্ষুধার উদ্রেক হওয়া বিচিত্র নহে।"

নিশিবাবু বলিলেন,—"দোহাই মহাশয়, সত্য ভিন্ন মিথ্যা বলিতেছি না। এক পেট আহারের পর একটু নিশ্চিন্ত হইয়া

যতীনের আত্মার জন্য আমি আপনার সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া কাঁদিতে প্রস্তুত আছি। আমিও ওর আত্মার জন্য বিশেষ দুঃখিত।"

নবনীবাবু মুহূর্তেই জল হইয়া যাইতেন; বলিলেন,—তাহা হইলে আপনিও ইঁহার কুসংস্কার নষ্ট করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন!"

নিশিবাবু বলিলেন, "রোজ—প্রত্যহ? আহারাদির পর আপনার সম্মুখেই আবার এ কার্য্য করিব। কিন্তু সত্য ভিন্ন মিথ্যা বলা পাপ নয় কি মহাশয়!"

নবনীবাবু অতি সবেগে বলিলেন, "নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই। এই জন্যই আমরা সকল কথার সঙ্গেই বোধ হয় যোগ দিয়া থাকি। কি জানি যদি ভ্রমক্রমেও মিথ্যা বাহির হইয়া যায়! মিথ্যা অতি ভয়াবহ পাপ!"

নিশিবাবু কাতরস্বরে বলিলেন—"এই জন্যই ক্ষুধার যন্ত্রণা প্রকাশ্যে স্পষ্ট বলিতে বাধ্য হইয়াছি, ইহাতে এখন আর বিন্দুমাত্র বোধ হয় চলিতেছে না। এখন আর অন্য কাঁদা আদৌ আসিবে না!"

এই সময়ে ললিতবাবু সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন,—"এই সুবালা ও পত্রলেখা খবার নিয়ে এসেছে।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অঙ্কুর

নিশিবাবু অতি সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন,—"আঃ!"

নবনীবাবুর বিস্তৃত সারগর্ভ ধর্ম্ম বক্তৃতার হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। সকলেই প্রফুল্লিত, কেবল নবনীবাবু নহেন। তিনি বিষাদে ভ্রুকুটি করিলেন,—চেয়ারে ঠেস দিয়া চিতান ভাবে বসিয়া উপর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; তৎপরে বিষণ্ণ স্বরে বলিলেন, "হায়,—সাংসারিক লোকের ভিতর অধিকাংশই অন্ধ! কেহ তাহাদের আত্মার শোচনীয় অবস্থার কথা একবারও চিন্তা করে না!"

ললিতবাবু বা যতীন বা নিশিবাবু কেহই নবনীবাবুর সারগর্ভ বাক্যে কর্ণপাত করিলেন না। ললিতবাবু বলিলেন,—"এস যতীন,—অনেক বেলা হয়ে গেছে।"

সুবালা ও পত্রলেখা দুই হস্তে দুই রৌপ্য থালে নানা উপাদেয় আহারাদি লইয়া আসিয়াছিল;—তাহাদের পশ্চাতে পাঁচ ছয় জন অর্দ্ধ অবগুণ্ঠনবতী দাসীও রৌপ্য গেলাসে জল, রৌপ্য থালায় ফল মূলাদি আনিয়াছিল। একজন সত্বর বারান্দায় জল ছিটাইয়া উত্তম গালিচা ও কারপেটের আসন পাতিয়া দিল। তখন সুবালা ও পত্রলেখা সেই আসনের সম্মুখে নানা আহারীয়-

পূর্ণ থালা ও রেকাবি স্তরে স্তরে সাজাইয়া দিল। যতীন এরূপ জল খাবারের বৃহৎ বন্দোবস্ত আর কখনও দেখেন নাই। এ সমস্ত তাঁহারা কিরূপে আহার করিবেন,—এত শীঘ্র এরূপ আয়োজন কিরূপে হইল,—যাহা দেওয়া হইয়াছে,—তাহাতো দশ জনেও খাইয়া উঠিতে পারে না,—আহারীয়ের ভিতর যে কি নাই তাহা বলা যায় না। যেরূপ সাজান হইল, তাহাতে দুরস্থ থালা হাত দিয়া স্পর্শ করাই ক্লেশকর হইবে। এমন যে নিশি-বাবু তিনিও এই ব্যাপার দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। তিনি বঙ্কিমনেত্রে একবার আহারীয় সজ্জিত রৌপ্য থালার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন,—আর এক একবার লুক্কাইত ভাবে পত্রলেখার দিকে চাহিতেছিলেন,—তাঁহার দুর্ভাগ্যবশতঃ দুইবার তাঁহার চক্ষের সহিত পত্রলেখার চক্ষু মিলিত হইয়া গেল,—তাঁহার মস্তক ভূমের দিকে বেগবান্ হইয়া উঠিল,—তাঁহার এত যে বাক্যস্রোত, তাহা সহসা যেন কিসে কে শুষিয়া লইল। তাঁহার ওষ্ঠের বাক্য বন্ধ হইল বটে, কিন্তু মনে মন নানা কথা কহিতে নিরস্ত হইল না,—সে বলিল, "নিশি,—প্রেম না লজ্জা! যাহাই হউক, তোমার এ অবস্থা আর কখনও হয় নাই, এটা স্থির।"

ললিতবাবু যতীনের দিকে চাহিতেছিলেন,—যতীনের অবস্থা নিশিবাবু অপেক্ষাও শোচনীয় হইয়াছিল। তাঁহার মুখ লাল হইয়া গিয়াছে,—তাঁহার মস্তক উত্তোলনশক্তি বিলুপ্ত হইয়াছে,

—হৃদয় সবলে স্পন্দিত হইতেছে,—কেন। সুবালাকে দেখিবার জন্য তাঁহার প্রাণ এরূপ ব্যগ্র হইতেছে কেন? সহসা তাঁহার শিরার রক্ত এত প্রবল বেগে ছুটিতেছে কেন? পূর্ব্বে আর কখনও তাঁহার এ ভাব হয় নাই,—কেন?

ললিতবাবুর পুনঃ পুনঃ আহ্বানে উভয়ে নীরবে গিয়া হেট মুণ্ডে আসনাধিকার করিয়া বসিলেন। ললিতবাবু যতীনের পার্শ্বে বসিলেন,—নিশিবাবুকে একটু দূরে আহারীয় দেওয়া হইয়াছিল,—তিনিও বসিলেন, কিন্তু হাত বাড়াইতে পারিলেন না।

এই সময়ে নবনীবাবু আহার দ্রব্যের দিকে গলা বাড়াইয়া দৃষ্টিপাত করিলেন,—তৎপরে অতি বিষণ্ণ স্বরে বলিলেন,—"বৎস সুবালা,—তোমার শিক্ষয়িত্রী কি তোমার অপচয় সম্বন্ধে কোন উপদেশ দিতেছেন না।"

সুবালা বিস্মিত হইয়া নবনীবাবুর মুখের দিকে চাহিল। তাহার হইয়া পত্রলেখা উত্তর দিল,—বলিল, "মাষ্টার দাদা—এ তো সামান্য জল খাবার দেওয়া হইয়াছে,—ইহা অপচয় হইবে কেন?"

নবনীবাবু হতাশ ভাবে চেয়ারে ঠেস দিয়া বসিলেন,—দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "এ সংসারে, এরূপ ভুভুক্ষ লোক আছে, আমি তাহা জানিতাম না?"

ললিতবাবু হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন। ইহাতে নিশিবাবু ও যতীনও মৃদু হাসিলেন। যতীন কথা কহিতে পারিলেন

না,—নিশিবাবু হেট মুণ্ডে বলিলেন,—"মহাশয়, আপনি যাহা বলিয়াছেন,—সেইটাই ঠিক।"

নবনীবাবু গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোনটা ঠিক, —অপচয় না খাওয়া ?"

নিশিবাবু কিছু বলিবার পূর্ব্বেই পত্রলেখা বলিল,—"খাওয়া ?"

নবনীবাবু বলিলেন, "ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে ভাগে জগতে রাক্ষস জাতি যে এখনও বর্ত্তমান আছে, তাহা আমার বিশ্বাস ছিল না।"

এবার তিনজনেই হাসিয়া উঠিলেন। ইহাতে নবনীবাবু মহা রাগত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন,—"আপনাদের এখনও গাম্ভীর্য্য লাভ হয় নাই! ললিতবাবু—আপনি দানবীয় আহার দর্শন করুন,—আমার সে ইচ্ছা নাই। পরে সাক্ষাৎ করিয়া কাল যে সম্বন্ধে কথা উঠিয়াছিল, সেই সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে।"

ললিতবাবু বলিলেন, "না—না—বসুন।"

পত্রলেখা বলিল, "ললিত দাদা মাষ্টার দাদা এখন যান,— দেখ্ছেন না এঁদের খাওয়া হচ্ছে না।"

"এই বালিকা ঘোর বাচালিকা." এই বলিয়া নবনীবাবু ক্রোধভরে সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন। ললিত বলিলেন,— "নবনীবাবু বড় ভাললোক "

"নিশিবাবু কেবলমাত্র বলিলেন,—"দেখিতেছি।"

"এখন বসুন—আর সময় নষ্ট কেন ? "এই বলিয়া ললিতবাবু আহার আরম্ভ করিলেন,—তাঁহার দেখাদেখি যতীন ও নিশিবাবু হাত বাড়াইলেন। নিশিবাবু সবে এক টুকরা ফল মুখে দিয়াছেন, এই সময়ে পত্রলেখা বলিয়া উঠিল,—"গুরুঠাকুর মহাশয়,—আচমন কর্ত্তে ভুলে গেছেন।"

নিশিবাবুর মনে হইল যে পত্র লেখার সুন্দর গালে সজোরে ঠাস্ করিয়া একটা বিপর্য্যয় চড় প্রয়োগ করেন,—কিন্তু সে উপায় নাই। তিনি থতমত খাইয়া বলিলেন,—"আজ্ঞে,—হাঁ—তা—ওটা—ভুল—"

ললিতবাবু হাসিয়া বলিলেন,—"এখানে আপনি গুরুঠাকুর মহাশয় নন;—আমার বন্ধু, যতীনের বন্ধু। এখানে ও সব ভুল হলে, কিছু আসবে যাবে না।"

নিশিবাবু হেট মুণ্ডে বলিলেন,—"ইনি এ কথা প্রচার কর্ত্তে ক্রটী কর্ব্বেন না—একবারে জুয়াচোর—"

পত্রলেখার মুখে শত শত গোলাপ প্রস্ফুটিত হইল! সে অবনত মস্তকে পদনখে ভূমি খনন আরম্ভ করিল। ললিতবাবু বলিলেন, "না,—পত্রলেখা কাকেও কিছু বলো না।"

নিশিবাবু ও যতীন আহারে বসিলেন, কিন্তু উভয়ের কেহই দানবীয় আহার দূরে থাকুক, পিপীলিকার আহারের নিকটেও উপস্থিত হইতে পারিলেন না। তাঁহারা যে নিতান্ত কমভোজী ছিলেন,—তাহা নহে। প্রত্যহ মেসের সেই নাতিসিদ্ধ আলুরদম

ও জল-কল্লোলিনী ডাল যথেষ্ট টানিতেন,—কিন্তু আজ সম্মুখে এই চব্যচূষ্য লেহ্যপেয় রাজভোগ পাইয়া তাঁহাদের ঘোর মন্দাগ্নি,—একেবারে আহারশক্তি লোপ পাইয়াছে। নিশিবাবু বঙ্কিমনেত্রে যতীনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মনে মনে বলিলেন,—"আমার মন্দাগ্নির কারণ এই লক্ষ্মীছাড়া ছুঁড়ি,—তাহা আমি বেশ বুঝিয়াছি। হায়, এই দূর গণ্ডগ্রামে আসিয়া গাছপালা জঙ্গলের মধ্যে এত বড় দামী প্রাণটা খোয়াইলাম? প্রেমে ক্ষুধা তৃষ্ণা যায়, কেতাবে পড়িয়াছি,কিন্তু এখানে তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। এমন খাওয়া গুলো সম্মুখে পড়ে বেঘোরে মারা গেল! আমার যেন কারণটা বুঝিলাম, কিন্তু যতীন ছোঁড়া তো খুব লুসতে পারে। ব্রাহ্মভায়া ওর খাওয়াটা দেখলে দানবীয় আহারের কতক আইডিয়াটা পেতেন, কিন্তু আজ ছোঁড়ার কি হোল।"

সহসা তিনি মনে মনে বলিয়া উঠিলেন,—"ওঃ!"

বঙ্কিমনেত্রে লুকাইত ভাবে যতীন সুবালার দিকে চাহিতেছিলেন,—নিশিবাবুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাহা দেখিল। তিনি মনে মনে হাসিয়া বলিলেন,—"এক যাত্রায় পৃথক্ ফল হয় না। দেখ্‌চি ছোঁড়ারও সর্ব্বনাশ হয়েছে। ভাল—ভাল,—আমি একলা বেঘোরে মারা যাব কেন? সব কাজেই দোসর থাকা ভাল।"

ললিতবাবুর জেদাজিদিতে উভয়ে একটু একটু করিয়া অনেক আহার করিলেন। অবশেষে ছুটি পাইয়া হাপ্ ছাড়িয়া উঠিয়া গৃহমধ্যে আসিয়া বসিলেন। পত্রলেখা স্বর্ণডিবায় পান

আনিয়া সম্মুখস্থ টেবিলে রাখিয়া বলিল,—"ললিত দাদা, আপনাদের সকলকারই খাবার ঠাকুর-বাড়ীতে হচ্ছে।"

ললিত হাসিয়া বলিলেন,—"যে রকম দেখ্‌ছি,—আজ এক বেলার বেশী আর খেতে হবে না।"

পত্রলেখা চলিয়া গেল। ভৃত্য রৌপ্য ট্রেতে সিগার ও সিগারেট, দেসলাই আনিয়া সম্মুখে রাখিল। একজন এক বৃহৎ স্বর্ণ ফুরশি আনিয়া ললিতবাবুর পার্শ্বে স্থাপিত করিল, আর একজন আল-বোলার নলযুক্ত রৌপ্য ব্রাহ্মণের হুকা সবৈঠক নিশিবাবুর পার্শ্বে স্থাপন করিল, কিন্তু সকলেই নীরব,—যতীন ও নিশিবাবুর মুখে কথা নাই।

ললিতবাবু ইহা পূর্ব্ব হইতে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এরূপ ভাব হইবার কারণ কি, তিনি তাহা কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। নূতন স্থানে আসিবার জন্যই কি তাঁহাদের এরূপ হইয়াছে! তিনি তাঁহাদিগের এই ভাব দূর করিবার জন্য বলিলেন,—"যতীন, তুমি এত বিমর্ষ কেন? এখানে কি কোন অসুবিধা হইতেছে?"

যতীন ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "সেকি, তোমার এখানে অসুবিধা?"

ললিত বলিলেন, "তোমাকে আর নিশিবাবুকে যেন কেমন কেমন দেখিতেছি! নবনীবাবুকে ডাকা যাক্ অনেক মজা হ'বে?"

নিশিবাবু বলিয়া উঠিলেন, "দোহাই আপনার! আহারের পর আমার একটু নিদ্রা দেওয়া অভ্যাস আছে।"

ললিত বাবু হাসিয়া বলিলেন, "জল খাবারের পরই কি নিদ্রা। নিশিবাবু, আপনিও হার মানিলেন!"

নিশিবাবু ললিতবাবুর কথার উত্তর না দিয়া বলিয়া উঠিলেন, —"ইনি আবার কে?"

একজন জুতা মোজা পায়,কপালের উকি অর্দ্ধ উত্তোলিত ব্রাহ্ম মহিলা, হাতে জাপানি পাখা ঘুরাইতে ঘুরাইতে সহাস্যবদনে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়া মিহি সুরে সরু গলায় হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"ললিতবাবু,আপনার বন্ধুদের সহিত আলাপ করিতে আসিলাম। বড়ই আনন্দের বিষয়,—বড়ই সুখের বিষয়! আমায় ইনট্রডিউস করুন।"

ললিতবাবু বলিলেন, "যতীন, নিশিবাবু, ইনি আমার ভগিনী সুবালার শিক্ষয়িত্রী,—নবনীবাবুর স্ত্রী।"

শিক্ষয়ত্রী মহাশয়া একরূপ সবলে যতীন ও নিশিবাবুর হাত টানিয়া লইয়া আলোড়ন করিলেন। তৎপরে বলিলেন,—"হাঁ, আমার নাম অবশ্যই শুনিয়া থাকিবেন, অনেক স্থানে আমি শিক্ষয়ত্রী ছিলাম। আমার নাম ত্রিপুরা ভৈরবী পাকড়াশী। নবনীবাবু আমার দ্বিতীয় পক্ষের স্বামী। ললিতবাবু অতি মহৎ লোক;—আমি তাঁহার ভগিনীকে নানা বিদ্যায় পরিপক্ক করিয়া তুলিতেছি।"

এই অভূতপূর্ব্ব বেশে সজ্জিত অভূতপূর্ব্ব রমণী দেখিয়া যতীন ও নিশিবাবু স্তম্ভিত, নিস্পন্দ। নিশিবাবু মনে মনে বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ!"

নবম পরিচ্ছেদ

বিকার

সহসা নিশিবাবু তাঁহার উদর নামীয় দেহাঙ্গ দুই হস্তে সবলে পেষিত করিয়া মুখ বিকট বিকৃতি পুরঃসর কাতরকণ্ঠে অস্ফুট আর্ত্তনাদে বলিলেন,—"ল—ললিতবাবু,—বড অম্লের বেদনা,—শোব।"

ললিতবাবু অতি বিস্ময়ে ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিলেন, "সে কি! বড় কষ্ট হচ্ছে কি। আপনার কি অম্লের বেদনা আছে?"

নিশিবাবু তদবস্থায় বলিলেন,—"শে।—শো—শোব।"

ললিতবাবু অতি ত্রস্তে বলিলেন,—"শুন,—শুন,—এইখানে শুন,—একটু বিশ্রাম কর্লে সেরে যাবে।"

নিশিবাবুর মুখ দেখিলে বোধ হয়, তাঁহার প্রাণ বাহির হইয়া যাইবার আর অধিক বিলম্ব নাই,—তিনি কষ্টে পার্শ্বস্থ গৃহে লম্বা হইলেন। কাতরে বলিলেন,—"একটু—একটু—ঘুমাতে দিন;—তা হলে সেরে যাবে।

ললিতবাবু তাঁহার ভাব দেখিয়া ভীত হইয়া ছিলেন; সত্বর বলিলেন, "হাঁ—হাঁ একটু বিশ্রাম করুন। আমরা সকলেই এখান থেকে চলে যাচ্ছি।"

নিশিবাবু অস্ফুট অব্যক্ত স্বরে বলিলেন,—"যতীন—যতীন থাক্—ব্যায়রামের সময় বন্ধ—আঃ।"

যতীন ব্যাকুল ভাবে বলিলেন,—"আমি থাক্‌ছি—তুমি একটু ঘুমাবার চেষ্টা কর।"

নবনীবাবুর গৃহিণী সহসা এই ব্যাপারে একেবারে স্তম্ভিতা হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার দুই বৃহৎ গোল চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া, তিনি অবাক হইয়া চাহিয়া ছিলেন ;—তাহার কণ্ঠের স্বর কণ্ঠেই বিলীন হইয়াছিল। তিনি বিষণ্ণ স্বরে বলিলেন,—"আপনার বন্ধুটী সহসা রোগাক্রান্ত হওয়ায় আমরা বিশেষ দুঃখিত হইলাম। আমি ও নবনীবাবু দুইজনে এখনই ইঁহার রোগ মুক্তির জন্য পরম কারুণিক পরমেশ্বরের উপাসনায় বসিব।"

সহসা নিশিবাবুর পীড়া হওয়ায়, ললিতবাবু প্রকৃতই বিশেষ চিন্তিত ও দুঃখিত হইয়াছিলেন। তিনি যতীনের বন্ধু,—তিনি তাঁহাদের গুরুঠাকুর মহাশয়,—তাঁহাদের বাড়ীতে আসিয়া সহসা পীড়িত হওয়ায় সকলেই দুঃখিত,—হইবারই কথা। তিনি পাকড়াসী-গৃহিণীর সদনুষ্ঠানের কথার কোন উত্তর দিলেন না,—কাজেই তিনি না গজেন্দ্র—না হংস—না সিংহিনী—তথা বক গমনে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন! ললিতবাবু অতি সন্তর্পণে নিঃশব্দে যে গৃহে নিশিবাবু শায়িত হইয়াছিলেন,—যথায় তাঁহার মস্তকের নিকট যতীন নিতান্ত বিষণ্ণচিত্তে হতাশ ভাবে বসিয়া ছিলেন,—তাহার দ্বার রুদ্ধ করিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া বাহিরের দিকে

চলিলেন,—ভাবিলেন, নিশিবাবু একটু নিদ্রিত হইলেই সুস্থ হইতে পারিবেন। বিদেশে পরের গৃহে সহসা পীড়িত হইলে, গৃহস্বামী স্বভাবতঃই বড়ই চিন্তিত হইয়া থাকেন,—ললিতবাবু বিশেষ ব্যস্ত হইলেন। যতীনতো একেবারে মৃতপ্রায়। তিনিই নিশিকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন,—সে কোনরূপে এখানে পীড়িত হইয়া পড়িলে,—তাঁহার আর দুঃখের সীমা থাকিবে না।

ললিতবাবু বাহিরে আসিয়া ভৃত্যকে বলিলেন,—"চারিদিকে লোক দাঁড করাইয়া দাও,—গুরুঠাকুর মশায়ের অসুখ হয়েছে। দেখ যেন কোন রকমে এখানে কোন শব্দ বা গোলমাল না হয়। খুব সাবধান। আমি নিজেই ডাক্তারবাবুকে ডাকিতে যাইতেছি।"

ললিতবাবু নিশিবাবুর জন্য কি করা কর্ত্তব্য, তাহা নিজে কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তাহাই পিতার সহিত পরামর্শ করিতে চলিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, যতীন আসিয়াছে,—কত আমোদ প্রমোদ করিবেন, সহসা একি হইল?

ভৃত্য সদর হইতে পাঁচ সাত জন লম্বা লম্বা লাঠিয়াল ডাকিয়া আনিয়া বৈঠকখানা বাটীর চারিদিকে পাহারায় দাঁড় করাইয়া দিল,—তাহারা লম্বা লম্বা লাঠি স্কন্ধে ফেলিয়া মস্তকের দীর্ঘ বাবরি চুল নাচাইয়া স্ফীত বক্ষে স্থানে স্থানে দাঁড়াইল,—চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ।

সহসা নিশিবাবু সবেগে উঠিয়া বসিলেন। যতীন ব্যগ্র ভাবে বলিলেন,—"উঠ্‌লে কেন? শোও—শোও।"

নিশিবাবু বলিলেন,—"চুপ্—আস্তে,—আগে দরজায় খিল দাও।"

শয্যা হইতে এক দীর্ঘ লম্ফে নিশিবাবু দ্বারের নিকট গিয়া তাহা নিমিষে বন্ধ করিলেন। যতীন অবাক্ হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। সহসা কি নিশির বিকার হইল। বিকারের প্রকোপে কি সে এইরূপ করিতেছে! নতুবা একটু পূর্ব্বে তাহার যেরূপ মুখের ভয়াবহ ভাব হইয়াছিল,—তাহাতে তাঁহার মৃত্যু আসন্ন ভাবিয়া যতীনের প্রাণ শুকাইয়া গিয়াছিল;—সুতরাং সে এখন যাহা করিতেছে, তাহা বিকার ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাঁহার প্রকৃতিই বড ভয় হইল। তিনি শুনিয়াছিলেন,—বিকারের রোগী যাহাকে কামডায়, তাহার মৃত্যু ঘটে কিন্তু বন্ধুকে ফেলিয়া প্রা. .শ পলায়নও নিতান্ত কাপুরুষতা। পল্লিগ্রামের ম্যালেরিয়াময় জলে পডিয়াই যে নিশির সহসা বিকার হইয়াছে,—তাহা বুঝিতে তাঁহার বিন্দুমাত্র বিলম্ব হইল না! বিদেশে তাঁহাকে আনিয়া পদে পদেই তিনি কি ভয়ানক বিপদে পড়িতেছেন। কি কুক্ষণেই তিনি এবার কলিকাতা হইতে বাহির হইয়াছিলেন। নিশিবাবু নিকটে আসিলে, তিনি সভয়ে সরিয়া গিয়া অতি কাতরে বলিলেন,—"ভাই. একটু শোও।"

তাঁহার ভাব দেখিয়া নিশিবাবু অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে যতীনের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সেই দৃষ্টিতে যতীন স্পষ্ট বিকারের চিহ্ন

দেখিলেন। আরও ভীত হইয়া বলিলেন,—"ভাই স্থির হইয়া শোও ,—আমি ললিতকে একজন ডাক্তার ডাকিতে বলি।"

নিশিবাবু ফিস্ ফিস্ স্বরে বলিলেন,—"কেন ?"

তাঁহার এইরূপ ভাবে কথা কওয়ায়, যতীনের বোধ হইল যেন তাঁহার স্বর একেবারে গলার ভিতর বসিয়া গিয়াছে। তিনি শুনিয়াছিলেন যে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে মানুষের স্বর এইরূপ বসিয়া যায়। তিনি ভয়ে একেবারে অধীর হইয়া পড়িলেন,—এ বিদেশে নিশিকে আনিয়া কি সর্ব্বনাশ করিলেন !

নিশিবাবু তাঁহার মুখের নিকট মুখ আনিয়া পূর্ব্বরূপ স্বরে আবার বলিলেন,—"কেন ?"

আর গোপন করা উচিত নহে বিবেচনা করিয়া যতীন বলিলেন,—"পল্লিগ্রামের পুকুরে স্নান করে এই হোল।"

সেইরূপ ভাঙ্গা চাপা চাপা স্বরে নিশিবাবু বলিলেন,—"কি হোল ?"

যতীন বলিলেন,—"স্থির হয়ে শোও,—আমি এখনই ডাক্তারের জন্য লোক পাঠাচ্ছি।"

নিশিবাবু দন্তে দন্ত পেষিত করিয়া যতীনের গণ্ডে চপেটাঘাত করিতে হস্ত উত্তোলিত করিলেন,—যতীনের শরীরের রক্ত জল হইয়া গেল,—তিনি রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন,—"শোও,—শোও ;— তোমার বাতশ্লেষ্ম বিকার হয়েছে।"

তাহার পর নিশিবাবুর যে অবস্থা হইল, তাহা বর্ণনাতীত!

তিনি শয্যায় পড়িয়া বিকট ভাবে তাঁহার অঙ্গ নানারূপ বিকৃতি করিয়া গড়াইতে লাগিলেন,—তাঁহার মুখ লাল হইয়া ভয়াবহ বিকট হইয়া গেল। তাঁহার হাত পায় খিল ধরিতে লাগিল,—তাঁহার মুখ হইতে ফেন ঝরিল,—এরূপ মৃত্যু যাতনা সরলচিত্ত আর যতীন কখনও পূর্ব্বে দেখেন নাই,—এ কি সর্ব্বনাশ হইল! তিনি কি নিশিকে মারিয়া ফেলিবার জন্য এখানে আনিয়া ছিলেন। তাঁহার হৃদয় ভেদ করিয়া চক্ষের জল বহিল,—তিনি কাতরে কাঁদিয়া উঠিলেন। ইহাতে নিশিবাবুর মৃত্যু যন্ত্রণা আরও বৃদ্ধি পাইল,—যতীন বুঝিলেন যে, তিনি তাহাকে কি বলিতে চেষ্টা পাইতেছেন,—তাহাই তিনি মুখ তাঁহার মুখের নিকট আনিয়া চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে বলিলেন,—"ভাই—ভগবানের নাম শুনাব কি? হরে রাম—"

নিশিবাবু লম্ফ দিয়া উঠিলেন;—যতীন অস্ফুট নিনাদ করিয়া দ্বারের দিকে ছুটিলেন,—উপসংহারে কি ঘটিত, তাহা ভবিষ্যতের গর্ভেই নিহিত ছিল,—কিন্তু এই সময়ে বাহিরে একটা ভয়াবহ শব্দ উত্থিত হওয়ায় উভয়েই স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন।

বাহিরে কেবল "হিস্—হিস্—হুস্—ওখানে—চুপ্—চুপ্—হুসিয়ার—" এই শব্দ স্তরে স্তরে উঠিতেছে! দশ বিশ জন লোকে একত্রে সপ্তমস্বরে কেবলই "হিস্ ওখানে—হুস্ ওখানে—চুপ্—হুসিয়ার—ঐ দিকে—গোল নয়" শব্দ করিতেছে। বাহিরে রীতিমত একটা গোল পড়িয়া গিয়াছে। "চুপ শ্যামা

অত গোল নয়।” “চুপ গোবিন্দ, গলা সাম্‌লে।” “হরে—গরু শীঘ্র এখান থেকে তাড়িয়ে নিয়ে যা।” “নফর—ঐ দিককার কাকগুলো তাড়া।” অসংখ্য লোকে সমস্বরে উচ্চৈঃস্বরে এই সকল কথা কহিতেছে,—সুতরাং ইহাতে এমনই একটা ভয়াবহ গোল পড়িয়া গিয়াছে যে, তাহাতে আর কাহারই কান পাতিবার উপায় নাই।

নিশিবাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—“বুঝিলে কিছু ?”

যতীন হতভম্বের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া ব্যাকুল ভাবে নিশি-বাবুর দিকে চাহিয়া ছিলেন ; তিনি বিষণ্ণ ভাবে ঘাড় নাড়িলেন। নিশিবাবু হাসিয়া বলিলেন,—“দেখিতেছ না,—পাছে গোলমালে আমার ঘুম না হয়, সেইজন্য ললিতবাবু এখানে যাতে কেউ গোল কর্ত্তে না পারে, তার জন্য লোক মোতায়েন করিয়াছেন। দেখ একবার মজা! খুব চারিদিক্ নিস্তব্ধ করেছে বাপধনেরা।”

যতীন বলিলেন,—“এখন কেমন আছ ?”

নিশিবাবু ঈষৎ ক্রোধব্যাঞ্জক স্বরে বলিলেন,—“তোমার মত গোমূর্খ না হ’লে ভাবে যে আমার বাতশ্লেষ্ম বিকার হয়েছে! আমি মর্‌ছি—বটে আমায় নাম শুনান হচ্ছিল।”

“ভাই—”

“গাধা,—একটু শূলবেদনা না দেখালে ঐ বিদিকিচ্ছিরী মাগী-টার হাতে বক্তৃতার উপর বক্তৃতায় প্রাণ খোয়াতে হতো।”

“তাহলে তোমার অসুখ”

"অসুখ সাত জন্ম তোর হোক্? মুখ খুলে চেঁচিয়ে হাস্‌তে না পেরে গড়িয়ে হাত মুখ খিঁচিয়ে পেটের নাড়ি শুদ্ধ টন্‌টনিয়ে গেছে। কি আপদেই পড়েছিলাম!"

"আমার যথার্থই ভয় হয়েছিল। তোমার লীলা বুঝা ভার! অমন ভয়ানক মুখের চেহারা কখনও করে!"

"যাক্—ও সব এখন থাক,—এস,—গুরুতর কথা আছে।"

নিশিবাবু উঠিয়া আসিয়া যতীনের পার্শ্বে বসিলেন; বলিলেন,—"বেটারা বাহিরের গোল খুব মন খুলে ঠাণ্ডা করুক,—জমিদার বড় লোক হওয়া যে মহাপাপ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই—কি আপদ! শালারা হিস, হুস, হাস, চুপ শব্দে যে পৃথিবী কাঁপিয়ে তুল্লে। এতে কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হতো আমি কোন ছার!"

যতীন বলিলেন,—"গুরুতর কথা কি বলিবে বলিতেছিলে—"

নিশিবাবু কিয়ৎক্ষণ ভয়াবহ ভীষণ দৃষ্টিতে যতীনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ইহাতে যতীন ভীত হইয়া মুখ অন্য দিকে ফিরাইয়া লইলেন, দেখিয়া নিশিবাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"প্রাণের কথা গোপন করা পাপ,—আমি এই পত্রলেখা নামে মেয়েটাকে দেখে প্রণয়সাৎ হয়েছি। তুমি সুবালা সম্বন্ধে আমার পথানুসরণ করেছ। এ প্রেমবৃক্ষে বিষ ভিন্ন আর কিছু ফলবার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং আর তিলার্দ্ধ আমাদের এ স্থানে থাকা কর্ত্তব্য নয়। অথচ সহজে ললিতবাবু বা তাঁহার বুড়ো বাপ আমা-

দের ছাড়িবেন না। গরীবের ছেলে,—যদি বেঘোরে মারা যেতে না চাও,—তবে আমার পরামর্শ শোন,—আজ দুপুর রাত্রে আমার সঙ্গে লম্বা দাও। আর এক দিন এখানে থাকলে, একেবারে প্রাণটা প্রণয়ের দায়ে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে। লম্বা দেওয়াই এর একমাত্র ঔষধ ;—সুতরাং আর দ্বিরুক্তি কর না,—নিশির পরামর্শ শুনে, এখান থেকে চম্পট দেও।"

দশম পরিচ্ছেদ

ডাক্তারবাবু

ললিতবাবু ডাক্তার লইয়া প্রবল-বেগে বৈঠকখানার দিকে ছুটিতেছিলেন,—সহসা স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। ডাক্তার-বাবু অবাক্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"একি ললিতবাবু ?"

লাঠিয়ালগণ তখনও মহা সমারোহে গোল থামাইতেছিল,—তাহারা স্বয়ং যেরূপ মহামারি ব্যাপার আরম্ভ করিয়াছিল,—তাহাতে কাহারই কান পাতিবার উপায় ছিল না,—ললিতবাবু ভ্রুকুটী করিলেন,—ক্রোধে আরক্তিম নয়নে,—পঞ্চম তানে চীৎকার করিয়া "চুপ-চুপ" ধ্বনিতে চারিদিক্ প্রকম্পিত করিয়া বহু কষ্টে গোল থামাইলেন, রাগত স্বরে বলিলেন,—"দূর হ এখান থেকে সব।"

লাঠিয়ালগণ কার্য্য ষোড়শোপচারে সুসম্পন্ন করিয়াছে ভাবিয়া, মহা-গৌরবে স্ফীতবক্ষে বাবরি নাচাইয়া বাহির বাটীর দিকে প্রস্থান করিল। ললিতবাবু, ডাক্তারবাবুকে লইয়া বৈঠকখানা-গৃহে আসিলেন, তাঁহার হস্তে এক লাল খাম,—চির পরিচিত টেলিগ্রাম।

নিশিবাবু ও যতীন উভয়ে অতি ভাল মানুষের ন্যায় বৈঠকখানা গৃহে দুইখানি চেয়ারে উপবিষ্ট ছিলেন, যতীন সলজ্জ,—কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়,—নিশিবাবু অতি গো-বেচারি। ললিত

সোৎসুক স্বরে বলিলেন,—"এই যে উঠে বসেছেন? কেমন, ভাল বোধ হচ্ছে?"

ডাক্তারবাবু বলিলেন,—"কোন বাবুটীর অসুখ করেছে?"

যতীন হেঁট মুণ্ডে বসিয়াছিলেন,—নিশিবাবু ইঙ্গিতে ডাক্তার-বাবুকে তাঁহাকে দেখাইয়া দিলেন। ডাক্তারবাবু যতীনের নিকটস্থ হইয়া বলিলেন,—"হাত দেখি মহাশয়, সঙ্গে সঙ্গে জিহ্বাটাও দেখান।"

যতীন চমকিত হইয়া মস্তক উত্তোলিত করিলেন, অতি বিস্ময়ে বিস্ফারিত নয়নে ডাক্তারবাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"আমার—আমার নয়!"

ললিতবাবুও বলিলেন,—"না ওঁর নয়। নিশিবাবুর—আমাদের গুরুঠাকুর মহাশয়ের।"

ডাক্তারবাবু অতি বিরক্ত ভাবে ভ্রুকুটী করিয়া বলিলেন,—"তবে কি জন্য ইনি ইঁহাকে দেখাইয়া দিলেন!"

ডাক্তারবাবু অতি ভয়াবহ ভাবে নিশিবাবুর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। নিশিবাবু অতি ভাল মানুষের ন্যায় বলিলেন,—"আপনি যদি ভুল বুঝেন তো আমি কি করিব?"

ডাক্তারবাবু তাঁহার প্রতি অতি ঘৃণা-পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ললিতবাবুর দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"ললিতবাবু, আপনাদের গুরুঠাকুর মহাশয়ের কাছে আমায় নিয়ে চলুন।"

ললিতবাবু নিশিবাবুকে দেখাইয়া বলিলেন,—"ইনিই আমাদের গুরুঠাকুর মহাশয় ?"

ডাক্তারবাবু মহা রাগত হইয়া উঠিলেন, অতি কষ্টে ক্রোধ হৃদয়ে উপশমিত করিয়া বলিলেন,—"ললিতবাবু, অনর্থক কৌতুক করা কর্ত্তব্য নহে, সময় নষ্ট করিতেছেন কেন ? আপনি যেরূপ বলিলেন,তাহাতে এক মিনিটে তাঁহার মৃত্যু ঘটিতে পারে,—করেন কি শীঘ্র চলুন।"

ললিতবাবু মহা অপ্রস্তুত হইলেন, বলিলেন,—"ইঁহারই অসুখ হইয়াছিল ; ইনিই আমাদের গুরুঠাকুর মহাশয় !"

ডাক্তারবাবু আবার বিকট ভাবে নিশিবাবুর দিকে চাহিতে লাগিলেন, মনে মনে বলিলেন, "বড় লোকের ছেলেগুলো এই রূপই অকাল-কুষ্মাণ্ড হয় ? ইহাদের সহিত তর্ক বিতর্ক করা পাপ ভিন্ন আর কিছুই নহে, কেবল পয়সার লোভে ইহাদের চাকুরী করিতে হয়।" মনে মনে এইরূপ গবেষণা করিয়া তিনি ব্যগ্র-গম্ভীর-স্বরে নিশিবাবুকে বলিলেন,—"জিহ্ব বার করুন ?"

নিশিবাবু বিকট মুখ ব্যাদান করিয়া অর্দ্ধ হস্ত-পরিমিত পানে চর্চ্চিত এক লাল জিহ্বা বাহির করিয়া ডাক্তারবাবুর সম্মুখে ধরিলেন। ডাক্তারবাবু ক্রোধে আত্ম বিস্মৃত হইলেন, বলিলেন, —"তোমার কিছুমাত্র—কিছু হয় নাই !"

ললিতবাবু বলিলেন,—"একটু আগে বড় কষ্ট পাইতেছিলেন।"

ডাক্তারবাবু বলিলেন,—"জিহ্ব ভিতরে নাও, ওঠ দাঁড়াও, পেট দেখি?"

ডাক্তারবাবুর রূঢ়ভাবে ললিতবাবু নিতান্ত লজ্জিত হইয়া বলিলেন,—"ইনি আমাদের গুরুঠাকুর মহাশয়।"

ডাক্তারবাবু এ কথা আদৌ বিশ্বাস করেন নাই; বলিলেন, "ললিতবাবু, আমি চিকিৎসক, আমাকে আমার কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে দিন। চিকিৎসা সম্বন্ধেও যদি আপনা‌‌‌রা যথাভিরুচি করিতে চান, তবে আমাদের ডাকা অনাবশ্যক!"

ললিতবাবু আরও লজ্জিত হইলেন, বলিলেন, "না আমি তা বলিতেছি না,—বলিতেছিলাম, ইনি আমাদের গুরুঠাকুর মহাশয়! মাননীয় ব্যক্তি।"

ডাক্তারবাবু সে কথায় কোন উত্তর না দিয়া নিশিবাবুকে বলিলেন,—"উঠে দাঁড়ান মশায়, পেটটা দেখি?"

এতক্ষণ নিশিবাবু নীরবে বসিয়াছিলেন, এবার কাতরে হাত জোড় করিয়া বলিলেন,—"দোহাই মশায়, এখনও পেট গজগজ কচ্ছে। এখন পেটটা টিপ্‌লে এই ললিতবাবুর কারপেট-টারপেট হানি,—এতে অপকর্ম্ম হয়ে যাবে?"

"ছি ললিত বাবু"। বলিয়া ডাক্তারবাবু মহা-ক্রোধে তথা হইতে প্রায় উর্দ্ধশ্বাসে অন্তর্হিত হইলেন। ললিতবাবু প্রকৃতই অতি বিস্মিত হইয়া হতভম্বের মত তথায় দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন নিশিবাবু বলিলেন, "ললিতবাবু, আপনি এত ব্যস্ত হচ্ছেন

কেন? আমার ও রকম ফিট মাঝে মাঝে হয়, উহাতে ভয়ের কারণ কিছুমাত্র নাই!"

ললিতবাবু বলিলেন,—"আমার বড়ই ভয় হয়ে ছিল?"

নিশিবাবু বলিলেন,—"ও কিছু নয়, আবার এখন দু দশ দিন হবে না। অনেক চিকিৎসা করেছি! কোন ভয় নাই। এখন আপনার হাতে ওটা কি?"

ললিতবাবু বলিলেন,—"এ যতীনের এক খানা টেলিগ্রাম,—এইমাত্র এসেছে।"

"আমার" বলিয়া যতীন ব্যগ্রভাবে হাত বাড়াইলেন। আবার টেলিগ্রাম! কে পাঠাইয়াছে! তিনি নিমেষে টেলিগ্রামখানি খুলিয়া পড়িলেন। অতুলবাবু টেলিগ্রাম করিয়াছেন,—"কাল আমার মোকদ্দমা, তুমি না আসিলে, আমি মারা যাইব।"

ললিতবাবু বিস্মিত ভাবে বলিলেন,—"অতুলবাবুটী কে? তাহার কি হইয়াছে?"

যতীনের কিছু বলিতে হইল না, নিশিবাবুই সোৎসাহে অতুলবাবুর গরুছিনাই-মোকদ্দমার আদ্যোপান্ত বিবরণ বিবৃত করিলেন, শেষ বলিলেন,—"ললিতবাবু আজ আমাদের এখনই রওনা হইতে হইতেছে, আর কালবিলম্ব করা যায় না!"

ললিতবাবু বলিলেন,—"আপনিও যাবেন?"

নিশিবাবু বলিলেন, "আমি তাঁর জামিনদার, আমাকেও যেতে হবে!"

ললিতবাবু বলিলেন,—"এ অবস্থায় আপনাদের থাকিতে অনুরোধ করিতে পারি না, আমার গেলে কি কোন উপকার হয়?"

যতীন বলিলেন,—"না, তোমার আর কষ্ট ক'রবার প্রয়োজন নাই, নিশিবাবু আসুন।"

নিশিবাবু আর কোন কথা না কহিয়া সত্বর উঠিয়া প্রস্থানের আয়োজনে ব্যস্ত হইলেন। ললিতবাবু তাঁহার ব্যগ্রতা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন,—কিন্তু যতীন ভিতরের গূঢ় রহস্য অবগত ছিলেন, তিনি বিস্মিত হইলেন না। তখনই উভয়ে ললিতবাবুর সহিত কর্ত্তার নিকট গিয়া, তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইলেন,—তাঁহার পুনঃ পুনঃ অনুরোধে মোকদ্দমার অবসানে আবার আসিবার জন্য অঙ্গীকারেও আবদ্ধ হইতে হইল। আবার উভয়কে অন্দরে গিয়া কর্ত্রী ঠাকুরাণীর নিকট বিদায় লইতে হইল,—আবার পত্রলেখা ও সুবালার নয়নে নয়ন মিলিল। নিশিবাবু যতীনকে একরূপ হিঁচড়াইয়া টানিতে টানিতে ষ্টেসনের দিকে ধাবমান হইলেন। তাঁহার ব্যাকুলতা দেখিয়া ললিতবাবু বলিলেন,—"নিশিবাবু দেখিতেছি পরোপকারের জন্য সর্ব্বদাই ব্যাকুল হন?"

জনার্দ্দন শর্ম্মা বলিলেন,—"কি মহৎ বংশে জন্ম।"

নিশিবাবুর এস্থান হইতে এরূপ উৰ্দ্ধশ্বাসে পলায়নের কারণ ললিতবাবুর নিকট চিরকালই অজ্ঞাত রহিল!

উভয়ে কোন গতিকে সন্ধ্যার গাড়ী ধরিলেন। পল্লিগ্রামের

ষ্টেসন,—অর্দ্ধদেহ লৌহযান-গহ্বরে প্রবেশাধিকার লাভের পূর্ব্বেই ঘণ্টা বাজিয়া উঠে,—গাড়ী ছাড়িয়া দেয়,—যতীনকে টানিয়া ভিতরে দিয়া নিশিবাবু তাঁহাদের ট্রাঙ্কদ্বয় ললিতবাবুর লাঠিয়ালের হস্ত হইতে সবলে আকর্ষণ করিয়া ভিতরে লইলেন। অমনই একব্যক্তি "উঃ" শব্দে ব্যাকুল আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল,—রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "দেখ্‌তে পাওনা বাপু!"

নিশিবাবু বিনীত ভাবে বলিলেন, "কিছু মনে করবেন না—মশায়।"

সে বলিয়া উঠিল,—"আর মনে করবো আমার মাথা। পা-খানা একেবারে চেপ্‌টে গেছে। ফেলে দাও তোমার ঐ—"

"এই সরিয়ে নিচ্ছি মশায়," বলিয়া নিশিবাবু সবলে বাক্সে টান মারিলেন,—বেঞ্চের নিচে ট্রাঙ্ক কিসে মহা আঘাত পাইল, এক ব্যক্তি লাফাইয়া উঠিলেন,—বলিলেন, "গুড়ের কলসিটা ভেঙ্গে ফেল্লে। তুমি তো ভারি ব্যস্তবাগীশ লোক হে।"

নিশিবাবু বলিলেন, "কিছু মনে—"

সে ব্যক্তি ক্রোধে কাঁপিতেছিল,—নিশিবাবুকে আর কথা কহিতে দিল না, বলিল, "রেখ দাও তোমার 'কিছু মনে কর না,'—বেয়াকুব লোক! মনে কর না—আমার মাথা আর মুণ্ডু! দেখ্‌ছ না উজবুগ। পয়রা গুড়ের কলসিটা ভেঙ্গে ফেলেছ। কত দূর থেকে কত কষ্ট করে আনছি,—আহম্মক! আমি দাম আদায় করে নিয়ে তবে ছাড়্‌ব,—না হয় জেলে দেব।"

গাড়ীর ভিতর একটা মহা হুলুস্থূল পড়িল। তরল গুড় গাড়ী প্রায় প্লাবিত করিয়া চারিদিকে ছুটিল,—প্যাসেঞ্জারগণ যে যাহার জুতা, ব্যাগ, পোঁটলা, কাপড় সরাইয়া লইতে হুড়াহুড়ি আরম্ভ করিল,—অনেকে চটচটে গুড়ে চর্চ্চিত হইয়াও গেল। সকলেই রোষ-কষায়িত-লোচনে নিশিবাবুকে ভস্মীভূত করিবার জন্য তাঁহার দিকে চাহিতে লাগিল। গাড়ীর ভিতর একটা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ঘটিত,—দুই একজন "মারো শালাকে" বলিতেও ত্রুটী করে নাই,—তবে নিশিবাবু যুদ্ধ-বিদ্যায়ও সুনিপুণ ছিলেন, তাঁহার দেহে অসীম বল ছিল, তিনি যুদ্ধ সমাগত দেখিয়া একখানা বেঞ্চির উপর দণ্ডায়মান হইয়া বজ্র-গম্ভীর-স্বরে বলিলেন, "দেখ বাপুগণ, এতক্ষণ কোন কথা কহি নাই,—আর একটী কথা ঠোঁঠ দিয়া বার করিয়াছ কি,—এক একটার মুণ্ড ধরে এই গুড়ে জুবড়াইয়া দিব!"

নিশিবাবুর ভীমমূর্ত্তি দেখিয়া সকলে নীরব থাকাই যুক্তি-সঙ্গত বিবেচনা করিল। মনে মনে তাঁহার কিরূপ আদ্যশ্রাদ্ধ হইতে লাগিল, তাহা অকথ্য।

তৃতীয় খণ্ড

ভবিতব্য

প্রথম পরিচ্ছেদ

গ্রাম্য-পথ

সেই যে সকলে নীরব,—আর চুয়াডাঙ্গা পর্য্যন্ত নীরব! একজনের একটা ব্যাগ তরল গুড়ে নিক্ষিপ্ত করিয়া নিশিবাবু, যতীনের জন্য জায়গা অধিকার করিয়া তাঁহাকে এক হেঁচ্কা-টানে বেঞ্চের উপর বসাইয়া নিজে পার্শ্বে বসিয়া ছিলেন,—পরে এই বিষাদ-সাগরে একটু হর্ষের তরঙ্গ উত্থাপিত করিবারও প্রয়াস পাইয়াছিলেন,—কিন্তু গুড়ের সুমধুর গন্ধে, বিশেষতঃ হস্তপদবস্ত্রাদি, তৈজসপত্র গুড়াধিকার লাভ করায় কাহারই মন ঠিক ছিল না;—নিশিবাবুর চেষ্টা বৃথা হইল;—কেহ তাঁহার রসিকতায় আনন্দ অনুভবে সক্ষম হইল না, কাজেই নিশিবাবু পরাভব স্বীকার করিয়া এই অরসজ্ঞগণের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া নীরব হইলেন। অন্ধকারে গাড়ী ছুটিতেছে, অর্দ্ধ অন্ধকারে যাত্রিগণ গম্ভীরভাবে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, কাহারও মুখে কোন কথা নাই?

গাড়ী অবশেষে চুয়াডাঙ্গা ষ্টেসনে মহা শব্দে আসিয়া ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে দণ্ডায়মান হইল। রসবিহীন বেরসিক গোমড়ামুখো সহযাত্রীদের উপর নিশিবাবুর আর বিন্দুমাত্র সহানুভূতি ছিল না। তিনি যতীনকে ঠেলিয়া প্ল্যাটফর্ম্মে নিক্ষেপ

করিলেন ; তৎপরে নিজে অবতীর্ণ হইয়া পুনরায় সবলে ট্রাঙ্কদ্বয়ও প্ল্যাটফর্ম্মে নীত করিলেন,—সঙ্গে সঙ্গে দুই একখানা জুতা গুড় মিশ্রিত আস্কে-পিটের মত ধপ করিয়া নীচে পড়িল, প্যাসেঞ্জার-গণ রোষ-কষাইত লোচনে আর একবার চাহিলেন—অনেকেই বিড় বিড শব্দে কি বলিতে লাগিলেন,—কিন্তু নিশিবাবুর তাহাতে দৃকপাত নাই। এই সময়ে হুইসিল দিয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিল,—নিশিবাবু মুটের মস্তকে ট্রাঙ্ক তুলিতেছিলেন,—এই সময়ে একজন গাড়ী হইতে দুই হস্ত পরিমাণ গলা বাড়াইয়া প্রায় নিশিবাবুর মুখের নিকট মুখ আনিয়া বলিল, "দুঃ—শালা।"

নিমিষে নিশিবাবুর মর্ত্তমান-সদৃশ অঙ্গুলি-শোভিত চপেটাঘাত ছুটিল,—তিনি চক্রবৎ ঘুরিয়া গেলেন,—কিন্তু হস্ত কাহারও অঙ্গ স্পর্শ করিল না,—তিনি প্রকৃতস্থ হইবার পূর্ব্বেই গাড়ী প্ল্যাটফর্ম্ম ছাড়িয়া গভীর অন্ধকারে চলিয়া গেল, কেবল দূর হইতে তাহার পশ্চাতের তিনটী লাল আলো তিনটি বড় লাল চক্ষুর মত প্রতীয়-মান হইতে লাগিল।

এতক্ষণ যতীন নীরব ছিলেন,—এবার হাসিয়া উঠিলেন। নিশিবাবু বলিলেন,—"এতক্ষণ বাপু হাসি কোথায় ছিল ?"

যতীন বলিলেন—"গাড়ীতে হাসিলে মার খাইতে হইত—শুনিলে তো।"

"কি শুনিব ?"

"কি বলে গেল।"

"ওঃ—বাজে কথায় কান দিলে জগৎ শুদ্ধ লোকের নিকট-কুটুম্ব হইতে হয়। কুলীন ব্রাহ্মণের ছেলেতো বটে,—বহু-বিবাহে অরুচি নাই।"

"গাড়ীতে একটা হাঙ্গামা করে ছিলে আর কি! যেখানে যাচ্ছ, সেইখানেই একটা হাঙ্গামা ঘট্‌ছে!"

নিশিবাবু দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"সে কেবল নিশির দুরাদৃষ্ট! এখন চল,—রথ সংগ্রহ করি।"

"কর্ত্তা এই দিকে আসেন," বলিয়া ট্রঙ্ক মস্তকে মুটে অগ্রে অগ্রে চলিল,—"টিকিটখানা" বলিয়া এক ভদ্রলোক নিমিষে তাঁহাদের হস্ত হইতে টিকিট দুইখানা ছিনাইয়া লইয়া "আলম-ডাঙ্গাসে মালগাড়ী ছোড়া" বলিয়া চীৎকার করিয়া ক্ষুদ্র আফিস-গৃহে অন্তর্হিত হইলেন,—দূরে গুমটিতে অন্ধকারে "মালগাড়ী ছোড়া" শব্দ ধ্বনিত হইয়া উঠিল, দুই চারিজন রেলযাত্রী যাহারা নামিয়াছিল,—তাহারা ষ্টেসনের বহির্ভাগে অবস্থিত ক্ষুদ্র দোকান গৃহের দিকে চলিল,—দোকান হইতে দুই একটা আলো মিটি মিটি করিয়া জ্বলিয়া তাহাদের এবং তাহাদের আশ্রয়স্বরূপ দোকানখানির অস্তিত্ব জানাইতেছিল।

বাহিরে ছই যোড়া কয়েকখানা গোযান ঊর্দ্ধ ধমনীতে অবস্থিত ছিল,—সম্মুখে প্রতি যানের গোগণ সুদৃঢ় বিচালি চক্ষু মুদিত করিয়া চিবাইতেছিল,—সারথিগণ যাত্রীর প্রত্যাশায় আমতলে অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে চক্রাকারে বসিয়া রাত্রির গাড়ার

প্রতীক্ষা করিতে করিতে দা-কাটার গভীর ধূমে চারিদিক্ বিভোর করিয়া তুলিতেছিল—সহসা মুটে সঙ্গে দুই বাবু দেখিয়া, তাহারা দুই একজন গাত্রোত্থান করিয়া বলিল,—"বাবুরা যাবেন কোয়ানে ?"

নিশিবাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন,—"যমপুরে !"

তাহারা ঘাড় নাড়িল,—তৎপরে আমতলস্থ সমবেত ভ্রাতৃ-বর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"আলিমুদ্দি ভাই কতি পারিস্ যোমপুর কোয়ানে। কর্ত্তা এ নামের গাঁ এ দিকে তো দেখ্‌চি না।"

যতীন বলিলেন,—"আমরা মেহেরপুর যাব।"

একজন বলিল, "তাই কন,—আসেন। আমি আন্দাজ বেলা দুইপরে পৌঁছায়ে দেবানে।"

নিশিবাবু বলিলেন, "দক্ষিণা—দুর ছাই—ভাড়া কত নেবে ?"

সে বলিল, "তা বাবুগার খোস করে বকসিস নেবানে। আসেন—দোকানে জল পান করে তামাক গুয়া খান,—আমি বকনা দুটাকে গাড়ীতে জুড়ে লই।"

উভয়ে দোকানের সম্মুখে উপস্থিত হইলে গোযানসারথী বলিল,—"ও হালুইকর ভাই,—বাবুগার জলপান দাও,—দেখ্‌বার পাও না—বাবুরা এই ডাকগাড়ীতে নাব্‌লেন।"

দোকানী বলিল,—"আসুন—এই দিকে বসুন !"

এই দিক অর্থে কি বুঝিতে হইবে, নিশিবাবু তাহাই পর্য্য-

বেক্ষণ করিতে লাগিলেন। দোকানের বিচিত্র ভাব! জঘন্য কেরোসিনের ধূমে অর্দ্ধ-অন্ধকার অর্দ্ধ-আলোকযুক্ত দুইটা বৃহৎ কুপি লম্বমান রজ্জুতে চাল হইতে ঝুলিয়া সেই অপূর্ব্ব বিপণিকে অন্ধকারের গাঢ় কাল আবরণ হইতে কথঞ্চিৎ বাহিরে টানিয়া আনিয়াছে ;—তাহাতেই নিশিবাবু ও যতীন দেখিলেন, একখানা থালায় ঠন্‌ঠনের চর্ম্মপাদুকার সুখতলা বিনিন্দিত কয়েকখানা লুচি নামক সুখাদ্য পড়িয়া আছে,—পার্শ্বে এক মৃত্তিকার গামলায় কৃষ্ণ-রসের ভিতর কয়েকটা কৃষ্ণতর রসগোল্লার অপভ্রংশ মাছি ও বোলতায় আবরিত হইয়া লীলা করিতেছে। ঢেলার মত দেদো-মোণ্ডা,—কাল গজা,—লৌহবৎ পক্কান্ন,—অতি অপরূপ জিলাপী শোভা পাইতেছে।

দোকানী গৃহমধ্যস্থ ছিন্ন-মাদুর-আবরিত মাচা দেখাইয়া নিশিবাবু ও যতীনকে বলিল,—"এই ভিতরে এসে বসুন।"

উভয়ে মস্তক অবনত করিয়া কোন গতিকে চালের বাঁশ হইতে মস্তক রক্ষা করিয়া ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া মাচাধিকার করিলেন,—কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই বিকট "কচ-কচ মচ-মচ" শব্দে নিশিবাবু লম্ফ দিয়া দণ্ডায়মান হইলেন,—দোকানী বলিল,—"বসুন,ভাঙ্‌বে না।"

নিশিবাবু বলিলেন,—"ভরসা কি! শব্দটা বড় সুবিধা গোছ বোধ হচ্চে না।"

সে বলিল,—"কত কুদো কুদো লোক বসে গেল, আর আপনারা বস্‌লে ভাঙ্‌বে।"

নিশিবাবু বলিলেন,—"তারা হয়তো ক্ষ্যাপা ছিল।"

দোকানী হাসিল; বলিল, "না, বাবু—ভয় নেই বসুন। তামাক ইচ্ছা করুন। আপনারা ?"

নিশিবাবু সন্তর্পণে বসিলেন,—দোকানদার হুকা সংগ্রহ করিতে উদ্যত হইয়া, বলিল,—"আপনারা ?"

নিশিবাবু বলিলেন,—"আমরা পথিক।"

"বাবু তা জিজ্ঞাসা কচ্ছি না,—আপনারা ?"

নিশিবাবু বলিলেন, "বল্‌লামইতো বাপু,—আর কি বল্‌বো ? আমরা,—জানোয়ার নই, তাতো দেখ্‌তেই পাচ্ছো।"

দোকানী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিয়ৎক্ষণ নিশিবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। নিশিবাবুর মুখে সেই ধূম আবরিত আলোকেও কোন উন্মত্ততারচিহ্ন দেখিতে না পাইয়া ধীরে ধীরে বলিল—"বাবু, আমি তা জিজ্ঞাসা কচ্ছি না—জিজ্ঞাসা কচ্ছি, আপনারা ?"

নিশিবাবু—বলিয়া উঠিলেন, "কি মুস্কিলেই পড়্‌লেম,—আমরা কি,—আর তোমায় কি রকমে বুঝাই,—আমরা পড়ো,—কলেজের ছাত্র।"

দোকানী বলিল,—"ব্রাহ্মণের হুঁকা দেব না শূদ্রের হুঁকা দেব ?"

নিশিবাবু বলিলেন,—"ওঃ—এই কথা,—আমি ব্রাহ্মণের ছেলে সে বিষয় সন্দেহ নাই। আমার এই বন্ধুটী কায়স্থ, তবে শূদ্র বলে স্বীকার করেন না,—ইহাকে বর্ম্মণ বলিতে পার।"

দোকানী বিস্মিত ভাবে বলিল, "বর্ম্মণ—বর্ম্মণ কই শুনি

নাই। জল চলে তো? বাবু,—আপনি ঐ কেরোসিনের খালি বাক্সটায় গিয়ে বসুন। কিছু মনে কর্ব্বেন না,—অনেক ভাল ভাল ঠাকুর মহাশয়েরা আমার দোকানে পদধূলি দেন।"

নিশিবাবু গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—"বর্ম্মণ মশায়,—কেরোসিন বাক্সে যাও!"

যতীন উঠিলেন,—বলিলেন, "তুমি তামাক খাও,—আমি গাড়ী দেখি!"

দোকানী বলিল,—"বাবু কিছু জলপান করুন, কি দিব! মোণ্ডা খুব উৎকৃষ্ট আছে।"

এই কথায় নিশিবাবু এমনই বিকট অভূত-পূর্ব্ব উদ্গার যত্নে উদ্গারিত করিলেন যে,দোকানদার প্রায় চমকিত হইয়া লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, যতীন হাসিয়া ফেলিল,—কিন্তু নিশিবাবুর মুখ কুঞ্চিত হইল না,—তিনি পেটে হস্ত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, —"শিষ্য বাড়ী হইতে আসিতেছি,—এখন কিছুই হজম হয় নাই!"

"সঙ্গে কিছু লয়ে যান।"

"এ কথা ভাল,—যতীন কি বল?"

"কি মিষ্টান্ন দিব?"

"ভাল যা থাকে দাও।"

টাকাটাকের বিষ ক্রয় করিয়া ঠোঙ্গা হস্তে নিশিবাবু গোযানের নিকট উপস্থিত হইলে, যতীন বলিলেন,—"ওগুলো খেলে আর বাঁচবে না!"

"যাদের কাছে উপাদেয়,—তাদেরই দিচ্ছি" এই বলিয়া নিশিবাবু গাড়োয়ানকে বলিলেন,—"কর্ত্তা,—আমরা এক পেট তোমাদের খাসা জলপান উদরস্থ করেছি,—তোমাদের জন্মও এক ঠোঙ্গা এনেছি, নাও।"

গাড়োয়ান মহাহর্ষে ঠোঙ্গা লইয়া বলিল, "কর্ত্তাদের খেয়েই মানুষ। এই আর হাটবারে কোলকাতার এক বাবুরি ঝিনেদা পৌঁছায়ে দেই—কর্ত্তা দুই চিড়ি মণ্ডা—"বলিতে বলিতে গাড়োয়ান হাসিয়া ফেলিল এবং কথা সমাপ্ত না করিয়াই নিশিবাবুর দিকে চাহিয়া বলিল,—ওঠেন কর্ত্তারা! বকৃনা জুতি!"

নিশিবাবু ও যতীন সুড়ঙ্গ প্রবেশের ন্যায় হেট মুণ্ডে কষ্টে গাড়ীর ছইয়ের ভিতর প্রবিষ্ট হইলেন। তথায় উচ্চ বিচালি-শয্যার উপর গোযান-চালকের সুপরিষ্কৃত কন্থা শোভা পাইতেছিল। উভয়ে সেই সুখ-শয্যায় সুখাসন অধিকার করিবার চেষ্টা পাইতেছিলেন,—এমন সময়ে এক মহা বিপর্য্যয় ঘটিল,—একটা গরু অসময়ে দুষ্টামি করিয়া সবলে দৌড় দিল। গাড়োয়ান গরু সাম্‌লাইতে গিয়া গাড়ীর মুখ ছাড়িয়া দিল,—নিমেষে তাহা আকাশমুখী হইল, পশ্চাদ্ভাগ সশব্দে ভূমি লইল,—যতীন গড়ায়মান হইয়া কুপোকাত হইলেন,—তাহার উপর নিশিবাবু লুণ্ঠিত হইলেন। গাড়োয়ান বলিল,—"কর্ত্তারা দুঃখু পালেন কি?"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হাট

কোন গতিকে গোযান গো-সংযুক্ত হইল,—তাহারা বহুতর লেজমলা খাইল, সঙ্গে সঙ্গে একটু লম্ফ ঝম্ফ করিয়া পশ্চাৎস্থ দুই পদের ব্যবহার করিতেও ছাড়িল না। তাহার বিনিময়ে তাহার আত্মীয়া ললনাগণ নানা মধুর সম্ভাষণে সম্ভাষিত হইলেন,—কোন গতিকে যতীন ও নিশিবাবু আবার হামাগুড়ি দিয়া যানের গর্ভস্থ হইলেন। সহসা প্রবল বেগে গোবংশাবতংশদ্বয় ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল,—নিশিবাবু জমি লইয়া ছিলেন, তাঁহার উপর যতীন সাঙ্ঘাতিক ভাবে ভূমিসাৎ হইলেন। নিশিবাবু তাঁহাকে হিচ্‌ড়াইয়া টানিয়া পার্শ্বে শাসিত করিলেন;—বলিলেন, "বুদ্ধি থাকে তো সটান লম্বা হয়ে থাক। এ ব্রতের এই কথা।"

যতীন কথা কহিলেন না,—দুই হস্তে সবলে গোযানের দুই দিক্‌কার বংশদণ্ড ধরিয়া দন্তে দন্তে পেষিত করিয়া বসিয়া রহিলেন,—তাহাতেও শান্তি নাই, মধ্যে মধ্যে উত্তোলিত ও অধঃপতিত হইতে লাগিলেন। নিশিবাবু কিন্তু চক্ষু মুদিত করিয়া নাসিকা গর্জ্জন আরম্ভ করিলেন। যতীন তাঁহার ব্যবহারে রাগিবেন না হাসিবেন তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

এইরূপে গাড়ীর ভিতর লম্ফ ঝম্ফ, এপাশে উৎক্ষিপ্ত ও পাশে

বিক্ষিপ্ত হইয়া—অস্থিমাংস সমস্ত পেষিত হইয়া তাঁহারা রাত্রি যাপন করিলেন। ক্রমে সূর্য্যি মামা পশ্চিম গগণ লাল করিয়া ধীরে ধীরে উদিত হইলেন,—গাড়ীও মেহেরপুরের বাজারে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। এতক্ষণে একটু বিশ্রামের অবসর পাইয়া একটা গরু স্কন্ধের দণ্ডের নিম্ন দিয়া সুকৌশলে মস্তক অপসারিত করিয়া লইল। অপরটীর উপর সমস্ত ভার পতিত হওয়ায় সে ধরাশায়ী হইল,"কর্ত্তারা হুসিয়ার থাকবেন," সারথীর মুখ হইতে এ কথা বাহির হইতে না হইতে কামান হইতে নিক্ষিপ্ত গোলার ন্যায় নিশিবাবু ও যতীন স্বইচ্ছায় অনিচ্ছায় একেবারে বাহিরে আসিয়া সেই বাজারের লক্ষ হাটুরিয়ার পদধূলি মণ্ডিত হইয়া গা ঝাড়িতে ঝাড়িতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। যতীন রাগতভাবে আরক্তিম নয়নে চাহিলেন, নিশিবাবু কানে পৈতা গুজিয়া নিকটস্থ জঙ্গলের দিকে ছুটিলেন।

তখন গাড়োয়ান বলিল,—"এহান থেকে হৈ কাছারি দেখা যায়। এই হানে কর্ত্তারা পাকের কাজ সারিয়া লন,—আমি বকনা ছুটোয়ে ঘাস খড় দি।"

সে গাড়ী এক পার্শ্বে টানিয়া রাখিয়া গরু দুইটীকে টানিতে টানিতে নিকটস্থ কর্দ্দমাক্ত জলপূর্ণ পুষ্করিণীর অপভ্রংশ ডোবার দিকে চলিল। মেহেরপুরের এ বাজারটী প্রকৃত বাজার নহে,—বাজার সহরের ভিতর,—এটী সহরের প্রান্তসীমায় স্থাপিত,—দুই তিন খানি দোকান মাত্র আছে,—অপর সকলই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খালি

দোকান ঘর বড় বড় অশ্বথ বটের ছায়ায় সুখে বিশ্রাম লাভ করিতেছে, দেখিলেই বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে এটী একটী হাটের বিস্তৃত স্থান, এখানে হাটের দিন বহু দোকানের ও বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে। বকনাদ্বয় সমস্ত রাত্রি চলিয়া আর এক পদও অগ্রসর হইতে অসম্মতি প্রকাশ করায় সারথী এই স্থানেই রথ স্থাপনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। চালকের বহু তাড়নায়ও তাহারা একপদও অগ্রসর হইতে অসম্মত হইয়াছিল। কাজেই মেহেরপুরের বহুদূরে উভয় পান্থ রথহারা হইয়া দিশেহারা হইলেন।

নিশিবাবু নিরুদ্দেশ,—যতীন কি করিবেন,—তাহাই সেই বৃক্ষতলে দণ্ডায়মান হইয়া চিন্তা করিতে ছিলেন,—এই সময়ে নিশিবাবু কচ্ছ গুজিতে গুজিতে তথায় আসিয়া চক্ষের ইঙ্গিত করিয়া দূরস্থ জঙ্গল দেখাইয়া দিয়া বলিলেন,—"ঐ দিকে!"

যতীন বলিলেন, "এখন থাক।"

নিশিবাবু বলিলেন, "এই খানেই সুবিধা,—সহরে পাঁচ আইন আছে।"

সর্ব্বাঙ্গে দারুণ বেদনা,—কি কুক্ষণেই তিনি নিশিকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন, কলিকাতা হইতে বাহির হইয়া পর্য্যন্ত এক মুহূর্ত্তও শান্তিলাভ করিতে পারেন নাই,—সমস্ত রাত্রি গোযানে অস্থিমাংস চুর্ণীকৃত হইয়া গিয়াছে,—সর্ব্বাঙ্গে বেদনা,—এত দুঃখেও নিশি-বাবুর বাক্যে যতীনের হাসি আসিল, তিনি ঘাড় নাড়িলেন।

নিশিবাবু বলিলেন, "তবে এই দোকান ঘরে এস,—এখান থেকেই ভোজনের কাজটা সেরে যাওয়া যাক্,—কি জানি ভগবান্ কি মাপাইয়াছেন!"

নিশিবাবু কথা শুনিবার লোক নহেন;—সুতরাং যতীন কোন· কথা না কহিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। ক্ষুদ্র দোকানঘরখানি যে কিসের দোকান, তাহা বলা বড়ই দুর্ঘট। ঘরের এক পার্শ্বে একখানি মাচা,—তাহার উপর একটা শত ছিন্ন মাদুর,—মাচার পার্শ্বে প্রাচীর অবলম্বন করিয়া দুইটী ডাবা,—সম্মুখে কয়েকটা মাটীর গামলা আছে বটে,—কিন্তু দ্রব্যাদির বড় সম্বন্ধ নাই।

উপরে দাঁড়ে একটী টিয়া পাখী,—তাহার বৃহৎ নীল লেজ নাচাইয়া আগন্তুকদ্বয়ের দিকে গোল চক্ষু উত্তোলিত করিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছে। নিশিবাবু অগ্রসর হইলে সে তাহার সুধার কঠিন চঞ্চু তাহার মস্তকে ব্যবহার করিবার জন্য সমুদ্যত হইল দেখিয়া, নিশিবাবু সরিয়া দাঁড়াইলেন।

দোকানী একটি ঘটী পার্শ্বে রাখিয়া গৃহের বাহিরে ঘরের পার্শ্বে সবলে দাতন ব্যবহার করিতেছেন। গৃহদ্বারে এক সুগোল শ্যাম-বর্ণাসুন্দরী বাম হস্তে হুকা, দক্ষিণ হস্তে কলিকা, তাহাতে পানে চর্চ্চিত লাল ঠোঁঠ ফুলাইয়া ফুঁ লাগাইতেছে,—সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিম দৃষ্টিতে পান্থদ্বয়কে বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, হাবে ভাবে এই রঙ্গিণীর সর্ব্বাঙ্গ ডগ মগ করিতেছে।



এখানে পাকের আয়োজন হতে পারে?”

(লক্ষ্মী লাভ—পৃঃ ১৭৩)

নিশিবাবু আড চোকে এই প্রণয়ীযুগলের প্রণয় বিবরণ এক নিমিষে হৃদয়স্থ করিয়া দন্তমার্জ্জনে নিযুক্ত দোকানীকে বলিলেন,—"এখানে পাকের আয়োজন হতে পারে ?"

সে দাতন চালন আরও সবেগে বৃদ্ধি করিয়া বলিল "যান।"

নিশিবাবু সাহসে ভর করিয়া সুন্দরীর সম্মুখীন হইয়া বলিলেন,—"যান কি বাছা ?"

সুন্দরী অপরূপ রঙ্গময়ী হাসি মৃদু হাসিয়া মুখ ফিরাইয়া লইয়া বলিলেন,—"আ মরণ মিন্সে।"

এ রাগ নয় রঙ্গ, তাহা নিশিবাবু উপলব্ধি করিলেন, কিন্তু যতীন পশ্চাত হইতে তাঁহার কাপড় টানিয়া বলিলেন,—"চলে এস।"

নিশিবাবু বলিলেন,—"দাঁড়াও না বাপু, ব্যস্ত হও কেন,—বলি বাছা, আমরা এখানে দুটী রেঁধে বেড়ে খেতে পারি কি ?"

আবার সেই হাস্য, আবার মুখ ঘূর্ণন, তৎপরে, "পারো বই কি—যম তোমায় নেয় না!"

নিশিবাবু যুদ্ধে সহজে পরাজিত হইবার নহেন, বলিলেন—,"ঐ যে তোমার কর্ত্তাটী বল্লেন—"

এবার রঙ্গিণী উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন, হাসিতে হাসিতে প্রায় গড়াইয়া পড়িয়া বলিলেন,—"ওমা, মিন্সে বলে কি ?"

তাহার উচ্চ হাস্যে দোকানী দাতন ফেলিয়া সত্বর ঘটী লইয়া

দাঁড়াইয়া উঠিল, লোহিতনয়নে নিশিবাবুর দিকে চাহিতে লাগিল, বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিল, "ভদ্র মানুষের মত কাপড় চোপড, তোমরা তো খুব ভদ্রলোক দেখ্‌চি। মশায়, এখন থেকে যাও —ভাল—ভাল—ভাল হবে না বল্‌ছি ?"

নিশিবাবু বলিলেন,—"তুমি রাগ কচ্ছ কেন বাপু ?"

দোকানী রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল,—"রাগ—যাও এখনই—মশকারমো করবার আর যায়গা পাওনি।"

আর একটা বিপর্য্যয় কাণ্ড ঘটে, যতীন কাতরে বলিলেন, "ভাই—তোমার পায়ে পড়ি চলে এস।"

নিশিবাবু একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, দোকানীর চীৎকারধ্বনিতে অন্যান্য দোকান হইতেও দুই চারি জন লোক বাহির হইয়া সেই দিকে আসিতেছে, এ অবস্থায় এখানে আর বিলম্ব করা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা না করিয়া তিনি দ্রুত পদে মেহেরপুরের পথে চলিলেন,—যতীন তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে প্রায় ধাবিত হইলেন।

সহসা এক মলিন দুর্গন্ধময় গামছা যতীনের গলায় পড়িল, —সেই গামছা কে পশ্চাৎ হইতে সবলে টান মারিল,—যতীন পড়িতে পড়িতে রহিয়া গেলেন,—তিনি স্তম্ভিত ও চকিত। গোযানচালক ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার এ লাঞ্ছনা করিয়াছে—না দিয়ে বলিতেছে, "বাবুরা ভদ্দোর মানুষ ভাবিছেলাম—আমারে টাকা সরচো !"

নিশিবাবু ফিরিলেন , বলিলেন,—"বাপু হে, তুমি কি ভাব যে আমরা আমাদের বাক্স পেটরা তোমায় দান করে চলে যাব,"—তৎপরে তিনি চক্ষু আরক্তিম করিয়া অতি ভয়াবহ স্বরে বলিলেন,—"বেটা বিয়াকুব।"

গাড়োয়ান সভয়ে যতীনের গলার গামছা ছাড়িয়া দিয়া কাতরে বলিল, "বাবুগার চেনবার পারিনি--ঠিক বলেছেন,—আপনাগার বাক্স পেটরা গাড়ীতে রইছে।"

নিশিবাবু মুষ্টি তাহার নাকের উপর উত্তোলিত করিয়া গর্জ্জিয়া বলিলেন,—"শালা আহম্মুক।"

সে রোরুদ্যমান স্বরে বলিল,—"কর্ত্তা মাপ করে—ঐ মেয়ে মানুষটী বল্লে যে তোর সোয়ারী ভাগ্ছে!"

"তবে বিয়াকুব তোকে মাপ কল্লেম, যা,—গাড়ী নিয়ে মেহেরপুরে আয় আমরা হেটে যাচ্ছি," এই বলিয়া নিশিবাবু যতীনের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিতে হাসিতে অগ্রসর হইলেন।

যতীন অতি দুঃখিত স্বরে বলিলেন,—"তোমার সঙ্গে এসে এ লাঞ্ছনাও সহ্য কর্ত্তে হলো।"

নিশিবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "যতীন তুই দেখ্ছি নিতান্ত রসবঞ্চিত,—বাপু মেয়ে মানুষের রসিকতায় রাগ।"

যতীন কথা কহিলেন না; তাঁহার কথা কহিবার ক্ষমতা বিলুপ্ত হইয়াছিল। ক্ষোপে দুঃখে তাঁহার চক্ষু ভেদ করিয়া অশ্রু বাহির হইবার মত হইয়াছিল। তিনি সত্যই এবার

নিশিবাবুর উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি বিনা বাক্য ব্যয়ে নিশিবাবুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ—মেহেরপুরের দিকে চলিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কাছারি

গাড়োয়ান বলিয়াছিল, ঐ মেহেরপুর দেখা যায়, কিন্তু যতীন ও নিশিবাবু ঘণ্টাখানেক হাটন কার্য্যে নিযুক্ত রহিলেন, তবুও মেহেরপুরে উপস্থিত হইতে পারিলেন না। পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন তাঁহাদের রথ অতি মন্থর গমনে প্রায় এক ক্রোশ দূরে ধীরে ধীরে আসিতেছে;—পথে মধ্যে মধ্যে লোক দেখিলেই নিশিবাবু জিজ্ঞাসা করেন, "বাপু, মেহেরপুর আর কত দূর ?"

"ঐ যে কর্ত্তা দেখা যায়," বলিয়া সে চলিয়া যায়,—উভয় বন্ধুও চলিতে থাকেন, কিন্তু মেহেরপুর আর দেখা যায় না। নিশিবাবু অতি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "এই আহম্মুকদের দূরতার জ্ঞান একেবারেই নাই।"

যতীনের কথা কহিবার আর বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না, তিনি কথা কহিলেন না।

এক স্থানে দুইটী রাস্তা,—কোন পথে যাইবেন ভাবিয়া নিশিবাবু একটু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন একটী প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ সুগোল ভুড়ি,—মস্তকে দীর্ঘ চৈতন,—গলায় পৈতা দ্রুত পদে সেই দিকে আসিতেছেন। তাহাকে দেখিয়া নিশিবাবু বলিলেন,—"এইবার এক জন ভদ্রলোক

পাওয়া গিয়াছে,—ইহাকে জিজ্ঞাসা কল্লে আর কতদূর ঠিক আছে জান্‌তে পার্ব্বো।"

ব্রাহ্মণ অতি ব্যস্তসমস্ত হইয়া দ্রুত পদে যাইতেছিলেন, নিশিবাবু বলিলেন, "মশায়,—একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্ব্বো ?"

ব্রাহ্মণ দাঁড়াইলেন বটে কিন্তু অতি রাগত ভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন। নিশিবাবু অতি বিনীতভাবে বলিলেন,—"মেহেরপুর আর কত দূর আছে ?"

"কোথায় যাবে ?"

"এইতো বলিলাম মেহেরপুরে।"

"আর মশকারমো কর্‌বার যায়গা পাওনি—আহম্মুক! এ দিকে আমার গরু পণ্ডেতে ধরে নিয়ে যাচ্ছে," এই বলিয়া ব্রাহ্মণ উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলেন।

নিশিবাবু হাসিয়া উঠিলেন,—বলিলেন, "যথার্থই বেশী দিন কলিকাতায় থেকে আমরা আহম্মুখ হয়ে গিয়েছি। ইহাদের লীলা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

এই সময়ে এক জন চাষা লাঙ্গলস্কন্ধে দুইটী গরু তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছিল। নিশিবাবু তাহাকে ধরিলেন;—বলিলেন, "মেহেরপুর আর কত দূর আছে! দোহাই বাপু, ঐ দেখা যায় আর বলো না!"

সে নিশিবাবুকে উন্মত্ত ভাবিয়া বিস্মিত ভাবে বিস্ফারিত নয়নে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, বোধ হয় তাঁহার মুখে

সেরূপ কোন চিহ্ন না দেখিয়া ধীরে ধীরে বলিল,—"কর্ত্তা, এইতো মেহেরপুর আসুছেন।"

নিশিবাবু বলিয়া উঠিলেন,—"এসেছি! কোথায় তোদের সহর?"

কৃষক বলিল,—"সহর কর্ত্তা একটু দুর হবানে, এই দুই চার রশি—ঐ হাকিমের কুঠি দেখা যায়।"

"আর কাছারি কোথায়?"

"ঐ কাছারি হচ্ছে—হুজুর বেয়ানে কাছারি করেন।"

"বেয়ানে কাছারি করেন—সে কি! তোদের হাকিম সকালেই কাছারি করেন?"

"হা কর্ত্তা,—ঐ কাছারি হচ্ছে।"

"শীঘ্র শীঘ্র, কি মুস্কিল,—সবই বিটকেল," এই বলিয়া নিশিবাবু যতীনের হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে ছুটিলেন; বলিলেন,—"হয়তো এতক্ষণ মকর্দ্দমা হয়ে গেল। তবে ভয়ের কোন কারণ নাই।"

যতীন অতি ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিলেন, অতি ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভয় নাই কেন?"

"তার বন্দোবস্ত আছে শীঘ্র এস," এই বলিয়া নিশিবাবু ছুটিলেন,—তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যতীনও ধাবিত হইলেন। পশ্চাৎস্থ রথ, তদুপরিস্থ তাঁহাদের বাক্স পেটরা, সকল কথাই তাঁহারা বিস্মৃত হইলেন।

সম্মুখে কাছারি বাড়ী,—একটী লাল অট্টালিকা, দূরে দুই একখানি মেটে আটচালা,—ইহাতেই দুর্ভাগ্য মুন্সেফগণের স্থান।—ইষ্টকালয়ে হাকিমই বার দিয়া উপবিষ্ট হয়েন। এ হাকিমটির অনেক বিষয়ই নূতন,—সকলে যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে কাছারি করেন কিন্তু ইঁহার দুই প্রহরে নিদ্রা দিবার অভ্যাস থাকায়,—সকালে ও সন্ধ্যায় কাছারি করিয়া থাকেন। তাহাতে যে বহু হতভাগ্যের নানা ক্লেশ পাইতে হয়, তাহা তিনি একবারও তাঁহার বিশাল হৃদয়ে স্থান দান করেন না।

আজও বিভীষিকা উৎপাদক হাকিম কাছারিতে বার দিয়া বসিয়াছেন,—সম্মুখস্থ বটবৃক্ষনিয়ে দুর্ভাগ্য উকিল মোক্তারগণ প্রাচীন কালের ইজের চাপকান ও স্যামলাধারী হইয়া কানে কলম গুঁজিয়া ঘুরিতেছেন,—স্থানে স্থানে মামলাকারীদিগের সহিত পরামর্শ করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে দুই চারিজন লালপাগড়ী নীলকুর্ত্তাধারী রাজ-প্রতিনিধিগণ দুই পয়সা সংগ্রহের চেষ্টা পাইতেছেন। হুজুরের চাপরাশি বড় ব্যস্তসমস্ত হইয়া এ দিকে ও দিকে ঘুরিতেছে,—স্থানে স্থানে আসিয়া ব্যগ্র ব্যাকুলিত ব্যক্তিগণের সহিত ফিশ্ ফিশ্ করিয়া কি বলিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে সিকি দুয়ানি স্থানান্তরিত হইতেছে!

তবে আদালতের বাহিরে বড় লোকসমাগম নাই,—নিশিবাবু দেখিলেন, আদালতের ভিতরই বড় ভীড়,—সকলেই সেই খানে উঁকি মারিতেছে! যতীন ব্যগ্রভাবে অতুলবাবুকে খুঁজিতে

লাগিলেন, কিন্তু তাঁহাকে কোথায়ও দেখিতে না পাইয়া বড়ই ভাবিত হইয়া উঠিলেন। নিশিবাবু আদালতের দ্বারে আসিয়া গলা বহু ঊর্দ্ধে তুলিয়া উঁকি মারিলেন,—তাহাতে উচ্চাসনে উপবিষ্ট একটী মাত্র গম্ভীর ভাবাপন্ন মুণ্ড দেখিতে পাইলেন,—কর্ণে হাউ হাউ কতকটা অস্পষ্ট শব্দ মাত্র প্রবেশ করিল,—বুঝিলেন সে বাঙ্গালীর কণ্ঠস্বর নহে!

গৃহমধ্যে এতই ভীড় যে প্রবেশের উপায় ছিল না,—সকলে নীরব নিস্তব্ধ,—কাহারও কোনরূপ শব্দ করিবার সাহস ছিল না, কারণ এই হাকিমটি এতই কড়া যে, তাহার আদালতে কেহ বিন্দুমাত্র শব্দ করিলে তিনি চাপরাশি দিয়া তাহার কান মলিয়া দিতেন। দ্বারে নন্দীকে পরাজিত করিয়া এক লালপাগড়ী পাহারায় ছিল, নিশিবাবু ভীড় ঠেলিয়া একটু ভিতরে দেহ প্রবেশ করণের উদ্যম করায় সেই ভীম মূর্ত্তি অস্পষ্ট চোপ শব্দ করিয়া তাঁহাকে সবলে দূরে বিতাড়িত করিল। অগত্যা নিশিবাবু বাহিরে আসিলেন। জননীর অঞ্চলধারী শিশুর ন্যায় যতীন, নিশিবাবুর সঙ্গ ছাড়িতে ছিলেন না,—তিনিও হতাশ চিত্তে বাহিরে আসিলেন।

নিশিবাবু এক কলম কর্ণে ছিন্ন চাপকানধারীর নিকট আসিয়া বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মশায়, কার মকর্দ্দমা হচ্ছে?"

তিনি ভীত দৃষ্টিতে কিয়ৎক্ষণ নিশিবাবুর দিকে চাহিয়া রহিলেন; তৎপরে বলিলেন,—"আপনারা বোধ হয় কলকাতা থেকে আসছেন?"

"আজ্ঞে হাঁ!"

"আপনার নাম কি নিশিবাবু?"

"আজ্ঞে হাঁ!"

"এই দিকে আসুন—এই দিকে আসুন—ওরে গোপলা এই খানে ভাল গালচে খানা পেতে দে—বেটা, ভাল ব্রাহ্মণের হুকায় তামাক নিয়ে আয়!"

যতীন অবাক্,—তিনি এই ভদ্রলোকের এক কথারও অর্থ উপলব্ধি করিতে পারিলেন না,—তিনি বিস্মিত ভাবে লোকটীর মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন! নিশিবাবু কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু চাপকানধারী তাঁহাকে কোন কথা বলিতে দিলেন না,—বলিলেন,—"বসুন—বিশ্রাম করুন, আপনারা বড়লোক, নিশ্চয়ই এতদূর আস্‌তে খুব কষ্ট হয়েছে—খান—তামাক খান,—গোপলা, বেটা লোক চিনিস নে,—তোর ভাল খিলি বিশ পঞ্চাশটা নিয়ে আয়!"

যতীন এতক্ষণে স্থির সিদ্ধান্তে আসিলেন যে, লোকটী নিতান্তই উন্মাদ। এতক্ষণে নিশিবাবু কথা কহিবার একটু সময় পাইয়া বলিলেন,—"আপনি—"

তিনি ব্যগ্রভাবে হাস্যে মুখব্যাদন করিয়া বলিলেন,—"আমি আপনার জুনিয়ার মোক্তার, আমার সিনিয়ার রামহরি আদালতে আছেন, এখানকার সেরা উকিল দোলগোবিন্দবাবু সাহেবকে ইনিসট্রকসন দিচ্ছেন,—সাহেব খুব লড়ছেন,—আমরা তুড়ে দিয়ে

জিতে নেব। কোন ভয় বা চিন্তার কারণ নেই—তামাক খান,—কিছু জল খাবারের বন্দো বস্ত করি!"

নিশিবাবু কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই তিনি "শ্যামা—বেটা এই দিকে আয়," বলিয়া ছুটিলেন!

তখন যতীন, নিশিবাবুকে বলিলেন,—"এ লোকটা কি বলে, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না! এ কার মকর্দ্দমার কথা বল্‌ছে!"

নিশিবাবু বলিলেন,—"অতুলবাবুর মকর্দ্দমা। তাঁরই মকর্দ্দমা হচ্ছে।"

যতীন অতি ব্যগ্র হইয়া বলিলেন,—"তবে শীঘ্র চল।"

নিশিবাবু বলিলেন,—"আমরা গিয়ে কি কচ্ছি! দেখিলে তো সে দুয়ারে জাগে হনু। যাহাদের থাকা উচিত, তারাই আছে।"

"আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি নে!"

"এই পর্য্যন্ত জেনে রাখ, নিশি যে কাজে হাত দেয়, তার শেষ পর্য্যন্ত না দেখে ছাড়ে না। আমি অতুলবাবুর মকর্দ্দমার যখন ভার লইয়াছিলাম, তখন সে সম্বন্ধে যাহা করা উচিত তাহা করিয়াছি। আমার একজন কর্ম্মচারী ব্যারিষ্টার লইয়া এখানে এসেছে—এক মোক্তারতো দেখ্‌লে,—এই রকম আরও দুচারটে নমুনা ঐ ভিতরে আছে! রজতচক্রে অনেক কার্য্য উদ্ধার হয়—যতীন ভায়া—"

তৎপরে অতি গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"তবে সব হয় না।"

যতীন বলিলেন,—"সে কি?"

নিশিবাবু হতাশ ভাবে বলিলেন,—"সে পত্রলেখা।"

এই সময়ে এক ব্যক্তি ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন,—"এই যে বাবু এসেছেন! মকর্দ্দমা জিত হয়েছে। এই সাহেব আস্‌ছেন, —আপনার কথা বলি।"

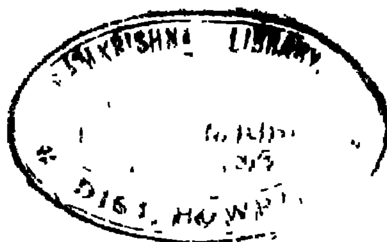
তিনি আবার ছুটিলেন, এই সময়ে বহু লোকে পরিবেষ্টিত হইয়া কৌন্সিল সাহেব তথায় উপস্থিত হইয়া নিশিবাবুর হস্ত প্রায় তাঁহার ডানা হইতে বিচ্যুত করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"আপনার বন্ধু খালাস পাইয়াছেন। এই হাকিমটির নিকট এই প্রথম গরুছিনাই মকর্দ্দমা খালাস পাইল। ইহার আদালতে এই বৎসরে চারি হাজার ছয় শত নব্বইটী গরুছিনায়ের মকর্দ্দমা হইয়াছে। সকলেই জানিয়াছে যে, গরুছিনাই মকর্দ্দমা হইলে হাকিমটী জেল দিযা থাকেন, তাহাই যে যাহাই করুন, চুরি ডাকাতি জাল সব মকর্দ্দমাই গরুছিনাই বলিয়া নালিস করে, সুতরাং বলিতে হয়, হাকিমটী একটা প্রকাণ্ড উষ্ট্র!"

যতীন নিশিবাবুর পশ্চাতেই দাঁড়াইয়াছিলেন,—অতুলবাবু খালাস পাইয়াছেন শুনিয়া আনন্দে তাঁহার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইল,—তিনি কথা কহিতে পারিলেন না,—অতুলবাবুর মুখের দিকে ব্যাকুল নয়নে চাহিতে লাগিলেন।

সাহেব হাসিতে হাসিতে গাড়ীতে গিয়া উঠিলেন। অতুলবাবু

কাছারি

সজলনয়নে নিশিবাবুর হস্ত ধরিয়া বলিলেন,—"আপনিই আমায় রক্ষা করিলেন,—আপনার ঋণ শোধ দিবার নয়।"



চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নৌকায়

গোযান যাত্রার সাধ নিশিবাবুর আর বিন্দুমাত্র ছিল না। যতীনের অস্থিমজ্জার বেদনাও ক্রমে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছিল, —তাহাই মকদ্দমায় জয় লাভ করিয়া, তাঁহারা এবার নৌযানে অভিযান করিবার জন্য ইচ্ছুক হইলেন। অতুলবাবু ফৌজদারী দণ্ডবিধির করাল কবল হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহাদের অনুসঙ্গী হইলেন।

আর এ স্থলে তিলার্দ্ধ বিলম্ব করা মূল্যবান্ সময়ের অপব্যবহার করামাত্র ভাবিয়া, তাঁহারা তিন জনে বহুদূর পদব্রজে আসিয়া, এক দুই মাল্লার নৌকা ভাড়া করিয়া, আবার পথের পথিক হইলেন। নৌকা ভরতর করিয়া যতীনের দেশাভিমুখে ধাবিত হইল।

নিশিবাবু ক্ষুদ্র নৌকার ক্ষুদ্র ছয়ের ভিতর শয্যা রচনা করিয়া লম্বা হইতেছিলেন, কিন্তু যতীন বলিলেন,—"এ বেলায় খাবার দাবারের কি হবে?"

অতুল বাবুর এ পথে যাওয়া আসা ছিল,—তিনি বলিলেন,— "আর একটু গেলে বসুন্ধের বাজার পাইব; সেখানে সব কিনিয়া লইয়া রাধা হইতে পারে।"

যতীন বলিলেন,—"নিশিবাবু, রাঁধ্‌বে নাকি ?"

নিশিবাবু চক্ষু মুদিত করিয়া দূরস্থ কোন অপরূপ সুখের গভীর ধ্যানে নিযুক্ত ছিলেন, তদবস্থায় বলিলেন,—"নিশ্চয়।"

আর কেহ কোন কথা কহিলেন না। ক্ষেপণীর তালে তালে নিক্ষেপণে ক্ষুদ্র নদীবক্ষে ক্ষুদ্র নৌকা নাচিতে নাচিতে চলিল। দুই পার্শ্বেই মধ্যে মধ্যে গ্রাম, দরিদ্র কৃষকদিগের বসতিস্থান, মেটে ঘরগুলি অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন,—কৃষক-মহিলাগণের নিয়মিত মাজা ঘসায় সকলই ঝক্‌ ঝক্‌ করিতেছে। প্রত্যেক গৃহের চারিদিকে আম, কাটাল, নারিকেল, সুপারির বাগান,—সেই সুন্দর সুন্দর গ্রাম্য বাগানের মধ্যে কৃষকের গৃহ-গুলি সুন্দর ছবির ন্যায় শোভা পাইতেছে।

তীরে গোপাল বালকগণ উলঙ্গ, অর্দ্ধ উলঙ্গ অবস্থায় হাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দণ্ড লইয়া গো তাড়াইয়া গৃহে ফিরিতেছে। কেহ কেহ মনের সাধে গ্রাম গীতিতে চারিদিক প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে গ্রামের দিকে চলিয়াছে।

স্থানে স্থানে এ ও সে ঘাটে অবগুণ্ঠনবতী রমণীকুল জল লইয়া কলসীকক্ষে উপরে উঠিতেছেন। কোন কোন স্থানে বড় ছিপ ফেলিয়া কেহ কেহ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জলের দিকে চাহিয়া আছে। আবার কোন স্থানে বৃহৎ ছিপ মাটিতে প্রোথিত রহিয়াছে। তাহার সূত্রের অগ্রে বঁড়সিতে বিদ্ধ ক্ষুদ্র মৎস্য যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে;—দুই একটা বড় সাল বোয়াল মাছ তাহা গ্রাস

করিয়া ইহলীলা সম্বরণের পথে বসিয়াছে। কোন স্থানে বৃক্ষ-পার্শ্বে ভীমরূপী মৎস্যঘাতক বড "টেঁটা" মস্তকের উপর তুলিয়া জলমধ্যস্থ মৎস্যের প্রাণ সংহারের জন্য উদ্গ্রীব ভাবে বিস্ফারিত চক্ষে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। চারিদিকেই বিভিন্ন প্রকারে মৎস্য আহরণের চেষ্টা!

এই সময়ে নৌকার পশ্চাত হইতে মাঝী বলিল,—"কর্ত্তা, হাট খোলায় ভিডি? আজ হাটবার দেখ্ছি।"

বাবুদিগের উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই সে নৌকা ঘুরাইল,—দাঁড়িগণ দাঁড তুলিয়া লগি ধরিল। তীরে রং বেরংঙ্গের বহুতর নৌকার সমাগম হইয়াছিল; কোনরূপে নৌকা ঠেলিয়া লইয়া তীরে লইয়া বাঁধিল। মাঝী নৌকার ছইয়ের উপর দিয়া মস্ মস্ করিয়া আসিয়া সম্মুখে নামিল; বলিল,—"কর্ত্তা, একটা টাকা হুকুম করেন,—কিছু হাঠ বাজার করে লই।"

তিন বাবুই ছইয়ের অন্তরাল হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। নিশিবাবু হস্তপদ বিস্তৃত করিয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাঠিন্য দূর করণ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন; মাঝীর আবেদন কর্ণগোচর হওয়ায়, তিনি পকেট হইতে একটা টাকা দিয়া বলিলেন,—"আমরাও হাট বাজার করিব।"

"আসেন কর্ত্তা" বলিয়া মাঝী তীরে নামিল। একজন দাঁড়ী গামছা কাপড় লইয়া তাহার সঙ্গে চলিল। নিশিবাবুও তাহার

পশ্চাৎ পশ্চাৎ অবতীর্ণ হইলেন। যতীন ও অতুলবাবু তাঁহার আনুগামী হইলেন।

হাটে প্রায় দুই সহস্র লোক সমবেত হইয়াছে। একটা বিপর্য্যয় গোল হাট হইতে আকাশে সমুত্থিত হইতেছে! দুই সহস্র লোক একত্রে এক সঙ্গে কথা কহিতেছে,—কেহ কেহ গলা পঞ্চমে তুলিয়া দ্রব্যাদির দর লইয়া মহা বিতণ্ডায় নিযুক্ত হইয়াছে। হাটে কিছুরই অভাব নাই। চাল ধান স্তুপাকার হইয়াছে। সারি সারি মনিহারির দোকান বসিয়াছে,—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহে বেনে বেনাত দ্রব্য বেচিতেছে। নানাবিধ তরকারির সমাগম,—তাহার ভিতর সরু সরু লম্বা বেগুন,—বড় বড় মানকচু,—সাদা সাদা দিশি চাল কুমড়া,—লম্বা লম্বা বড় বড় লাউ,—সগাছ নিগাছ নানাবিধ পলাণ্ডুরও অভাব নাই!

মৎস্যও নানাবিধ আসিয়াছে। হাঁস, মুর্গী, পাঁটা পাঁটীও বিক্রয় হইতেছে। নানা বিভিন্ন প্রকারের বিভিন্ন রংয়ের বস্ত্র, গামছা, চাদরও প্রচুর হস্তান্তরিত হইতেছে। তিন বন্ধুতে হাটের চারিদিক্ পরিবেষ্টন করিয়া সকল দেখিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগকে অপরিচিত বিদেশী দেখিয়া, অনেকেই তাঁহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। সরকারি লোক ভাবিয়া সকলে সসম্ভ্রমে সরিয়া যাইতে লাগিল। কেহ কেহ বিনা কারণে হাত লম্বা করিয়া তাঁহাদের সেলামও দিল। যাহা হউক তাঁহারা খাদ্যাদি রন্ধনোপযোগী সমস্ত দ্রব্য ক্রয় করিয়া দাঁড়ীর স্কন্ধজাত

করিয়া নৌকায় প্রত্যাবর্ত্তিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণের পরেই মাঝীও তাহার বেসাতি করিয়া নৌকায় উঠিল, তখন নৌকা আবার তরতর করিয়া চলিল। সমস্ত রাত্রিই নৌকা চলিবে,—তবে যদি তাঁহারা প্রাতে যতীনের বাড়ী উপস্থিত হইতে পারেন!

অপরূপ মুখের ধ্যান করিলে পেটের জ্বালা নিবারিত হইবে না ভাবিয়া, নিশিবাবু পাক কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। জাতি প্রথায় নিশিবাবুর তত আগ্রহ ছিল না,—তবুও তিন জনের মধ্যে তিনিই ব্রাহ্মণ,—সুতরাং তাঁহাকে যে পাচকরূপে পরিণত হইতে হইবে, তাহা তিনি বিশিষ্ট রূপে অবগত ছিলেন,—সুতরাং আর অনর্থক বাক্যব্যয় না করিয়া, মাটীর উনানে কাষ্ঠ সংযোগ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিলেন। যতীনবাবু তরকারি প্রস্তুতে নিযুক্ত হইলেন, অতুলবাবু মাঝীর ক্ষুদ্র মৎস্যঘাতিনী যন্ত্র খোলের নিচে হইতে টানিয়া বাহির করিয়া, মৎস্যের প্রাণ সংহারে নিযুক্ত হইলেন।

নূতন হাঁড়ীতে, নূতন চাল ডাল;—তাহাতে যথেষ্ট ঝাল,—যথেষ্ট ঘৃত—নিশিবাবু অনতি বিলম্বে অতি উপাদেয় খিচুড়ী নামাইলেন। মৎস্য, তরকারিও হইল, সকলই উপাদেয়। নৌকার উপর গামছা পাতিয়া, কলাপাতায় এই গভীর হলুদবর্ণ অর্দ্ধ সিদ্ধ খিচুড়ী তাঁহারা যেরূপ উপাদেয় ও মিষ্ট মনে করিলেন, তেমন সুখাদ্য তাঁহারা আর কখনও জীবনে উপভোগ করেন

নাই। পাতা জলে ফেলিয়া, কল কল শব্দ-কারিণী সুশীতল নদীর সুবিমল জলে হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিয়া তিন জনে সে রাত্রের জন্য নিদ্রাদেবীর শান্তিময় ক্রোড়ে বিশ্রাম লাভ করিবার জন্য শয্যাশায়ী হইলেন। কে কখন নিদ্রিত হইয়াছিলেন বলা যায় না, তবে অতুলবাবু যে আজ পুলিশহস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হইয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই!

দুই একবার নিশিবাবুর নিশ্বাস প্রায় গভীর দীর্ঘ নিশ্বাসে পরিণত হইল;—যতীনও বহুক্ষণ ধরিয়া অন্ধকারে মিটি মিটি চাহিতে লাগিলেন। তাঁহারা কি কুক্ষণে ললিতবাবুর গৃহে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সাদা প্রাণে কে এমন করিয়া দাগা দিল!

তাঁহারা শয্যাশায়ী হইলে, মাঝী ও দাঁড়িগণ তাহাদের আহার্য্য প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত হইল। মোটা লাল চালের বড় বড় ভাত হাঁড়ীশুদ্ধ নামাইয়া, "ছালন" চড়াইয়া দিল, বোয়াল মাছের খণ্ড, তাহাতে ফালা ফালা "কদু";—তাহার উপর প্রায় অর্দ্ধসের পিঁয়াজ ও লঙ্কা,—উপাদেয় খাদ্য লালমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সান্‌কিতে অবতীর্ণ হইল। তখন তাহারা একস্থানে নৌকা বাঁধিয়া আহার কার্য্য শেষ করিয়া লইল।

কখন তাহারা নৌকা ছাড়িয়া ছিল,—তাহা যতীন ও নিশিবাবু জানেন না। নূতন প্রেমের নূতন তুফানে ভাসিতে ভাসিতে,

তাঁহারা কখন যে তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে নিদ্রিত হইয়া পড়িয়া ছিলেন, তাহাও তাঁহারা জানিতেন না। রাত্রে বেশ বাতাস উঠিয়াছিল ; সেই সু-বাতাসে মাঝী পাল তুলিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিয়াছিল, সাঁ সাঁ শব্দে নৌকা ছুটিয়া ছিল। যে পথ যাইতে ১২।১৪ ঘণ্টা লাগিত, তাহাই নৌকা ৬।৭ ঘণ্টায় আসিল , তখন দাঁড়ীমাঝিগণ এক ঘাটে নৌকা বাঁধিয়া নিজেরাও পাল মুড়ি দিয়া নিদ্রা দিল।

নিশিবাবু ও যতীন তখন গভীর নিদ্রায় সুখের স্বপ্ন দেখিতে-ছিলেন। পাছে সে স্বপ্ন নিমিষে ভাঙ্গিয়া যায় তাই তাঁহারা নিদ্রার মহান কোলে এমনি গাঢ় ভাবে বিলীন হইয়া গিয়াছিলেন যে নৌকা কখন ঘাটে আসিয়া লাগিয়াছে তাহার বিন্দু বিসর্গও তাঁহারা জানিতে পারেন নাই।

অতি ভোর রাত্রে যতীনের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি দেখিলেন, নদী-তীরে নৌকা বাঁধা রহিয়াছে ! কোথায় মাঝী নৌকা বাঁধিয়া রাখিয়াছে, তাহা তিনি প্রথম স্থির করিতে পারিলেন না। নিঃশব্দে বাহিরে আসিলেন ; তৎপরে অতি বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "এযে আমাদেরই ঘাট !"

এই সময়ে উপরে কে বলিল, "যতীন যে।"

যতীনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গাড়ু হস্তে ঘাটে আসিয়া ছিলেন ; তাঁহার সঙ্গে স্নেহের ভগিনী সুপ্রিয়া। সে ভ্রাতাকে দেখিয়া "দাদা এসেছ," বলিয়া ছুটিয়া নৌকার নিকট আসিল।

তাহার মধুর কণ্ঠ স্বরে নিশিবাবু ও অতুলবাবু সত্বর শয্যা হইতে উঠিয়া বসিলেন। যতীন তীরে নামিয়া, সুপ্রিয়ার হাত ধরিয়া বলিলেন, "হাঁ—পত্রে তো সব লিখেছিলেম।"

...রচ্ছেদ

শুভ-সম্বাদ

অতুলবাবু আসিয়াছেন,—মকর্দ্দমা জিত হইয়াছে,—তাহার উপর নিশিবাবু আসিয়াছেন ;—যতীনদিগের ক্ষুদ্র গৃহে একটা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। তাঁহারা অতি গৃহস্থ লোক—সামান্য বাড়ী ঘর। তবে ধান চাল, মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের অভাব নাই ; বিশেষতঃ তাঁহাদের বড়ই সুখের সংসার। সকলে অতি সমাদরে সকলকে গৃহে অভ্যর্থনা করিলেন, নিশিবাবুর আদরের পরিসীমা রহিল না, তাঁহার সমস্ত কথাই যতীন পূর্ব্বে পত্রে লিখিয়াছিলেন।

তাঁহারা বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া জনার্দ্দন শর্ম্মা মহাশয়কে মুখধৌত কার্য্যে নিযুক্ত দেখিয়া বিশেষ বিস্মিত হইলেন। সহসা ললিতের বাড়ী হইতে ইনি এখানে কেন,—কবে আসিলেন ! যতীনের হৃদয় প্রকৃতই সবলে স্পন্দিত হইতে লাগিল ! কেন তাহা তিনি জানেন না।

নিশিবাবু সহসা কিছুতে বিস্মিত হইতেন না,—কিন্তু ললিতের পিতা চৌধুরী মহাশয়ের পার্শ্বচর জনার্দ্দন শর্ম্মাকে সহসা এখানে দেখিয়া বিশেষতঃ তাঁহাদের এখানে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে এখানে তাঁহাকে উপস্থিত দেখিয়া তিনিও বিশেষ বিস্মিত হইলেন। উভয়ের এই বিস্ময় ভাব দেখিয়া জনার্দ্দন শর্ম্মা হাসিতে হাসিতে

বলিলেন,—"ভায়া, আমাকে তোমাদের আগে এখানে উপস্থিত হতে দেখে, বড আশ্চর্য্য হইতেছ.—না ? সম্প্রতি ঘটকালী কার্য্যে নিযুক্ত আছি !"

যতীন ও নিশিবাবুর হৃদয় স্পন্দন অধিকতর বৃদ্ধি পাইল, তাঁহারা কোন কথা কহিতে পারিলেন না ; উভয়েই জ্যেষ্ঠের মুখের দিকে চাহিলেন। তখন তিনি বলিলেন, "নিশিবাবু কি যতীনের বিবাহের কথা শুনেন নাই ?"

নিশিবাবু মস্তক কুণ্ডুয়নপর হইয়া বলিলেন, "আজ্ঞে শুনেছি।"

যতীনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিলেন, "নিশিবাবু, আমরা গৃহস্থ লোক, নদিয়ার বিখ্যাত জমিদার চৌধুরী মহাশয় যে যতীনের সঙ্গে তাঁহার একমাত্র কন্যার বিবাহ দিতে সম্মত হইয়াছেন, ইহা কি আমাদের পরম সৌভাগ্য নয় ?"

অবনত মস্তকে নিশিবাবু বলিলেন, "নিশ্চয়ই।"

যতীনের দাদা পুনরায় বলিলেন, "এ সকলই ললিতবাবুর কাজ। তিনি যতীনকে বড় ভালবাসেন। কেবল ইহাই নহে— তাঁহার সহিত সুপ্রিয়ার বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে। অনেক দিন ইহা স্থির হইয়াছে, আমরা তো টেলিগ্রাম করিয়াছিলাম।"

যতীন আনন্দে প্রায় উন্মত্ত হইলেন, বলিয়া উঠিলেন,— "ললিত যথার্থ কি "সুকে" বিবাহ করিবে ? নিশ্চয়ই আমাদের পরম সৌভাগ্য ! কিন্তু আশ্চর্য্য ! তিনি আমাদের কোন কথাই বলেন নাই।"

"বাড়ী আসিয়া শুনিবে বলিয়া বলেন নাই। সব ঠিক হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা বড় লোক,—আমাদের "সুকে" তাঁহাদের বাড়ী লইয়া বিবাহ দিতে হইবে,—আর তোমারও বিবাহ সেই-খানেই হইবে,—দিন স্থির হইয়া গিয়াছে।"

নিশিবাবু বলিলেন, "ইহাপেক্ষা সুখের সম্বাদ আর কি হইতে পারে! ললিতবাবু ভগিনীপতি হইবেন,—এটা নিতান্তই সৌভাগ্য! আর যতীনও যাহাকে বিবাহ করিবে, তাঁহাকে আমরা দেখিয়াছি,—তিনি রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী! যতীন অতি সৌভাগ্যবান তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বিদেশে আসিয়া যে এত আনন্দ লাভ করিব, তাহা কখনও আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই।"

জনার্দ্দন শর্ম্মা বলিয়া উঠিলেন, "ভায়া, ঐখানেই উদ্বাহ কার্য্যের উপসংহার নহে।"

সকলেই জনার্দ্দন শর্ম্মার মুখের দিকে চাহিলেন;—নিশিবাবু বলিলেন, "তাতো নিশ্চয়ই নয়,—যথেষ্ট মিষ্টি মুখ আছে।"

জনার্দ্দন শর্ম্মা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তবে কাহারও কাহারও সে দিন উপবাসও করিতে হইবে।"

"হাঁ নিশ্চয়ই,—বর কনের।"

"বন্ধুরও বটে।"

নিশিবাবু এবার নিতান্ত বিস্মিত ভাবে ব্রাহ্মণের মুখের দিকে চাহিলেন। তখন জনার্দ্দন শর্ম্মা গুরু গম্ভীর ভাবে আরম্ভ

করিলেন, "আমি ঘটকালী করিতে এখানে আসিয়াছি। চৌধুরী মহাশয়ও ললিতবাবু পাঠাইয়াছেন। ভায়া,—তোমাকে সার্ব্বভৌম মহাশয়ের অসামান্য রূপলাবণ্যসম্পন্না দৌহিত্রী পত্রলেখাকে বিবাহ করিতে হইতেছে। ইহাতে 'না' বলিলে চলিবে না। আমরা সকলে জোর করিয়া তোমার সঙ্গে পত্রলেখার বিবাহ দিব।"

জীবনে আর কেহ কখনও নিশিবাবুর এ অবস্থা দেখে নাই। তিনি বিস্ফারিত নেত্র,—গলদঘর্ম্ম কলেবর,—রক্তিমাভ মুখ,—তাঁহার শিরার রক্ত ডাক গাড়ীকে পরাভূত করিয়া তীরবেগে প্রধাবিত হইতেছে। তিনি অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন, "বলেন কি ?"

জনার্দ্দন শর্ম্মা বলিলেন,—"নূতন কিছুই বলিতেছি না।—পত্রলেখা তোমারই উপযুক্ত পাত্রী ,—আমরা সকলে পড়িয়া তোমার সঙ্গে তাহার বিবাহ দিব। কর্ত্রী ঠাকুরাণীর অনুমতি আনিবার জন্য চৌধুরী মহাশয় তোমার বাড়ীতে লোক পাঠাইয়াছেন। তিন বিবাহই এক সময়ে হওয়া আবশ্যক।"

নিশিবাবু মস্তক কুণ্ডুয়ন করিতে করিতে বলিলেন,—"প্রস্তাবটা বড় হঠাৎ হলো,—না ?"

জনার্দ্দন শর্ম্মা সুদৃঢ় ভাবে বলিলেন,—"হঠাতই হউক আর যাই হউক তোমাকে এ বিবাহ করিতেই হইতেছে।"

যতীন মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"আমি জানি নিশির এ বিবাহে আপত্তি হইবে না।"

অন্যত্র হইলে নিশিবাবু মুষ্ট্যাঘাতে যতীনের মস্তিষ্কধারণাধার

চূর্ণবিচূর্ণকৃত করিতেন,—কিন্তু নিমিষে আত্মসংযম করিলেন। 'পেটে ক্ষুধা মুখে লাজ' অবস্থা যাঁহার কখনও হইয়াছে, তিনিই নিশিবাবুর অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারিবেন—অন্যের সম্ভবে না। এতদিনে নিশিবাবু প্রকৃতই নীরব মুখচোরা হইতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার কণ্ঠ হইতে বাক্য নিস্সৃত হইল না।

জনার্দ্দন শর্ম্মা নাছোড়বান্দা,—বলিলেন,—"আমাকে আজই আহারাদির পর রওনা হইতে হইবে,—কেমন ভায়া সম্মত আছ তো?"

নিশিবাবু নীরব। জনার্দ্দন শর্ম্মা বদ্ধপরিকর,—তিনি আবার বলিলেন,—"কেমন ভায়া সম্মত আছতো? তোমার মুখের কথা লইয়া আমাকে ফিরিতে হইবে! তোমার পিতামহী, কর্ত্রী ঠাকুরাণী কখনই চৌধুরী মহাশয়ের অনুরোধ ঠেলিয়া ফেলিতে পারিবেন না। এখন তোমার কথা পাইলেই হয়।"

যতীন বলিলেন,—"বলই না ছাই।"

ইহাতে নিশিবাবু রক্তিম নয়নে তাঁহার দিকে চাহিলেন। তখন বাড়ী শুদ্ধ লোক নিশিবাবুর উপর অনুরোধ ধারা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সপ্তরথী বেষ্টিত অভিমন্যুর অবস্থায় নিশিবাবু নীত হইলেন। অবশেষে অবনত মস্তকে, হেট মুণ্ডে, অতি মৃদু স্বরে বলিলেন,—"কাজেই!"

জনার্দ্দন শর্ম্মা সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন,—"যাক,—আমার

ঘটকালী কাজ শেষ হইল। এক পেট যোণ্ডা খাইতে পারিলেই ব্রাহ্মণ খুসি! তায়া ঘটক বিদায়টা যেন মনে থাকে।"

জনার্দ্দন শর্ম্মা তাঁহার মস্থন উদরে সাদরে হস্ত বুলাইতে লাগিলেন। আজ সকলেরই আর আনন্দের সীমা নাই। ভগবান যে ভিতরে ভিতরে এত সুখের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিতেছিলেন, তাহা তিনি ব্যতীত আর কেহই জানিতেন না। যতীনের বিবাহে আপত্তি এক নিমিষে প্রাবীটের নদী বক্ষস্থ বৃক্ষ পত্রের ন্যায় কোথায় ভাসিয়া গেল। নিশিবাবু ললিতবাবুর বাড়ী আসিয়া বাল্য বিবাহের পক্ষপাতি হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু সেই দিন হইতে নিশিবাবুর সহিত যতীনের বিবাহ সম্বন্ধে আর কোন কথা হইল না। •

প্রিয় ভগিনী সুপ্রিয়া প্রাণের বন্ধু ললিতের অর্দ্ধাঙ্গিনী হইয়া কত আদরের রাজরাণী হইবে,—হীরকালঙ্কারে মণ্ডিত হইবে,—কত সহস্র সহস্র দীন দুঃখির দুঃখ দূর করিতে পারিবে, ইহাপেক্ষা সুখের সম্বাদ আর কি হইতে পারে! যতীন আরও শুনিলেন ধন কুবের চৌধুরী মহাশয় তাঁহার ও তাঁহার ভগিনীর বিবাহের সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিবেন, তাঁহাদের এক পয়সাও লাগিবে না। অধিকন্তু তিনি কন্যাকে ২৫ হাজার টাকার বাৎসরিক আয়ের একটি বিষয় ও প্রায় লক্ষ টাকার অলঙ্কারাদি দিবেন। এতদ্ব্যতীত তিনি জামাতার মর্য্যাদা হিসাবে প্রায় লক্ষ টাকা প্রদান করিবেন। কাল যতীন দরিদ্র ছিলেন, আজ তিনি বড় লোক!

কাহার নিকট তিনি ইহার জন্য কৃতজ্ঞ হইবেন? ভগবানের উপর,—বন্ধু ললিতের উপর,—না ললিতের সেই উন্মত্ত বেগবান অশ্বের উপর? সে খেপিয়া গাড়ী লইয়া না ছুটিলে, তিনি প্রাণের মমতা পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে না ধরিলে, তাঁহার সহিত ললিতের কখনই বন্ধুত্ব হইত না; আজ তাঁহার এ আনন্দের দিনও আসিত না। অলক্ষে থাকিয়া ভগবান যাহা করেন, তাহার উপর কাহারই হস্ত নাই!

নিশিবাবু পর দিনই দেশে পালাইলেন। তাঁহার পিতা মাতা নাই,—এক অতি বৃদ্ধা পিতামহী আছেন; সুতরাং তাঁহাকেই সব করিতে হইবে। যে কারণেই হউক, পর দিনই তিনি দেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এদিকে মহা সমারোহে যতীন ও সুপ্রিয়ার বিবাহের আয়োজন আরম্ভ হইল। টাকার আর অপ্রতুল নাই। কয়দিন যাইতে না যাইতে, উচ্চ নহবৎ খানায় রসুনচৌকি মধুর ধ্বনিতে ধ্বনিত হইতে লাগিল। সাঁনাই ইমন কল্যানে প্রাণ মন মাতাইয়া তুলিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মধুরেণ

আজ এক সপ্তাহ হইতে চৌধুরী মহাশয়ের বিস্তৃত পুরীর চারিদিকে চারি নহবত খানা লাল নীল নানা রঙ্গের নান পতাকায়, নানা রং বেরংয়ের রংচংয়ে কাগজে, মুসলমানী মসজিদাকারে বিরাজমান হইয়াছে। তাহা হইতে সাঁনাইয়ের মুখে অবিরল ধারে নানা রাগিনী প্রধাবিত হইতেছে। স্থানে স্থানে ঢাক ঢোল কাশিওয়ালাগণ প্রাণপণ শক্তিতে মধুর বাদ্যে চারিদিক আলোড়িত করিয়া তুলিতেছে। গ্রাম্য মুচে ইংরাজি. বাদ্যকরগণ ছিন্ন পরিত্যক্ত কেঁকাশে রংয়ে রঞ্জিত নানা ভাবের ইংরাজি পোষাক ও টুপিতে সজ্জিত হইয়া, তাহাদের জগঝম্প বাজাইতেছে। কলিকাতা হইতে ভাল ইংরাজি বাদ্যকরও আসিয়াছে,—তাহারা ললিতবাবুর সুন্দর বৈঠকখানা বাড়ীর মারবেল মণ্ডিত বারান্দা অধিকার করিয়া মধ্যে মধ্যে রণবাদ্য বাজাইতেছে। কোন স্থানে বাদ্যের বিরাম হইলেই "বাজা বাজা" শব্দ উঠিতেছে। চারিদিকে একটা হৈ হৈ ব্যাপার পড়িয়া গিয়াছে।

এক স্থানে মালাকারগণ রাশি রাশি বাজী প্রস্তুত করিতেছে। —এক স্থানে ভিয়ানে প্রায় শতাধিক ব্রাহ্মণ নানা মিষ্টান্ন প্রস্তুতে

নিযুক্ত রহিয়াছে! শত শত নূতন দরমায় ঘর নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহাতে স্তুপাকার দ্রব্যাদি সংগৃহীত হইয়াছে—এরূপ বিপুল ব্যাপার আর কেহ কখনও দেখেন নাই। সহস্র সহস্র লোকের নিমন্ত্রণ হইয়াছে,—প্রত্যহই "যোগ্যি" চলিতেছে।

আমোদ প্রমোদেরও অভাব নাই। বাগিরে মাঠে দিন রাত্রি পুতুল নাচ চলিতেছে। মাটীর পুতুল কোমর নাচাইয়া নাচিতেছে রাবণ বধ ঘটিতেছে,—স্বপনখার নাক কাটা যাইতেছে। অপর দিকে মেয়ে কবিগণ খেঁউড়ের তুফান ছাড়িয়া দিয়াছে। মিঞা সাহেবগণ মহানন্দে "আরও মোটা ধর" বলিয়া চীৎকার করিতেছেন। নানা স্থান হইতে ভাল ভাল যাত্রার দল আসিয়াছে। কলিকাতা হইতে খেমটাওয়ালী আসিয়াছে;—লক্ষ্ণৌ হইতে বাইজী আসিয়া ঠুংরি ধরিয়াছেন। চৌধুরী মহাশয়ের এই প্রথম কার্য্য,—আর ইহাই তাঁহার শেষ কার্য্য, সুতরাং তিনি অর্থ ব্যয়ে কুণ্ঠিত হইতেছেন না,—জলের ন্যায় টাকা ব্যয় হইতেছে।

মহা সমারোহে ললিতবাবু ও যতীনের বিবাহ হইয়া গিয়াছে,—আজ নিশিবাবুর বিবাহ। এ বিবাহও চৌধুরী মহাশয় নিজের কন্যার বিবাহ মনে করিয়া, সেইরূপই ব্যয় ভূষণ করিতেছেন। তাঁহার অতিশয় ইচ্ছা ছিল যে তিনি নিজের বাড়ীতে পত্রলেখার বিবাহ দেন,—সার্ব্বভৌম মহাশয়ও তাহাতে সর্ব্ব প্রকারে সম্মত ছিলেন, কিন্তু নিশিবাবু কিছুতেই সম্মত

হইলেন না। তাঁহার সকল কার্য্যেই একটু পাগলামি আছে। তিনি বিবাহ করিতে আসিয়া এক পাগলামি জুড়িলেন। প্রথম বিবাহ সার্ব্বভৌম মহাশয়ের সেই বাহিরের ঘরের দাওয়ায় হওয়া চাই,—দ্বিতীয়তঃ তিনি যে পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া পলাতক হইয়াছিলেন, যে পট্টবস্ত্র পরিয়া তিনি গুরু হইয়া চৌধুরী মহাশয়ের পূজা বাটীতে উপস্থিত হইয়া ছিলেন,—সেই পট্টবস্ত্র পরিয়া তিনি বিবাহ করিবেন,—আর কিছুই পরিবেন না।

চৌধুরী মহাশয় এই অদ্ভুত অনুরোধে নিতান্ত বিস্মিত হইলেন,—কিন্তু ললিতবাবু ও যতীন ব্যাপার বুঝিয়া মনে মনে হাসিলেন। নিশিবাবু একে গুরুঠাকুর, তাহার উপর বড লোকের ছেলে, তাহাতে ললিতের বিশেষ অনুরোধ,—চৌধুরী মহাশয় আর কোন কথা কহিলেন না, নিশিবাবুর পাগলামিতেই সায় দিলেন। নিশিবাবুরই জয় হইল। তিনি সেই প্রাচীন পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া, সেই একদিন যেরূপ ভাবে সার্ব্বভৌম মহাশয়ের সুন্দর পুষ্পোদ্যানে দণ্ডায়মান হইয়া ছিলেন, আজও সেই ভাবে সেই বাগানে বিবাহের ছাদ্‌নাতলায় দণ্ডায়মান হইলেন। গ্রামের রূপসীগণের নিকট একদিন তিনি গুরু-ঠাকুর ছিলেন,—সে দিন প্রণামের উপর প্রণাম লাভ করিয়া ছিলেন; আজ তিনি আর গুরুঠাকুর নহেন, গ্রামের বর গ্রাম্য ললনাগণ সেই দিনকার প্রণামের প্রতিশোধ লইবার

জন্যই বোধ হয়, আজ নিশিবাবুর কর্ণদ্বয়ের বিশেষ সমাদর আরম্ভ করিলেন। নিশিবাবুর শ্রবণেন্দ্রিয় ক্রমে লাল হইতে ঘোরতর লাল হইয়া উঠিল। এ কার্য্যে সকল অপেক্ষা বোধ হয় তৎপর হইয়াছিল ললিতবাবুর ভগিনী সুবালা!

কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া, নিশিবাবু স্বর একটু উচ্চে তুলিয়া বলিলেন,—"আমি জুয়াচোর হইলেও চোর নই, এরূপ কানমলা চোরেও সহ্য করিতে পারে না।"

ললিত বাবুর ভগিনী সুবালা পার্শ্বেই দাঁড়াইয়াছিল, সে মৃদু হাসিয়া অতি মধুর স্বরে বলিল,—"তুমি তো চোরই,—যে সে চোর নও,—চোর গোপনে চুরি করে আর তুমি এত লোকের সম্মুখেই আমার সখীর প্রাণটী চুরি করিতে আসিয়াছ।"

চারিদিক হইতে আবার প্রবল বেগে কানমলা আরম্ভ হইল, নিশিবাবু অস্থির হইয়া উঠিলেন। তিনি কর্ণের জ্বালা ঢাকিবার জন্য আবার রসিকতা করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বহু চেষ্টায়ও তাঁহার কণ্ঠ হইতে আর একটাও বাক্য বাহির হইল না। তাঁহার প্রাণের ভিতর কি একরূপ ভাব হইতে লাগিল, বুকের ভিতর যেন কেমন করিয়া উঠিতে লাগিল। তিনি মনে মনে বলিলেন,—"কত আসরে আমার রসিকতার তরঙ্গে শত শত লোক দিশেহারা হইয়াছে আর আজ এক দুগ্ধপোষ্যা বালিকার সম্মুখে আমার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল কে?"

যথারীতি বিবাহ হইয়া গেল। গাঁটছড়ায় আবদ্ধ হইয়া

পত্রলেখার পশ্চাৎ পশ্চাৎ নিশিবাবু বাসর-গৃহে প্রবেশ করিলেন। তথায় পদে পদে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হইয়া তিনি হাড়ে হাড়ে বুঝিলেন যে, যে যতই বিদ্বান, বুদ্ধিমান, সুচতুর হউক—এই নারীরাজ্য বাসর-ঘরে তাহাকে পদে পদে ঠকিতে হইবেই হইবে,—এখানে পুরুষের জিতিবার কোনই সম্ভাবনা নাই।

আমাদের যাহাদের লইয়া প্রয়োজন তাহাদের সকলেরই যখন যাহা হউক একটা হেস্তনেস্ত হইয়া গেল,—তখন আর আমাদের বলিবার অধিক কিছুই নাই। যথা সময়ে নিশিবাবু পত্রলেখাকে লইয়া এবং যতীন সুবালাকে লইয়া স্বদেশাভিমুখে মহা সমারোহে রওনা হইলেন। বিদায় কালীন অশ্রু আর আমরা বর্ণনা করিব না,—অশ্রু লইয়া আমাদের কারবার নহে,—যাঁহারা অশ্রু ভালবাসেন তাঁহারাই অশ্রু লইয়া থাকুন। এ সুখের সংসারে—সোণার সংসারে নিশিবাবুর ও যতীনের লক্ষ্মী-লাভ হইল, এ সুখের দিনে,—হাসির দিনে অশ্রু কেন?

সম্পূর্ণ।

